(১) মাকামে আওলিয়া

(২) ইন্সাফুস শরিয়াহ আলা মুজাদালাতে আলী ও মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমা

(৩) কোরান ও সহি হাদীসের আলোকে ইল্মে গায়েব

(৪) আফজালুন্নাস বাদে নবী আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লহু আনহু

(৫) মাতম প্রসঙ্গ

-:প্রকাশক:-

নিউ কালিমিয়া বুক ডিপো

৫ তলা মসজিদ রোড , সোনালী মার্কেট
কালিয়াচক , মালদা , পিন- ৭৩২২০১
Mob.-9733417841

জঙ্গে সিফফিন ও হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু

পিরে তারিকাত রাহবারে শরিয়ত হজরত মওলানা
মুফতি সৈয়দ শাহ গোলাম মুস্তারশিদ আলকাদরী
(সাজ্জাদা নশিন খিদিরপুর দরবার শরীফ,খিদিরপুর কলকাতা ৭০০০২৩)

-:প্রকাশক:-

নিউ কালিমিয়া বুক ডিপো

৫ তলা মসজিদ রোড , সোনালী মার্কেট
কালিয়াচক , মালদা , পিন- ৭৩২২০১

জঙ্গে সিফফিন
ও
হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু

লেখক
বাতিলের আতঙ্ক, শের এ বাঙ্গাল, শাগিরদে মুযতার নায়বে
আখতার পিরে তারিকাত রাহবারে শরিয়ত
হজরত মওলানা মুফতি সৈয়দ শাহ গোলাম মুস্তারশিদ আলকাদরী
(সাজ্জাদা নশিন খিদিরপুর দরবার শরীফ,খিদিরপুর কলকাতা ৭০০০২৩)

সাজ্জাদানাশিন	প্রতিষ্ঠাতা
খানক্কাহে পীরানে পীর খিদিরপুর দরবার শরীফ খিদিরপুর,কলিকাতা ৭০০০২৩	জামেয়া মুরশিদিয়া আখাতারিয়া ফায়জানে আহলে বায়েত পশ্চিম হিমচি,নবগ্রাম,বারুইপুর,দঃ২৪ পরাগনা

-:প্রকাশক:-
নিউ কালিমিয়া বুক ডিপো
৫ তলা মসজিদ রোড , সোনালী মার্কেট
কালিয়াচক , মালদা , পিন- ৭৩২২০১
Mob.-9733417841

পুস্তকের নামঃ- জঙ্গে সিফফিন ও হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লহু আনহু

লেখকের নামঃ- পীরে ত্বরিকত হজরত আল্লামা মুফতি সৈয়দ শাহ গোলাম মুস্তারশিদ আলক্বাদেরী।

(খিদিরপুর দরবার শরীফ কলকাতা)

১৭ বি এম এম আলি রোড কোলকাতা ৭০০০২৩

ফোন নংঃ- ৭৪০৭৯৯৩৫২২/৮২৫০৩৭৩৭৯২

পৃষ্ঠাঃ- ২২৪

মুল্যঃ-১৬০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তি স্থান

১ মুসলিম বুক ডিপো, কালিয়াচক, মালদা

২ মুফতি বুক ডিপো, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

৩ তাজ বুক ডিপো, কলুটোলা, কলকাতা

নিউ কালিমিয়া বুক ডিপো
৫ তলা মসজিদ রোড , সোনালী মার্কেট
কালিয়াচক , মালদা , পিন- ৭৩২২০১
Mob.-9733417841

উৎসর্গ

আমার এই কেতাব সর্ব প্রথমে আমার আব্বা ও মওলা হুজরত সৈয়দ শাহ মুরশিদ আলি আলক্বাদেরী আলা জাদ্দেহি নাবিয়েনা আলাইহিস সালাম পাকের পাক কদমে উৎসর্গ করলাম।অতঃপর মওলাপাকের নয়ন মনি তাঁনার প্রীয় খালিফা আমার পরদাদা হুজুর হজরত সৈয়দ শাহ নাসিমুদ্দিন আলক্বাদেরী রহঃ এর পাক কদমে নজর করলাম, এবং আমার দাদা হুজুর হজরত সৈয়দ শাহ ওয়াসিমুদ্দিন আলক্বাদেরী ও আমার পীর ও মুরশিদ ও পিতা বুলবুলে বাঙ্গাল হুজরত সৈয়দ শাহ কুতুবুদ্দিন আখতার আলী আলক্বাদেরী রহঃ এর পাক কদমে নজর করলাম।

মতামত

5

نحمدك يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا شفيعنايوم الجزاء۔

উপস্থিত যুগে চতুর্দিকে ফিতনা-ফাসাদের ঝড় বয়ে চলেছে তার মধ্যে সাইয়েদোনা হযরত আমিরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে শীয়া তো শীয়া কিছু আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের দাবী কারী ব্যক্তিদের মধ্যেও কু-মন্তব্য বাসা বেঁধেছে, যা পরিপূর্ণরূপে আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের মত ও পথ-এর ব্যতিক্রম। তাই উক্ত মন্তব্যের উন্মোচন করা এবং আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের সঠিক মত ও পথ এর প্রমাণ উপস্থাপন করা জরুরী হয়ে পড়েছিল। উক্ত প্রয়োজনীয়তা কে উপলব্ধি করে শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় হযরত সাইয়েদ শাহ মুফতী গোলাম মুস্তারশিদ আলক্বাদেরী সাহেব কিবলা কলম ধরেছেন এবং যথাসাধ্য উক্ত বিষয়ে আলোচনা করেছেন। যা একটি পুস্তাকার ধারণ করেছে এবং তার নাম রাখা হয়েছ *"জঙ্গে সিফ্ফীন ও হযরত আমীরে মুয়াবীয়া"*।

উক্ত পুস্তকটি আমি মোটামুটি করে পাঠ করলাম তাতে আমার মন বলে লেখক যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন উক্ত বিষয়টিকে সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত করার এবং মজবুত দলীল দিয়ে লিপিবদ্ধ করার। এবং তিনি

নিজ উদ্দেশ্যে সফল হয়েছেন। আশা করি পাঠক বলতে বাধ্য হবে যে উক্ত বিষয়ে বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত দলীল ভিত্তিক এত সুন্দর কোন পুস্তক আমার নজরে পড়েনি।

উক্ত পুস্তকে যে মত ও পথের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এটাই আসলে আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের মত ও পথ। কেউ যদি এই মত ও পথ এর ব্যতিক্রম মত ধারণ করে সে আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

পরিশেষে করুণাময়ী মহান রাব্বুল আলামিনের পবিত্র দরবারে হৃদয় নিংড়ানো দোয়া করি লেখকের ঈমান আমল মর্যাদা এবং জ্ঞান গরিমা বৃদ্ধি করুন! এবং তাকে সুস্থ রেখে বেশি বেশি ধর্মের খেদমত করার তৌফিক দান করুন! তার সমস্ত খেদমতকে নিজ দরবারে গ্রহণ করে মানুষের নিকটেও গ্রহণযোগ্য করে তুলুন! আমীন।

ইতি

আব্দুল আজিজ কাসিমী

30/03/2023

কেতাব লেখকের উদ্দেশ্য

বর্তমান জামানায় চতুরদিকে বিভিন্ন ফেতনার আবির্ভাব হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল শিয়া রাফেজী ফেতনা এবং তার সাথে সাথে অল্প শিক্ষিত হয়ে নিজদের আলেম দাবি করে এবং কথায় কথায় ফতুয়া ঝাড়ে এই ফেতনা ও বেড়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি এমন পরযায় যে এই সময় সুন্নিয়তের মধ্যে একান্ত ঐক্যের প্রয়োজন যাতে বাতিলদের মোকাবিলা করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের একটী প্রশিদ্ধ দরবার হল কলকাতা খিদিরপুর দরবার আর এই দরবার দেড়শ বছর ধরে সুন্নিয়তের খেদমত করে আসছে। এই দরবারের উজ্জ্বল নক্ষত্র আমার পিতা ও পীর মুরশিদ হজরত সৈয়দ শাহ কুতুবুদ্দিন আখতার আলী আলক্বাদেরী রহঃ আলিহে জিনি বুলবুলে বাঙ্গাল এবং বাংলার বাঘ হিসাবে তানার সুমধুর কণ্ঠস্বর ও তেজস্বী বক্তা হিসাবে উলামাদের নিকট সু প্রশিদ্ধ ছিলেন এবং উলামাগন তানাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। অথচ তানার ইন্তেকালের পর হঠাৎ করে কিছু আলিমে দ্বিন না জেনে বুঝে

অথবা হিংসার বশবর্তী হয়ে এই দরবার ও তার বর্তমান সাহজাদাদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেন তারা নাকি শীয়া। তারা নাকি হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কে সাহাবি হিসাবে মানেনা। অথচ সত্য হল খিদিরপুর দরবার শরীফ রাসুলুল্লহা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সকল সাহাবিকেই সম্মান করেন তার কারন হচ্ছে আমাদের পীর ও মুরশিদ হজরত সৈয়দ শাহ কুতুবুদ্দিন আখতার আলী আলক্বাদেরী রহঃ তানার শেখ ওয়াসিয়াতে এ স্পষ্ট করে জান যে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল সাহাবা আমাদের মাথার তাজ তাদের সকল কে সম্মান করতে হবে তাদের মধ্যে কার দ্বন্দ নিয়ে কোন সমালোচনা করা যাবে না এবং যে এমনটি করবে সে আমার মুরিদ বা সন্তান নয়। পীরের এত স্পষ্ট আদেশের পর কি খিদিরপুর দরবার হজরত আমিরে মুয়াবিয় কে নিয়ে বাজে ধারনা করতে পারে? কখনই না। আর তাছাড়া যখন আমি জেনারেল শিক্ষায় পড়ছিলাম সেই সময় মওলা আলী ও হজরত মুয়াবিয়ার মধ্যকার দন্দ নিয়ে প্রশ্ন করলে আব্বা হুজুর একটি সুন্দর উদাহরন দিয়ে মাসয়ালাটি বুঝিয়ে দেন।

উদাহরণটি হল। তিনি বলেন “ বাবু ধর তোমার কোনও চাচার সাথে আমার কোনও বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিল তাতে তুমি কার সাথ দেবে আমি উত্তর দিলাম আপনার কারন আপনি আমার পিতা তখন তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি তাদের কে কটূ কথা বলবে আমি বললাম জি না কারন আপনি আমাদের সে শিক্ষা দেননি। তিনি আবার বললেন আর বাইরের কেউ যদি তাদের সমালোচনা করে তাহলে কি করবে মি বললাম তাদের বিরোধিতা করব তিনি তখন মাথায় হাত দিয়ে বললেন ব্যাস এটাই হচ্ছে সাহাবাদের মধ্যকার দ্বন্দের সমাধান। তখন থেকে আমি এই শিক্ষা মনে গেঁথে রেখে ছিলাম। এবং আমার আরো বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর যাতে আমি পাই তাই তিনি মুফতি আহমাদ ইয়ার খান রহঃ এর লেখা কেতাব আমিরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু পড়তে দেন। যা পড়ে মনে অনেক ধৈর্য আসে। পরবর্তীতে যখন মাদ্রাসায় ভর্তি হই তো সোশাল মিডীয়ার মাধ্যমে হজরত মুয়াবিয়ার প্রতি আরো বিভিন্ন অপবাদ দেখতে পাই যার উত্তর দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এবং বাংলাতে এই বিষয়ে তেমন কিছু আমার নজরে

না পড়ায় ইরাদা করি এই বিষয়ে লিখব যাতে সেই সকল অপবাদের জবাব হয়ে যায় এবং সাথে সাথে খিদিরপুর দরবারের প্রতি অপবাদের জবাব ও হয়ে যায়। এই উদ্দেশ্যে নিয়ে গবেষণা সুরু করি এবং লেখা সুরু করি দেখলাম তাদের যা আপত্তি সবগুলির খন্ডন এক খন্ডে দেওয়া সম্ভব নয় তাই খন্ডে খন্ডে দেব ইনশা আল্লাহ তার মধ্যে এই খন্ডে জঙ্গে সিফফিন সম্পরকে আছে তাই এর নাম জঙ্গে সিফফিন ও আমির মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু রাখা হয়েছে। আশা করি পাঠক উপকৃত হবেন।

ইতি

খাকসার মুফতি গোলাম মুস্তারশিদ আলক্বাদেরী

লেখকের আরজ

এই কেতাব বহু গবেষণা ও মেহনতের পর লেখা হয়েছে এবং চেষ্টা করা হয়েছে কোরান ও সহি হাদীস তথা আসমাউর রেজাল ও তারিখের বিশুদ্ধ সনদের কেতাব থেকে দলিল দেবার। সুতরাং পাঠকগনের কাছে আবেদন পড়ুন ও আপনাদের সু চিন্তিত মতামত দিন। এবং যদি কোণও রকম ত্রুটি বানান অথবা ভাষাগত দিখথেক অথবা অন্য কোনও ত্রুটি চোখে পড়ে সেগুলি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টীতে দেখবেন এবং এবং আমাদের পত্রের মারফত জানাবেন পরবর্তী সংস্করণে ঠীক করে নেওয়া হবে ইন শা আল্লাহ। এবং শীয়া তথা বিরুদ্ধবাদীদের যদি এই কেতাব স্বম্পরকে কোণো আপত্তি থাকে তাহলে দালিলিক ভাবে খন্ডন করুক। অথবা আমাদের জানাক পরবর্তীতে জবাব দেওয়া হবে ইন শা আল্লহ।

আরজ গুজার

মুফতি গোলাম মুস্তারশিদ আলক্বাদেরী

সূচীপত্র

বর্তমান সময়ে সবচেয়ে আলোচিত ও সমালোচিত বিষয় হল আমীর মুয়াবিয়া। যেহেতু দিনে দিনে তার বিষয়ে সমালোচনা তথা আক্রমণ বেড়েছে তাই প্রতিরোধ করতে তার আলোচনাও বেড়েছে। আর এটাই চিরাচরিত প্রথা। কেণ না আমরা জানি যে দুর্গে আক্রমণ বেশী হয়, সে দুর্গকে প্রতিরোধ করার প্রয়োজনও বেশী হয়। শিয়ারা তো চিরকালই আমীর মুয়াবিয়া কে নিয়ে আপত্তি তুলে এসেছে ।তারা কখনই তাঁকে সাহাবী হিসাবে মেনে নিতে পারেনি। তারা তার সাহাবিয়াত কে তো অস্বীকার করেই।কিন্তু বর্তমানে কিছু সুন্নি দাবীদারও শিয়াদের দেখানো পথে চলা শুরু করেছে। বিশেষ করে কিছু অতি আবেগি সৈয়দ দরবার গুলি উক্ত বিষয়ে বেশী প্রভাবিত হয়েছে। তারাও আমীর মুয়াবিয়া কে সাহাবী হিসাবে মানতে নারাজ। কিন্তু ১৪০০ বছরে সুন্নি বা আহলে সুন্নতের কেওই, সে আহলে বাইত সাহাবী হোক কিংবা অন্যান্য সাহাবী। কিংবা কোন তাবেঈ হোক কিংবা কোন তাবেতাবেঈ কিংবা সালফ স্বলেহিনের কেও, আমীর মুয়াবিয়ার সাহাবিয়াত নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেননি। অথচ বর্তমানে কিছু সুন্নি দাবীদার এবং বংশগত অহমিকায় নিমজ্জিত সৈয়দগন, তাদের পথ ছেড়ে শিয়াদের মনগড়া পথ কে আপন করে নিয়েছে। শিয়ারা যেসব অভিযোগ দিয়ে তার সাহাবিয়াতের উপর আপত্তি করে, তারাও একি অভিযোগের মাধ্যমে তার সাহাবী হওয়া কে অস্বীকার করে। তাই তার সাহাবিয়াত নিয়ে আলোচনার পুর্বে প্রথমে তাদের আপত্তিগুলি খন্ডন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। যদিও তাদের অভিযোগের তালিকা অনেক লম্বা। তবে তাদের সবচেয়ে বেশী অভিযোগ সিফফিন যুদ্ধ কেন্দ্রিকই। তাই প্রথমে সিফফিন কেন্দ্রিক যতগুলি আপত্তি আছে সেগুলির খন্ডন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

সিফফিন প্রসঙ্গঃ

হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কি মওলা আলির খেলাফত কে স্বীকৃতি দেন নি?

শিয়াদের প্রথম অভিযোগঃ সিফফিন যুদ্ধ প্রমাণ করে আমীর মুয়াবিয়া, মওলা আলীকে খালিফা হিসাবে মেনে নিতে পারেননি। তিনি মওলা আলীর খিলাফতের বিরোধিতা করতে তার বিরুদ্ধ অস্ত্র ধারণ করেছিলেন।

আমার জবাবঃ প্রথমত,শিয়া ও তাদের অনুসারিদের উক্ত অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। কেণ না তাদের কাছে এই বিষয়ে কোন দলীল নেই। অভিযোগটি সম্পুর্ণ ভাবে ধারণা ভিত্তিক। আর যেহেতু ধারণা সঠিকও হয় আবার বেঠিকও হয় তাই ধারণা দিয়ে নিশ্চিত ভাবে বলার কোন সুযোগ নেই।এই বিষয়ে তাদের দাবী যে নিতান্ত ভুঁয়ো এবং মওলা আলীর খালিফা হওয়ার নিয়ে তার কোন সমস্যা ছিল না, যার সাপেক্ষে বেশ কয়েকটিই দলীল দেওয়া যেতে পারে।যেমন নিম্নোক্ত বর্ণনাটি তার মধ্যে অন্যতম

ما جاء في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه

وَكِيعٌ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , قَالَ: كَانَ الْحَادِي يَحْدُو بِعُثْمَانَ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ الْأَمِيرَ بَعْدَهُ عَلِيٌّ ... وَفِي الزُّبَيْرِ خَلَفٌ رَضِيٌّ»، قَالَ: فَقَالَ كَعْبٌ: وَلَكِنَّهُ صَاحِبُ الْبَغْلَةِ الشَّهْبَاءِ، يَعْنِي مُعَاوِيَةَ , فَقِيلَ لِمُعَاوِيَةَ: إِنَّ كَعْبًا يَسْخَرُ بِكَ وَيَزْعُمُ أَنَّكَ تَلِي هَذَا الْأَمْرَ , قَالَ: فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ , وَكَيْفَ وَهَا هُنَا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَأَصْحَابُ مُحَمَّدٍ , قَالَ: «أَنْتَ صَاحِبُهَا»

পরিচ্ছেদঃযখন মওলা আলীর কাছে খেলাফত স্থানতরিত হলো

আবু স্বালেহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন এক গায়ক হজরত উসমানের শানে গান গেয়ে বললো নিশ্চয়ই তাঁর পরে মওলা আলী এবং জুবাইরের মধ্যে কেউ একজন সমর্থন প্রাপ্ত খালিফা হবেন। রাবি বলেন হজরত কা'ব বললেন ইহা ব্যতীত ধুসর বর্ণের অশ্বারোহী অর্থাৎ আমীর মুয়াবিয়াও সমর্থন প্রাপ্ত খালিফা হবেন অতঃপর আমীর মুয়াবিয়াকে বলা হল হজরত কা'ব আপনার সহিত ঠাট্টা মস্কারা করছেন এবং তার ধারণা আপনি এই ইমারতের ওলী বা খালিফা হবেন। রাবি বলেন তিনি আমীর মুয়াবিয়া কাছে এলেন তো আমীর মুয়াবিয়া বললেন হে আবু ইসহাক তুমি এই কথা কিভাবে বলতে পারলে? যেখানে মওলা আলী, জুবাইর ও অন্যান্য আসহাবে মুহাম্মাদ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপস্থিত আছেন! কাব উত্তর দিলেন আপনিও এর হকদার

মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ হাদিস নং-৩৮০৯০/৩৭০৯৩ তাবকাত ইবনে সা'দ,হাদীস নং-৬৬০০

উক্ত বর্ণনা প্রমাণ করে হজরত আমীর মুয়াবিয়া, মওলা আলীর খেলাফত বিরোধী ছিলেন না। সিফফিন যুদ্ধ যদি খেলাফত জনিত হতো তাহলে আমীর মুয়াবিয়ার নিকট যখন খেলাফতের আবেদন এসেছিল তখনই দলবল নিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়তেন। কিন্তু তিনি তা করেননি বরং তিনি হজরত কা'বের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিলেন। বরং বাস্তবতা টা একটু ভিন্ন, আসলে হজরত উসমানের হত্যার বিচার কে কেন্দ্র করেই এই বিবাদের সুত্রপাত।

وقد ذكر يحيى بن سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري في " كتاب صفين " في تأليفه بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية : أنت تنازع عليا في أو أنت مثله ؟ قال : لا ، وإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر ، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما

وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه ؟ فأتوا عليا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان ، فأتوه فكلموه فقال : يدخل في البيعة ويحاكمهم إلي

ইহাইয়া বিন সুলাইমান আল জু'ফি যিনি ইমাম বুখারীর শিক্ষকের মধ্যে একজন ছিলেন, তার বই কিতাবুস সিফফিনে শক্তিশালী সনদের সাথে উল্লেখ করেছেন তিনি বলেন আবু মুসলিম আল খওলানি হইতে বর্ণিত আমীর মুয়াবিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কি মওলা আলীর খিলাফতের বিরোধীতা করেন?কিংবা আপনি কি তার সমকক্ষ? তিনি উত্তর দিলেন। না! আমি জানি তিনি আমার চেয়ে উত্তম এবং আমার চেয়ে শাসন চালনায় বেশী হকদার। কিন্তু তুমি কি জানো মাজলুম উসমানকে হত্যা করা হয়েছে.? আমি উসমানের চাচাত ভাই এবং তার হত্যার প্রতিশোধের দাবীদার। যাও আর মওলা আলীর নিকট গিয়ে বলো উসমানের হত্যাকারীকে আমাদের সুপে দিতে।অতঃপর তারা মওলা আলীর নিকিট গেলেন এবং তার সাথে আলোচনা করলেন এবং তিনি বললেন বাইয়াতের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের বিচার আমার কাছে নিয়ে আস।

ফাতহুলবারী খন্ড-১৩, কিতাবুল ফিতান, পৃষ্ঠা-৯২

قَالَ الجُعْفِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ:جَاءَ أَبُو مُسْلِمٍ الخَوْلاَنِيُّ وَأُنَاسٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَقَالُوا: أَنْتَ تُنَازِعُ عَلِيّاً، أَمْ أَنْتَ مِثْلُهُ؟فَقَالَ: لاَ وَاللهِ، إِنِّيْ لأَعْلَمُ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنِّي، وَأَحَقُّ بِالأَمْرِ مِنِّي، وَلَكِنْ أَلَسْتُم تَعْلَمُوْنَ أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ مَظْلُوْماً، وَأَنَا ابْنُ عَمِّهِ، وَالطَّالِبُ بِدَمِهِ، فَائْتُوْهُ، فَقُوْلُوا لَهُ، فَلْيَدْفَعْ إِلَيَّ قَتَلَةَ عُثْمَانَ، وَأُسْلِمَ لَهُ. فَأَتَوْا عَلِيّاً،فَكَلَّمُوْهُ بذلك فَلَمْ يَدْفَعْهُم إِلَيْهِ

জু'ফি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়ালা বিন উবাইদ, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন তিনি আবু মুসলিম খওলানি আরো অন্যন্যরা আমীর মুয়াবিয়ার নিকট এলেন এবং তাকে

জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কি মওলা আলীর খিলাফতের বিরোধীতা করেন?কিংবা আপনি কি তার সমকক্ষ? তিনি উত্তর দিলেন না! আমি জানি তিনি আমার চেয়ে উত্তম এবং আমার চেয়ে শাসন চালনায় বেশী হকদার। কিন্তু তুমি কি জানো? মাজলুম উসমানকে হত্যা করা হয়েছে.? আমি উসমানের চাচাতো ভাই এবং তার হত্যার প্রতিশোধের দাবীদার। অতঃপর তারা মওলা আলীর নিকট যাবেন এবং বলবেন উসমানের হত্যাকারীকে আমাদের সুপে দেন।অতঃপর তারা মওলা আলীর নিকিট এলেন এবং তার সাথে সেই বিষয়ে আলোচনা করলেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে সুপে দিতে অস্বীকার করলেন। সিয়ারু আলামিন নুবালা খন্ড ৩ পৃষ্ঠা ১৪০

রجاله ثقاتআল বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১২৯, ইবনে কাসীর বলেন

ونا إبراهيم نا يحيى قال حدثني يعلى بن عبيد الحنفي نا أبي قال جاء أبو مسلم الخولاني وأناس معه إلى معاوية فقالوا له أنت تنازع عليا أم أنت مثله فقال معاوية لا والله إني لأعلم أن عليا أفضل مني وأنه لأحق بالأمر مني ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه وإنما أطلب بدم عثمان فائتوه فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له فأتوا عليا فكلموه بذلك فلم يدفعهم إليه

আমাকে খবর দিলেন ইবরাহীম, তিনি বলেন আমাকে খবর দিলেন ইয়াহিয়া, তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়ালা বিন উবাইদুল হানাফি তিনি বলেন আমাকে আমার পিতা খবর দিয়ে বলেন আবু মুসলিম খওলানি আরো অন্যন্যরা আমীর মুয়াবিয়ার নিকট এলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কি মওলা আলীর খিলাফতের বিরোধীতা করেন...কিংবা আপনি কি তার সমকক্ষ? তিনি উত্তর দিলেন "না!" আমি জানি তিনি আমার চেয়ে উত্তম এবং আমার চেয়ে শাসন চালনায় বেশী হকদার। কিন্তু তুমি কি জানো মাজলুম

উসমানকে হত্যা করা হয়েছে.? আমি উসমানের চাচাতো ভাই এবং তার হত্যার প্রতিশোধের দাবীদার। অতঃপর তারা মওলা আলীর নিকট যাবেন এবং বলবেন উসমানের হত্যাকারীকে আমাদের সুপে দেন।অতঃপর তারা মওলা আলীর নিকিট এলেন এবং তার সাথে সেই বিষয়ে আলোচনা করলেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে সুপে দিতে অস্বিকার করলেন তারিখে দামিস্ক খন্ড-৫৯, পৃষ্ঠা-১৩২

উক্ত বর্ণনাগুলি দ্বারা বোঝা যায় মওলা আলীর সঙ্গে বিবাদ,খেলাফত সমস্যাজনিত ছিল না। কেণ না আমীর মুয়াবিয়া কে যখন জিজ্ঞাসা করা হল মওলা আলীর চেয়ে খেলাফতের ব্যাপারে নিজেকে বেশী হকদার মনে করেন কিনা, তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন মওলা আলী এই বিষয়ে বেশী যোগ্য ও হকদার। যার দ্বারা প্রমাণ হয়, তাঁর খালিফা হওয়া নিয়ে কোন সমস্যাই ছিল না। বরং তাদের বিবাদের সুত্রপাত হজরত উসমানের হত্যার বিচার কে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছিল।

এই বিষয়ে আরো কয়েকটি দলিলঃ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ" : أَرْسَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى مُعَاوِيَةَ يُعْلِمُهُ حَالَهُ وَمَا يُرِيدُ وَيُكَلِّمُهُ، فَخَرَجَ حَتَّى قَدِمَ الشَّامَ فَنَزَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ، ثُمَّ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، يَا مُعَاوِيَةُ، فَإِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لِابْنِ عَمِّكَ الْحَرَمَانِ، وَالنَّاسُ لَهُمَا تَبَعٌ، مَعَ أَنَّ مَعَهُ أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَأَهْلَ الْكُوفَةِ وَأَهْلَ مِصْرَ وَأَهْلَ الْيَمَنِ قَدْ بَايَعُوا، فَبَايِعِ ابْنَ عَمِّكَ وَلَا تُخَالِفْ , وَلَا تَعْنِدْ عَلَى الْحَقِّ , وَمَا أَنْتَ فِيمَنْ أَنْتَ فِيهِ، فَلَا تَلْفِفْ عَلَى أَصْحَابِكَ وَاصْدُقْهُمْ، وَأَجْلِ لَهُمُ الْأَمْرَ , وَنَاصِحْهُمْ فِي الْحَقِّ وَالدِّينِ، وَهُوَ مُعْطِيكَ الشَّامَ وَمِصْرَ تَكُونُ عَلَيْهِمَا مَا دُمْتَ حَيًّا، عَلَى أَنْ تَعْمَلَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ

عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ ." وَكَانَ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ يَوْمَئِذٍ وُجُوهُ أَهْلِ الشَّامِ: ذُو الْكَلَاعِ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ السِّمْطِ، وَأَبُو مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ، وَمَسْرُوقٌ الْعَكِّيُّ، فَتَكَلَّمُوا بِكَلَامٍ شَدِيدٍ، وَرَدُّوا أَشَدَّ الرَّدِّ، وَتَهَدَّدُوا مُعَاوِيَةَ أَشَدَّ التَّهْدُدِ إِنْ هُوَ أَجَابَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ وَتَرَكَ الطَّلَبَ بِدَمِ عُثْمَانَ , فَقَالَ جَرِيرٌ: اللَّهَ اللَّهَ فِي حَقْنِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمِّ شَعْثِهِمْ، وَجَمْعِ أَمْرِ الْأُمَّةِ، فَإِنَّ الْأَمْرَ قَدْ تَقَارَبَ وَصَلُحَ. قَالُوا: لَا نُرِيدُ هَذَا الصُّلْحَ حَتَّى نُقَاتِلَ قَتَلَةَ عُثْمَانَ، فَنَحْنُ وُلَاتُهُ وَالْقَائِمُونَ بِدَمِهِ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: عَلَى رِسْلِكُمْ , أَنَا مَعَكُمْ عَلَى مَا تُرِيدُونَ وَتَقُولُونَ مَا بَقِيَتْ أَرْوَاحُنَا. فَجَزَاهُ الْقَوْمُ خَيْرًا وَكَفُّوا عَنْهُ. وَخَرَجَ جَرِيرٌ حَتَّى قَدِمَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , فَقَالَ: مَا وَرَاءَكَ؟ قَالَ: الشَّرُّ. أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَهُوَ يَرْضَى بِمَا يُعْطَى، وَلَكِنَّهُ مَعَ قَوْمٍ لَا أَمْرَ لَهُ مَعَهُمْ، كُلُّهُمْ يَقُومُ بِدَمِ عُثْمَانَ وَهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ، وَالْقَوْمُ مُقَاتِلُوكَ. فَقَالَ الْأَشْتَرُ: يَا أَخَا بَجِيلَةَ، إِنَّ عُثْمَانَ اشْتَرَى دِينَكَ وَدِينَ قَوْمِكَ بِهَمَذَانَ، فَقَالَ جَرِيرٌ: أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ نَاصَحْتُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَجِئْتُكَ بِالصِّدْقِ. فَلَمْ يَزَلِ الْأَشْتَرُ يَحْمِلُ عَلَى جَرِيرٍ عِنْدَ عَلِيٍّ حَتَّى خَافَهُ، فَهَرَبَ جَرِيرٌ وَكَاتَبَ مُعَاوِيَةَ، فَسَارَ عَلِيٌّ إِلَى دَارِ جَرِيرٍ , فَشَعَثَ مِنْهَا حَتَّى كَلَّمَهُ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ

আবু আওন হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন আলী ইবনে আবি তালিব রাদিআল্লাহু আনহু, জারির বিন আব্দুল্লাহ কে আমীর মুয়াবিয়ার নিকট জিজ্ঞাসা করতে এবং উদ্দেশ্য জানতে এবং তার সাথে আলোচনা করতে পাঠালেন তখন তিনি বাহির হলেন এমনকি সিরিয়ায় গিয়ে আমীর মুয়াবিয়ার নিকট উপস্থিত হলেন । তার পর তিনি দাঁড়িয়ে আল্লাহর হামদ পাঠ করলেন, তার প্রশংসা করলেন এবং আল্লাহর নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠ করলেন। তারপর বললেন আম্মা বা'দ! হে মুয়াবিয়া তিনি আপনার চাচাত ভাইয়ের নিধনের কারণে জড় হয়েছেন। এবং মানুষজন তাদের উভয়ের

অনুসারী। তার সাথে বসরা বাসী, কুফা বাসী ও ইয়ামান বাসীগনও বায়াত গ্রহন করেছে। অতএব আপনি আপনার চাচাত ভাইয়ের বাইয়াত গ্রহন করুন, দ্বিমত করবেন না। আর সত্য থেকে মুখ ফেরাবেন না ! আপনি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত আর আপনার সাথিদের বিষয়ে মুখ ফিরিয়ে নেবেন না। তাদের প্রতি বিশ্বাস রাখুন এবং বিষয়টি তাদের উপর ছেড়ে দিন। এবং আমরা তাদের কে সত্য ও দ্বিনের বিষয়ে উপদেশ দিয়ে থাকি। এবং তিনি আপনাকে সিরিয়া ও মিসরের আধিপত্য দিয়েছেন যতক্ষণ আপনি বেঁচে রয়েছেন। শর্ত হল যে, আপনি আল্লাহর কিতাব ও তার নবী স্বালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের উপর আমল করবেন। এবং সেদিন আমীর মুয়াবিয়ার নিকট সিরিয়া বাসীদের সমর্থন ছিল । জুলকালআ, সারজিল বিন সিমত ,আবু মুসলিম খাওলানি এবং মাসরুক আল আক্কি তারা সকলে কঠোর বার্তা দিলেন এবং তারা কঠোর ভাবে খণ্ডন করলেন। এবং তারা আমীর মুয়াবিয়া কে আরো কঠিন হুমকি দেন যদি তিনি এই বিষয়ে জবাব দেন এবং যদি হজরত উসমানের খুনের বদলা না নেন। তখন জারির বিন আব্দুল্লাহ মুসলমানদের রক্ত ঝরার সম্পর্কে বলে উঠলেন আল্লাহ আল্লাহ তাদের কে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ো না। উম্মতের বিষয়গুলি কে একত্রিত করো। বিষয়টি একত্রিত ও সুলাহ হয়ে গেছে । তারা বললো হজরত উসমানের হত্যাকারীদের হত্যা না করা পর্যন্ত আমরা কোন সুলাহ চাই না। আর আমরা তার আপনজন যারা তার বদলার সমর্থনে দাঁড়িয়ে আছে। তখন আমিরে মুয়াবিয়া বললেন তোমরা শান্ত হও।তারা বললো আপনি যা চাইবেন এবং যা বলবেন শরীরে আত্মা থাকা পর্যন্ত আপনার সাথে আছি। জনগন তাকে উত্তম প্রতিদান দিলেন এবং তার সম্পর্কে চুপ থাকল। তখন তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন এমনকি মওলা আলীর কাছে উপস্থিত হলেন। মওলা আলী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি খবর নিয়ে এসেছ? তিনি

উত্তর দিলেন খবর মন্দ! তিনি বললেন আমীর মুয়াবিয়া কে যা দেওয়া হয়েছে তাতে তিনি সন্তুষ্ট। কিন্তু তিনি যে জাতির সাথে আছেন যাদের সাথে তার কোন বিষয় মিল নেই । তাদের প্রত্যেকেই হজরত উসমানের বদলার পক্ষে দাঁড়িয়ে আছে তারা প্রায় ১ লক্ষ। জাতিটি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে আগ্রহী। তখন আস্তার বলল হে বাজিলা জাতির ভাই উসমান আপনার দ্বিন কে কিনে নিয়েছে এবং হামজান অধিবাসি আপনার গোত্রের লোকের দ্বিন কে ও কিনে নিয়েছে। জারির বললেন আল্লাহর কসম আপনার জন্য আমার কাছে নসিহত আছে হে মোমিনদের নেতা। এবং আমি আপনার কাছে সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি। তখন আস্তার তাকে মওলা আলীর নিকট টেনে নিয়ে যেতে থাকল যতক্ষন না তিনি তাকে ভয় পেলেন । ফলে তখন তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান এবং আমীর মুয়াবিয়া কে চিঠি লেখেন। ফলে মওলা আলী তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন। আবু মাস'উদ আল আন্সারী তার সাথে কথা না বলা পর্যন্ত তিনি তার থেকে দূরে থাকেন। তাবকাত ইবনে সা'দ, পৃষ্ঠা-৮২৮ বর্ণনা নং- ৪১২

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ , عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ" : لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ بِصَاحِبِ حَرْبٍ وَلَا قِتَالٍ وَلَا سِيَاسَةٍ، بَعَثَ جَرِيرًا إِلَى مُعَاوِيَةَ يُعْطِيهِ مِصْرَ وَالشَّامَ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ وَيُبَايِعَ لِعَلِيٍّ، فَفَعَلَ، فَأَبَى أَصْحَابُهُ ذَلِكَ وَقَالُوا: لَا نَفْعَلُ أَبَدًا. فَرَجَعَ جَرِيرٌ إِلَى عَلِيٍّ يُخْبِرُهُ. قَالَ: يَقُولُ الْأَشْتَرُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، غَشَّكَ، مَالَأَ عَدُوَّكَ وَكَذَبَ، فَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَخَرَجَ هَارِبًا، حَتَّى سَارَ عَلِيٌّ إِلَى دَارِنَا يَهْدِمَهَا، حَتَّى خَرَجْنَا إِلَيْهِ، فَنَاشَدْنَاهُ اللَّهَ، وَقُلْنَا: دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ لِأَيْتَامٍ , فَتَرَكَهَا "

ইয়াজিদ বিন জারির বিন আব্দুল্লাহ হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন মওলা আলী যুদ্ধের পক্ষে ছিলেন না, আর না হানাহানি ও রাজনীতির পক্ষে। তিনি জারির বিন আব্দুল্লাহ কে আমীর মুয়াবিয়ার নিকট পাঠান তাকে সিরিয়া ও মিসরের আধিপত্য দান করেন যেন তিনি আল্লাহর কিতাব ও রসুলের সুন্নতের উপর আমল করেন এবং যেণ মওলা আলীর বাইয়াত গ্রহন করে নেন। তিনি সেই ভাবে করলেন কিন্তু তাঁর সাথি রা অস্বীকার করল তারা বললো আমরা কখনই এটা করব না। অতঃপর জারির ফিরে গেলেন মওলা আলী কে সেই বিষয়ে খবর দিলেন তিনি বলেন আস্তার বললো হে আমিরুল মোমিনিন সে আপনার সাথে প্রতারণা করছে আপনার শত্রুর পক্ষপাতিত্ব করছে এবং মিথ্যা বলেছে। তখন তিনি নিজের বিষয়ে ভয় অনুভব করলেন ফলে সেখান থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। এমন কি মওলা আলী আমাদের বাড়ি ভাঙতে এলেন। এমনকি আমরা তার খোঁজে বাহির হলাম। অতঃপর আল্লাহর নিকট আরজি জানালাম। এবং আমরা বললাম বাড়িটি সাধারণ ভাবে ইয়াতিমদের জন্য, যা তিনি ছেড়ে গেছেন।

তাবকাত ইবনে সা'দ, পৃষ্ঠা-৮৩০ বর্ণনা নং-৪১৩

قال: أخبرنا محمد بن عمر. قال: حدثني أبو بكر بن عبد الله ابن أبي سبرة. عن عبد المجيد بن سهيل. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عن ابن عباس قال: دعاني عثمان فاستعملني على الحج قال : فخرجت إلى مكة. فأقمت للناس الحج وقرأت عليهم كتاب عثمان إليهم ثم قدمت المدينة وقد بويع لعلي. فقال: سر إلى الشام فقد وليتكها. فقال ابن عباس: ما هذا برأي.!! معاوية رجل من بني أمية وهو ابن عم عثمان وعامله على الشام ولست آمن أن يضرب عنقي بعثمان. أو أدنى ما هو صانع بي أن يحبسني فيتحكم علي.

ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত তিনি বলেন হজরত উসমান আমাকে ডেকে পাঠালেন ও হজের দায়িত্ব দান করলেন তখন আমি মক্কার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলাম।তারপর হজে উপস্থিত মানুষজনের সামনে দাঁড়ালাম।অতঃপর তাদের কাছে হজরত উসমানের চিঠি পাঠ করলাম। তারপর মদিনায় চলে এলাম এবং মওলা আলীর নিকট বাইয়াত গ্রহন করলাম। তিনি (মওলা আলী) বললেন তাদের নিকট আমার প্রতিনিধি হয়ে যাও। তখন হজরত আব্বাস জিজ্ঞাসা করলেন এটা কোন ধরনের সিদ্ধান্ত? মুয়াবিয়া হলেন বানু উমাইয়াহ গোত্রের লোক এবং হজরত উসমানের চাচাত ভাই। তিনি সিরিয়ার একজন হর্তাকর্তা। আমি নিরাপদ নই যে, হজরত উসমানের কারণে তিনি আমার গর্দন মেরে দেন।কিংবা সামান্য বিষয়ে আমাকে বন্দি করেন।অতঃপর আমাকে শাস্তির বিধান দেন। তাবকাত ইবনে সা'দ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৪

উপরিউক্ত বর্ণনা গুলি দ্বারাও বোঝা যায়, একমাত্র হজরত উসমানের হত্যার কিসাস নেওয়া ছাড়া এই বিবাদের মূলে অন্য কোন কারণই ছিল না। একমাত্র হজরত উসমানের হত্যার বিচার কে কেন্দ্র করেই বিবাদের সুত্রপাত ঘটেছিল, যা পরবর্তী তে বিরাট আকার যুদ্ধের রুপ নেয়।আমীর মুয়াবিয়া ও তার দলবল চায়ছিলেন হজরত উসমানের হত্যার কিসাস নিতে। কারণ তারাই ছিল এই বিষয়ে বেশী হকদার কেণ না কিসাসের নিয়মই হল নিহত ব্যক্তির গোত্রের লোকেরা তার হকদার হবে , যেমন এই বিষয়ে হাদিসে উল্লেখ আছেঃ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا شُرَيْحٍ الْكَعْبِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ

قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَإِنِّي عَاقِلُهُ فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوا.

শুরায়হ কা'বী (রাঃআঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে খুযা'আ গোত্রের লোকেরা! তোমরা শোন তোমরা হুযায়ল গোত্রের এ লোককে হত্যা করেছ। আমি এর দিয়াত আদায় করে দেব। আমার এই নির্দেশের পর যদি কোন গোত্রের কেউ নিহত হয়, তবে তার উত্তরাধিকারীদের দু'টি ইখতিয়ার থাকবে, হয় তারা দিয়াত গ্রহণ করবে, নয়তো হত্যাকারীকে কতল করবে। সুনানে আবু দাউদ হাদিস নং-৪৫০৪

যেহেতু গোত্রের দিক থেকে তারা হজরত উসমানের কিসাস নেওয়ার হকদার ছিল তাই ইসলামী বিধান অনুযায়ী তারা মওলা আলীর কাছে হজরত উসমানের হত্যাকারীদের সুপে দেওয়ার দাবী করছিলেন। কিন্তু মওলা আলী তা অস্বীকার করায় তাদের রাগ মওলা আলীর উপর আছড়ে পড়ে। তাছাড়া বর্ণনা গুলি দেখলে বোঝা যায় উভয় পক্ষে কিছু উস্কানী দাতা রা যুদ্ধ বাধানোর মুলে কাজ করেছে। কেণ না আমীর মুয়াবিয়ার পক্ষের যেমন আবু মুসলিম খাওলানি প্রমুখ এই বিষয়ে আগুনে ঘী ঢালার মত কাজ করেছে তেমন অপর পক্ষে আস্তার প্রমুখও যথেষ্ট উস্কানি দ্বারা বিবাদের আগুন কে বাড়িয়ে দিয়েছে।

এছাড়া যুদ্ধের আরো একটি কারণ হল মওলা আলীর দলে অনেকেই ছিল যারা হজরত উসমানের হত্যায় অভিযুক্ত ও তার বিদ্রোহী হিসাবে গন্য ।যেমন আবু বকর ইবনে আরবী তার কেতাব আওয়াস্বিম মিনাল কাওয়াস্বিমের ১৬৮ পৃষ্ঠায় লেখেনঃ

وجود قتلة عثمان في معسكر علي حقيقة لا يماري أحد فيه، بل أن الأشتر، وهو من رؤوس البغاة على عثمان كان أكبر مسعر للحرب بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين في معسكر علي والذين في معسكر معاوية، ولما طالب علي معاوية ومن معه من الصحابة والتابعين أن يبايعوه احتكموا إليه في قتلة عثمان، وطلبوا منه أن يقيم حد الله عليهم، أو أن يسلمهم إليهم، فيقيموا عليهم حد الله.

মওলা আলীর তাবুতে হজরত উসমানের হত্যাকারীদের উপস্থিতি এক চরম সত্য, তাদের মধ্যে অভিযোগ মুক্ত এমন কেওই সেখানে উপস্থিত ছিল না। বরং ইহাই যে আস্তারই ছিল হজরত উসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের সর্দার। এবং সে ছিল আসহাবে নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে যুদ্ধ বাধানোর সবচেয়ে বড় উস্কানিদাতা। যারা ছিল মওলা আলী ও আমীর মুয়াবিয়ার শিবিরের অন্তর্ভুক্ত সৈনদল। যখন মওলা আলী,আমীর মুয়াবিয়া ও তার দলভুক্ত সাহাবী ও তাবেঈদের বাইয়াতের জন্য ডাক করালেন তখন তারা হজরত উসমানের হত্যাকারীদের শাস্তির আবেদন করেছিল।এবং তারা চেয়েছিল তিনি যেণ তাদের উপর আল্লাহর হদ কায়েম করেন কিংবা হত্যাকারীদের কে তাদের হাতে যেন সুপে দেয় যাতে তারা তাদের আল্লাহর হদ কায়েম করতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনাটি যদিও ইবনে আরাবীর অভিমত। তবে সম্ভবনা আছে তিনি কোন প্রামাণ্য দলিলের আলোকে কথাটি বলেছেন। এবং এই বিষয়ে বেশ কয়েকটি নির্ভরযোগ্য দলীলও পাওয়া যায়। যেমনঃ

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : أَنْبَأَنِي وَثَّابٌ , وَكَانَ مِمَّنْ أَدْرَكَهُ عِتْقُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ , وَكَانَ يَكُونُ بَعْدُ بَيْنَ يَدَيْ عُثْمَانَ , قَالَ : فَرَأَيْتُ فِي حَلْقِهِ أَثَرَ طَعْنَتَيْنِ , كَأَنَّهُمَا كَيَّتَانِ ، طُعِنَهُمَا يَوْمَ الدَّارِ دَارِ عُثْمَانَ , قَالَ : بَعَثَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ , قَالَ : ادْعُ لِيَ الْأَشْتَرَ فَجَاءَ , قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : أَظُنُّهُ قَالَ : فَطَرَحْتُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وِسَادَةً وَلَهُ وِسَادَةً ، فَقَالَ : يَا أَشْتَرُ , مَا يُرِيدُ النَّاسُ مِنِّي ؟ قَالَ : ثَلَاثًا لَيْسَ لَكَ مِنْ إِحْدَاهُنَّ بُدٌّ , يُخَيِّرُونَكَ بَيْنَ أَنْ تَخْلَعَ لَهُمْ أَمْرَهُمْ وَتَقُولُ : هَذَا أَمْرُكُمْ , اخْتَارُوا لَهُ مَنْ شِئْتُمْ , وَبَيْنَ أَنْ تَقُصَّ مِنْ نَفْسِكَ , فَإِنْ أَبَيْتَ هَاتَيْنِ فَإِنَّ الْقَوْمَ قَاتِلُوكَ , قَالَ : مَا مِنْ إِحْدَاهُنَّ بُدٌّ ؟ قَالَ مَا مِنْ إِحْدَاهُنَّ بُدٌّ , قَالَ : أَمَّا أَنْ أَخْلَعَ لَهُمْ أَمْرَهُمْ فَمَا كُنْتُ أَخْلَعُ سِرْبَالًا سَرْبَلَنِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَبَدًا , قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : وَقَالَ غَيْرُ الْحَسَنِ : لَأَنْ أُقَدَّمَ فَيُضْرَبَ عُنُقِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَخْلَعَ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ , قَالَ ابْنُ عَوْنٍ بِكَلَامِهِ : وَلَا أَنْ أَقُصَّ لَهُمْ مِنْ نَفْسِي , فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَيَّ بَيْنَ يَدَيَّ كَانَا يَقُصَّانِ مِنْ أَنْفُسِهِمَا , وَمَا يَقُومُ بَدَنِي بِالْقِصَاصِ , وَأَمَّا أَنْ يَقْتُلُونِي , فَوَاللَّهِ لَوْ قَتَلُونِي لَا يَتَحَابُّونَ بَعْدِي أَبَدًا , وَلَا يُقَاتِلُونَ بَعْدِي عَدُوًّا جَمِيعًا أَبَدًا , قَالَ : فَقَامَ الْأَشْتَرُ وَانْطَلَقَ , فَمَكَثْنَا فَقُلْنَا : لَعَلَّ النَّاسَ , ثُمَّ جَاءَ رُوَيْجِلٌ كَأَنَّهُ ذِئْبٌ , فَاطَّلَعَ مِنَ الْبَابِ , ثُمَّ رَجَعَ ، وَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي ثَلَاثَةِ عَشَرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى عُثْمَانَ , فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ بِهَا حَتَّى سَمِعْتُ وَقْعَ أَضْرَاسِهِ ، وَقَالَ : مَا أَغْنَى عَنْكَ مُعَاوِيَةُ , مَا أَغْنَى عَنْكَ ابْنُ عَامِرٍ , مَا أَغْنَتْ عَنْكَ كُتُبُكَ , فَقَالَ : أَرْسِلْ لِي لِحْيَتِي ابْنَ أَخِي , أَرْسِلْ لِي لِحْيَتِي ابْنَ أَخِي , قَالَ : فَأَنَا رَأَيْتُهُ اسْتَعْدَى رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ يُعِينُهُ , فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ حَتَّى وَجَأَ بِهِ فِي رَأْسِهِ فَأَثْبَتَهُ , قَالَ : ثُمَّ مَهْ ؟ قَالَ : ثُمَّ دَخَلُوا عَلَيْهِ حَتَّى قَتَلُوه

হাসান বাসারি হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমাকে ওয়াসসাব জানান, তাকে যে ব্যক্তি বাধা দিয়ে ছিল তিনি আমীরুল মোমিনিন হজরত উমারের আজাদকৃত দাস ছিলেন।এবং যেদিন হজরত উসমানের ঘরে ছুরি নিয়ে আক্রমণ করা হয়েছিল, তিনি সেই সময় হজরত উসমানের কাছে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান তার গলায় দুটি তীরের আঘাতের চিহ্ন দেখেছি যেণ দুটো ছ্যাঁকা দেওয়ার চিহ্ন যা গৃহ ঘেরাও করার দিন তাকে বর্শার দ্বারা মারা হয়েছিল। তিনি বলেন আমীরুল মোমিনিন উসমান আমাকে পাঠালেন এবং বললেন আস্তার কে ডেকে আন। তারপর আস্তার এল। আবু আওন বললেন আমার মনে হল তিনি এটাও বললেন আমীরুল মোমিনিনের নিকট বালিশ ছেড়ে দিল,তার কাছে বালিস ছিল। তখন তিনি (হজরত উসমান) জিজ্ঞাসা করলেন হে আস্তার লোকজনে আমার সম্পর্কে কি ইরাদা করেছে? আস্তার উত্তর দিল ፥ তিনটি বিষয় ব্যতীত আপনার জন্য অন্য কোন বিকল্প রাখা হয়নি। তারা আপনার জন্য নির্ধারণ করেছে, যেন তাদের জন্য তাদের ইমারত কে আপনি ছেড়ে দেন এবং ঘোষণা করে দেন এটা তোমাদেরই ইমারাত,তোমরা যাকে ইচ্ছা ওয়ালি নির্ধারণ করতে পারো। অথবা আপনি নিজের কিসাসের জন্য প্রস্তুত হন। আর যদি আপনি এই দুটি বিষয় কে অস্বীকার করেন তাহলে লোকেরা আপনার সাথে যুদ্ধ করবে । হজরত উসমান জিজ্ঞাসা করলেন, অন্য কোন বিকল্প নেই? সে উত্তর দিল ইহা ছাড়া কোন বিকল্প নেই।হজরত উসমান বললেন আমি কি তাদের হাতে ইমারত ছেড়ে দেব? আল্লাহ আজ্জাওয়াজাল যে জামা আমাকে পরিয়ে দিয়েছেন তা কখনই আমি খুলব না । ইবনে আওন বলেন, হাসান বাসারি ছাড়া আরো অন্যান্য রা বলেছেন, ইমারত ত্যাগ করে উম্মতে মুহাম্মাদি একে অপরে বিবাদে

লিপ্ত হোক তার চেয়ে তোমরা এসে আমার গর্দন উড়িয়ে দাও এটা বেশী পছন্দ করি। ইবনে আওন তার উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন ,তিনি নিজে থেকে তাদের কাছে কিসাসের সুযোগও করে দেবেন না। আল্লাহর কসম আমি জানি আমার সামনে আমার দুই সাথি নিজেদের সব সময় কিসাসের জন্য প্রস্তুত রাখত, কিন্তু আমার শারীর্‌ কিসাসের জন্য প্রস্তুত হবে না আর তারা আমাকে হত্যা করতে চায়। আল্লাহর কসম তারা যদি আমাকে হত্যা করে তাহলে আমার পর তারা কখনো একে অপরের সাথে সু সম্পর্ক রাখতে পারবে না। এবং আমার পরে একত্রে কোন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে পারবে না। তিনি বলেন অতঃপর আস্তার উঠে রেগে-মেগে চলে গেল। আমরা থেকে গেলাম অতঃপর বলাবলি করতে লাগলাম যদি লোক জন ফিরে যায়।তারপর রুওয়াইজাল এলো যেন সে নেকড়ে! সে দরজা থেকে উঁকি দিলো এবং ফিরে গেল। এবং ১৩ জন সঙ্গি নিয়ে মুহাম্মাদ বিন আবু বকর দাঁড়ালো এমনকি হজরত উসমানের নিকট পৌঁছে গেল। এবং তার (হজরত উসমানের) দাড়ি কে ধরল।এমন কি সেখানে তার দাঁত ভেঙে ফেলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। এবং তিনি বললেন আপনার জন্য মুয়াবিয়া যথেষ্ট হবে না। ইবনে আমিরও আপনার জন্য যথেষ্ট হবে না। আপনার কর্তৃক লেখা চিঠিও যথেষ্ট হবে না। তখন হজরত উসমান বললেন আমার দাড়ি ছাড় ভাতিজা ! আমার দাড়ি ছাড় ভাতিজা । তিনি বলেন আমি তাকে জনগনের মধ্যে থেকে একজন ব্যক্তি কে প্রস্তুত করতে দেখলাম। তখন সে তাঁর সামনে চওড়া ফলা যুক্ত তীর নিয়ে দাঁড়াল এমনকি তাঁর মাথায় আঘাত করল।তারপর ইবনে আওন ওয়াসসাব কে চাপ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তারপর কি হলো? তিনি

উত্তর দিলেন লোকজন প্রবেশ করল এমনকি তাকে হত্যা করে দিল।

মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, হাদিস নং – ৩৭৬৫৪

দ্বিতীয় বর্ণনাঃ

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: لَمَّا رَجَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْجَمَلِ، وَتَهَيَّأَ إِلَى صِفِّينَ اجْتَمَعَتِ النَّخَعُ حَتَّى دَخَلُوا عَلَى الأَشْتَرِ، فَقَالَ: هَلْ فِي الْبَيْتِ إِلاَّ نَخَعِيٌّ، قَالُوا: لاَ، قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ عَمَدَتْ إِلَى خَيْرِهَا فَقَتَلَتْهُ، وَسِرْنَا إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَوْمٌ لَنَا عَلَيْهِمْ بَيْعَةٌ فَنُصِرْنَا عَلَيْهِمْ بِنَكْثِهِمْ، وَإِنَّكُمْ سَتَسِيرُونَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ قَوْمٌ لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ بَيْعَةٌ، فَلْيَنْظُرَ امْرُؤٌ مِنْكُمْ أَيْنَ يَضَعُ سَيْفَهُ؟!.

হজরত উমাইর বিন সাঈদ হইতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ মওলা আলী যখন জামাল যুদ্ধ থেকে ফেরত এলেন তখন সিফফিনের দিকে প্রস্তুতি নিলেন। তখন নাখি গোত্রের লোকজন একত্রিত হল এবং তারা আস্তারের ঘরে প্রবেশ করল। রাবি বলেন সেই ঘরে কি নাখি গোত্রের লোকজন ছাড়া কেও ছিল না? তারা উত্তর দিল, না!তিনি বললেন এই উম্মতের লোকেরা(নাখি গোত্র) নিজেদের উত্তম ব্যক্তি কে হত্যা করে দিয়েছে। আর আমরা বসরার লোকেদের নিকট গেলাম যাদের উপর আমাদের বাইয়াতের হক ছিল। তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে, তাদের তরফ থেকে আমরা সাহায্য প্রাপ্তও হয়েছি। আর নিশ্চয়ই তোমরা শামের লোকজনের দিকে প্রস্থান করবে। যাদের উপর তোমাদের বাইয়াত গ্রহনের অধিকার নেই। সেই জন্য তোমাদের সকলে বিচার বিবেচনা করে নাও, কোথায় নিজের তলোয়ারের চালাবে? মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ,হাদিস নং- ৩১২৫৭

তৃতীয় বর্ণনা

قال: أخبرنا أبو عبيد. عن مجالد. عن الشعبي. وغيره قال:أقام علي بعد وقعة الجمل بالبصرة خمسين ليلة.ثم أقبل إلى الكوفة واستخلف عبد الله بن عباس على البصرة. ووجه الأشتر على مقدمته إلى الكوفة فلحقه رجل فقال : من استخلف أمير المؤمنين على البصرة؟ قال: عبد الله بن عباس. قال: ففيم قتلنا الشيخ بالمدينة أمس. قال: فلم يزل ابن عباس على البصرة حتى سار إلى صفين فاستخلف أبا الأسود الديلي على الصلاة بالبصرة. واستخلف زيادا على«الخراج وبيت المال والديوان. وقد كان استكتبه قبل ذلك فلم يزالا على البصرة حتى قدم من صفين فرجع ابن عباس إلى البصرة فأقام بها فلم يزل بها حتى قتل علي رحمه الله- فحمل ما حمل من المال ثم مضى إلى الحجاز واستخلف عبد الله بن الحارث بن نوفل ابن عبد المطلب على البصرة

সা'বি ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেন মওলা আলী জামাল যুদ্ধের পর বসরায় পঞ্চাশ রাত অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর কুফার দিকে চলে যান এবং হজরত ইবনে আব্বাস কে বাসরার গভার্নার হিসাবে নিযুক্ত করে যান ।এবং আস্তার কুফার দিকে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন তার সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হলে আস্তার জিজ্ঞাসা করল আমীরুল মোমিনিন কাকে বাসরার গভার্নার নিযুক্ত করলেন? ব্যক্তিটি উত্তর দিল আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস! আস্তার বললো তাহলে কেণই বা আমরা মদিনার শাইখ (খালিফা) কে হত্যা করলাম? সে বললো হজরত ইবনে আব্বাস সিফফিনে গমন করা পর্যন্ত তখনও বসরায় অবস্থান করবেন । তিনি আবুল আসওয়াদ দাইলি কে বসরায় ইমামতির জন্য নিযুক্ত করে গেছেন। এবং জিয়াদ কে কর সংগ্রহ,

বাইতুল মাল ও দপ্তর সমুহে প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করে গেছেন। তিনি পুর্বেই লিখে রেখেছিলেন সিফফিন থেকে আসা না পর্যন্ত তারা বসরায় থাকবেন। অতঃপর ইবনে আব্বাস ফিরে এলেন মওলা আলীর নিহত হওয়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করছিলেন। তারপর তিনি যা কিছু অর্থ উপার্জন করেছিলেন তিনি পরে তা সঙ্গে করে নিয়ে হিজাজে চলে যান। এবং বাসরায় আব্দুল্লাহ বিন হারিস বিন নাওয়াফিল ইবনে আব্দুল মুত্তালিব কে বসরার গভার্নার নিযুক্ত করে যান।

তাবকাত ইবনে সা'দ, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা – ১৭৬

যদিও উক্ত বর্ণনাটি তে মুজালিদ বিন সাঈদ হামদানি নামক রাবিটি জঈফ কিন্তু একি বর্ণনা ভিন্ন সনদে মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ তে ও বিস্তারিত ভাবে আছে। যার সনদও সহি। কিন্তু বর্ণনাটি অতিরিক্ত বড় (প্রায় ৪ পৃষ্ঠার) হওয়ায় তা আর উল্লেখ করা সম্ভব হচ্ছে না। কেও যদি বর্ণনাটি পেতে চায় তাহলে মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহর জামাল অধ্যায়ের প্রথম বর্ণনাটি যেণ পড়ো। যার সনদ এই রুপ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي

আব্দুল্লাহ বিন ইউনুস বর্ণনা করেছেন বাকি'ই বিন মাখলাদ সুত্রে, তিনি আবু বকর ইবনে আবি শাইবাহ সুত্রে, তিনি আবু উসামা সুত্রে তিনি আ'লা বিন মিনহালের সুত্রে তিনি আ'সিম বিন কুলাইবের সুত্রে তিনি তার পিতা কুলাইব বিন শিহাবের সুত্রে বর্ণনা করেছেন।যাই হোক উক্ত বর্ণনাগুলি দেখলে বোঝা যায়, ইমাম ইবনে আরবির দাবী

একেবারে অবান্তর নয়। আমরা দেখেছি, আস্তার প্রমুখ সিফফিন যুদ্ধে মওলা আলীর দলে ছিল। অতএব উক্ত দলীলও প্রমাণ করে যারা হজরত উসমানের হত্যায় অভিযুক্ত কিংবা সেই দোষে দোষী, তারা মওলা আলীর দলে গিয়ে যোগ দিয়েছিল । তাই বিশেষ করে এই কারণেই আমীর মুয়াবিয়া ও তার দলবল, দোষীদের সুপে দেওয়ার জন্য আবেদন করছিলেন। কিন্তু মওলা আলী তাতে অস্বীকৃতি জানানোয় তাদের সম্পুর্ণ আক্রোশ আছড়ে পড়ে মওলা আলীর উপর।যার ফল স্বরুপ সিফফিন ও জামাল নামক রক্তিক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়।তাইএক্ষেত্রে আমীর মুয়াবিয়ার দাবী নাহকও ছিল বলা যায় না। যেহেতু তিনি হজরত উসমানের চাচাত ভাই সে ক্ষেত্রে হজরত উসমানের হত্যার বদলা বা কিসাস নেওয়া তার হক ছিল। দাবীর দিক থেকে তিনিও হক পথেই ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের সিদ্ধান্ত তার বেঠিক ছিল। সিদ্ধান্তের দিক থেকে মওলা আলীই সঠিক ছিলেন। আসলে মওলা আলী ও আমীর মুয়াবিয়া উভয়ই দাবীর বিষয়ে হকের উপর ছিলেন । তবে যেহেতু সূক্ষদর্শী মানুষ প্রত্যেক যুগে কমই থাকে। তাই, তাঁদের যুগেও কম ছিলো; এমনকি আল্লাহর নবী ’আলাইহি সলাতু ওয়াস সালাম) সময়েও কম ছিলো। কেননা, উহুদের যুদ্ধের সময়, আল্লাহর নবী ও কম সাহাবী মত দিয়েছিলেন - মদীনা শরীফে থেকেই প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী মত দিয়েছিলেন মদীনা থেকে বেরিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করতে। কেননা, তাঁরা বদরের যুদ্ধে জিতে কিছুটা বিপুল উৎসাহে আবেগপ্রবণ হয়ে গিয়েছিলেন।আল্লাহর নবী অধিকাংশের মতই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাতে এ যুদ্ধে মুসলিমদের অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়।প্রত্যেক যুগেই সূক্ষদর্শী বা বিচক্ষণ লোক কমই থাকেন। হযরত আলী ও আমীর মুয়াবিয়ার ক্ষেত্রেও তা ছিলো। তাই, সূক্ষ্মদর্শীগণ হযরত আলীর পক্ষে ছিলেন বলেই তাঁর দল হালকা ছিলো আর কম বুঝমানগণ হযরত

মুয়াবিয়ার পক্ষে ছিলেন বলেই তাঁর দল ভারী ছিলো।বরং মওলা আলীর সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। কারণ হজরত উসমানের হত্যা কে কেন্দ্র করে মুসলমানদের বিভেদ সৃষ্টি হয়। তিনি একজন সুক্ষদর্শী আমীর হিসাবে বাইয়াতের মাধ্যমে তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে চায়ছিলেন। আর অসুক্ষদর্শীতার কারণে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণে আমীর মুয়াবিয়া বেঠিক পথে ছিলেন। যাইহোক যদিও এটা কোন হক ও বাতিলের লড়াই নয় তারপরেও শিয়ারা এটা কে হক ও বাতিলের যুদ্ধ বলে বিবেচনা করে । তার একটি কারণ হল বেশ কয়েকটি হাদিস যার উপর ভিত্তি করে তারা এই মতবাদগুলি প্রচার করে, যেমনঃ

"মওলা আলী হক ও বাতিলের পার্থক্য কারি"এর সঠিক ব্যাখ্যা

حدثنا علي بن إسحاق الوزير الأصبهاني ، حدثنا إسماعيل بن موسى السدي ، ثنا عمر بن سعيد ، عن فضيل بن مرزوق ، عن أبي سخيلة ، عن أبي ذر ، وعن سلمان قالا : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد علي رضي الله عنه ، فقال " : إن هذا أول من آمن بي، وهو أول من يصافحني يوم القيامة ، وهذا الصديق الأكبر ، وهذا فاروق هذه الأمة ، يفرق بين الحق والباطل ، وهذا يعسوب المؤمنين ، والمال يعسوب الظالم

হাদীস বর্ণনা করেছেন আলী বিন ইসহাক ওয়াজির আল ইস্ফাহানি।তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসমাইল বিন মুসা আল সাদি।তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উমার বিন

সাঈদ। তিনি বলেন ফুজাইল বিন মারজুক বর্ণনা করে বলেন আবু সুখিলা বর্ণনা করেন আবু জার ও সালমান হইতে বর্ণিত তারা বলেন আল্লাহর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মওলা আলীর হাত ধরে বললেন নিশ্চই এ আমার উপর প্রথম ইমান এনেছে। এবং সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে সবার প্রথম মুসাফা করবে। এ হল সিদ্দিকে আকবার এবং এই হল ফারুক। তিনি হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করে দেবে। আর এ ব্যক্তি মোমিনদের সর্দার এবং ধনসম্পদ হলো জালিমদের সর্দার।ম'জামুল কাবির হাদীস নং-৬১৮৪

উক্ত হাদিসটি তাদের দাবীর অন্যতম দলীল। যেহেতু হাদিসে অনুযায়ী মওলা আলী কে হক ও বাতিলের পার্থক্য কারী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই তারা এটা কে নিজেদের সমর্থক দলীল বানিয়ে আমীর মুয়াবিয়া কে বাতিল হিসাবে সাব্যস্ত করতে চায়।অতএব তারা বলতে চায়, মওলা আলী সঙ্গে তার বিবাদ তার বাতিল হওয়া প্রমাণ করে।

আমার জবাবঃ প্রথমত, শিয়া ও তাদের অনুসারীদের উক্ত হাদিস পেশ করার পুর্বে জানা উচিৎ কোন হাদিস কোথায় ফিট করতে হবে। মওলা আলীর সঙ্গে আমীর মুয়াবিয়ার বিবাদ কোন ধর্মীয় মতবাদ বা বিশ্বাসের পার্থক্যের কারণে ছিল না।তাই ধর্ম সম্পৃক্ত না হওয়া পর্যন্ত হক ও বাতিলের প্রসঙ্গ আসে না। যতক্ষণ না দুই দলের মধ্যে ধর্মীয় মতবাদে ভেদাভেদ দেখা দিচ্ছে ততক্ষণ কোন পক্ষের সঙ্গে হক - বাতিল সম্পৃক্ত করার সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত, বেঠিক সিদ্ধান্ত বা সঠিক নীতি ও বেঠিক নীতি কথাটি সম্পৃক্ত হবে। সিফফিন যুদ্ধ ধর্ম যুদ্ধ নয় যে, ধর্মীয় মতবাদ বা বিশ্বাসগত পার্থক্যের কোন বিষয় এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে! অতএব যুক্তি খাতিরে যদি উক্ত হাদিসটি

মানলেও এই প্রসঙ্গে উক্ত হাদিস ফিট হবে না। দ্বিতীয়ত,হাদিসটি অত্যন্ত পরিমানে দুর্বল তার দুটি কারণ হলঃ প্রথমত,উক্ত বর্ণনায় আমর বিন সাঈদ নামক রাবি জঈফ। যেমন ইমাম হাইশামি উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেনঃ

وَفِيهِ عَمْرُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصْرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.এই বর্ণনায়

আমর বিন সাঈদ, হল জঈফ। মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-১০২

দ্বিতীয়ত,উক্ত হাদীসে আবু সাহাইলাহ একজন অজ্ঞাত রাবি।যেমন ইমাম ইবনে আবি হাতিম রাজি বলেন

نا عبد الرحمن قال سئل أبو زرعة عن اسم ابى سحيلة فقال: لا اعرف اسمه.

আমাকে আব্দুর রাহমান বলেছেন আবু জুরা'হ কে আবু সাহাইলাহ নাম উল্লেখ করে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন আমি তার নাম জানি না। আর জামহুর মত হল, মাজহুল রাবির বর্ণনা গ্রহনযোগ্য নয়। কেণ না সে ন্যায়পরায়ণ কিনা, তা অজ্ঞাত। সে বর্ণনায় কেমন তা অজ্ঞাত। তার নির্ভরযোগ্যতা না জানা পর্যন্ত কারো বর্ণনা গ্রহনীয় নয়। বলাবাহুল্য যে, বর্ণনাটি অত্যন্ত পরিমানে দুর্বল কেণ না একদিকে তো এতে একজন রাবি জঈফ অপর দিকে আর একজন রাবি মাজহুল। অতএব এমন দুর্বলতম বর্ণনা কে দলীল বানিয়ে কোন হুকুম বয়ান করা যায় না।

"আলীর সাথে যুদ্ধকারী আমার সাথে যুদ্ধকারী" এর বিশ্লেষণ

দ্বিতীয় আপত্তিঃ কারণ যাই হোক না কেণ, মওলা আলীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান কাফের হয়ে গেছেন (নাউজুবিল্লাহ)।যেমন এই বিষয়ে আল্লাহর রসুলের ফরমান রয়েছেঃ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ صُبَيْحٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ

যায়েদ বিন আরকম রাদি আল্লাহু আনহু বলেছেন ‘ আল্লাহর রসূল আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইনের সম্বন্ধে বলেছেন আমি তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করি যারা এদের সাথে শান্তি স্থাপন করে, আমি তাদের সাথে যুদ্ধরত হই যারা এদের সাথে যুদ্ধ করে”।

(১)সুনানে তিরমিজি, বাব ফাজায়েলে ফাতেমা,হাদীস নং-৩৯৬৫(২)সুনানে ইবনে মাজাহ, বাব ফাজায়েলে সাহাবা,হাদীস নং-১৪৫(৩)সহি ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-৭৩০৪(৪)মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ,হাদীস নং-৩১৫৬৫

আমার জবাবঃ প্রথমত,কোন হাদিস কিংবা কোন দলীল দ্বারা দাবী সাব্যস্ত করতে চায়লে, দলীলও সাব্যস্ত হওয়া বাঞ্চনীয় । আর তার জন্য দলীলটি প্রমাণও হওয়া লাগে। উক্ত হাদিসের ক্ষেত্রেও একি শর্ত প্রযোজ্য। যদি উক্ত হাদীসের সনদ পর্যালচনা করা যায় তাহলে দেখা

যাবে উক্ত হাদীসের সনদ যথেষ্ট ত্রুটিপুর্ণ, যেমন নিম্নের দলীল টি তেমনই প্রমাণ করে।

حَدَّثَنَا ابن حماد، حَدَّثَنا عباس سمعت يَحْيى وأبا خيثمة يقولان : " كان صبيح ينزل الخلد وكان كذَّابًا يحدث عن عثمان بن عفان وعن عائشة وكان كذَّابًا خبيثا ، قال يَحْيى : وأعمى أَيضًا ، كان في دار الرقيقي كذاب

হাম্মাদ বর্ণনা করেন তিনি বলেন আমাকে আব্বাস বলেছেন ইয়াহিয়া ইবনে মঈন ও খাইসামাহকে বলতে শুনেছি সুবাইহ কে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে সে মিথ্যাবাদি ছিল এবং হজরত উসমান বিন আফফান ও হজরত আয়শা সম্বন্ধে অপবাদ রটিয়ে বেড়াতো। এবং সে নিকৃষ্ট ধরনের মিথ্যাবাদি ছিল। ইয়াহিয়াহ ইবনে মঈন বলেন সে অন্ধ ছিল। এবং মিথ্যাবাদীর ঠিকানা জাহান্নাম মিজানুল এতেদোল খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ১৭৬

উক্ত বর্ণনায় সুবাইহ নামক রাবি কাজ্জাব এবং হজরত উসমান ও আয়শা সম্বন্ধে অপবাদ দিতো, তাই এমন রাবির বর্ণনাকৃত হাদীস কোন মতে গ্রহনীয় নয়। এবং তার সাক্ষ্য কে কখনই প্রামাণ্য দলীল হিসাবে ধরা হবে না।

উক্ত হাদিসের দ্বিতীয় সনদঃ

أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، ثنا تليد بن سليمان ، ثنا أبو الجحاف ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : نظر النبي - صلى الله عليه

وآله وسلم - إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فقال " : أنا حرب لمن حاربكم ، وسلم لمن سالمكم

“ আবু হুরাইরা বর্ণনা করেছেন “ রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী, ফাতেমা, হাসান হুসাইনের দিক দৃষ্টিপাত করলেন এবং বললেন ‘আমি তাদের যাথে যুদ্ধরত থাকি যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধরত হয়, আর আমি তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করি যারা তোমাদের সাথে শান্তি স্থাপন করে”

(১)মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৯৬৯৮(২)ফাদাইলে সাহাবা, খন্ড ২ হাদিস নং -১৩৫০, ইমাম হাম্বাল(৩)হাকিম আল মুস্তাদ্রাক ‘আলা সাহিহাইন খন্ড-৩ হাদীস নং-৪৭৬৭(৪)ইমাম তাবরানী, ম'জামুল কাবীর হাদীস নং-২৬২১

আলোচনাঃ উক্ত হাদিসেরও একি অবস্থা, উক্ত বর্ণনাটি সনদের দিক থেকে অত্যন্ত পরিমানে বিতর্কিত যা পরিত্যক্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ঠ।কেণ না উক্ত বর্ণনায় তালিদ বিন সুলাইমান নামক রাবি টি কাজ্জাব এবং রাফজি।

حدثنا عباس بن محمد بن حاتم قال سمعت يحيى بن معين قال تليد بن سليمان كان كذابا يشتم عثمان رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن سعدويه المروزي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال سمعت أحمد بن حنبل يقول حدثني تليد وهوعندي كان يكذب

বয়ান করেছেন আব্বাস বিন মুহাম্মাদ বিন হাতিম তিনি বলেন ইয়াহিয়া ইবনে মঈনকে বলতে শুনেছি তালিদ বিন সুলাইমান কাজ্জাব ছিলো, হজরত উসমানকে গালি দিতো আল্লাহর রহম তার উপর (হজরত উসমানের)।বয়ান করেছেন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ সাওয়ি

আল মারুজি তিনি বলে আমাকে ইবরাহিম বিন ইয়াকুব জুরজানি বলেন আহমাদ বিন হাম্বালকে বলতে শুনেছি তালিদ বিন সুলাইমান মিথ্যা রটিয়ে বেড়াতো।ইবনে হিব্বান, কিতাবুল মাজরুহিন,খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৪

وهذا إسناد تالف ، تليد بن سليمان رافضي كذاب ، قال ابن معين : كذاب يشتم عثمان ،وقال أبو داود : رافضي يشتم أبا بكر وعمر

এই সনদ ত্রুটিপুর্ণ, তালিদ বিন সুলাইমান রাফজি, কাজ্জাব ছিলো।ইমাম ইবনে মঈন বলেন সে কাজ্জাব ছিলো, হজরত উসমানকে গালি দিতো।ইমাম আবু দাউদ বলেন সে রাফজি ছিলো হজরত আবু বকর ও উমারকে (রাদিআল্লাহু আনহুমা) গালি দিতো।

মিজানুল এইতেদাল খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৩৫৮

অতএব এমন মিথ্যুক রাবির সাক্ষ্য গ্রহন হয় না, আর না তার সাক্ষ্য দ্বারা কোন দলীল সাব্যস্ত হয়।

উক্ত হাদিসের তৃতীয় সনদঃ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَشْقَرُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي مَضَاءٍ ، وَكَانَ رَجُلَ صَدْقٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صُبَيْحٍ ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ جَدِّهِ صُبَيْحٍ قَالَ : كُنْتُ بِبَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ، فَجَلَسُوا نَاحِيَةً ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ عَلَى خَيْرٍ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ خَيْبَرِيٌّ ، فَجَلَّلَهُمْ بِهِ ، وَقَالَ : أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ ، سَلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ لَا يُرْوَى

هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ صُبَيْحٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ حُسَيْنٌ الْأَشْقَرُ وَقَدْ رَوَاهُ السُّدِّيُّ : عَنْ صُبَيْحٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ

ইবরাহীম বিন আব্দুর রাহমান বিন সুবাইহ উম্মে সালমার দাস নিজের দাদু সুবাইহ হইতে বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজার পাশে ছিলাম। হজরত আলী, হজরত ফাতিমা, ইমাম হাসান ও হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)এসে একটি কোনায় বসে গেলেন। আল্লাহর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে বেরিয়ে এসে বললেন, তোমরা তো অনুগ্রহের উপরেই আছো। এবং তাদের উপর খাইবারের চাদর ছিলো এবং তাদেরকে চাদর দ্বারা ঢেকে নিয়ে বললেন আমি তার সাথে যুদ্ধরত হই, যে তোমাদের সাথে যুদ্ধরত হয়।আর আমি তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করি যারা তোমাদের সাথে শান্তি স্থাপন করে"।

(১)ম'জামুল আওসাত,বাবুল আলিফ,হাদীস নং-২৯৬৪(২)মাজমাউজ জাওয়ায়িদ, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস নং-১৪৯৮৯

উক্ত বর্ণনার সনদও আগের দুই বর্ণনার মত চরমভাবে বিতর্কিত বরং উক্ত বর্ণনাটি তুলনামূলক ভাবে বেশী বিতর্কিত। কেণ না বর্ণনাটি তে দুজন মিথ্যুক রাবী বর্তমান।

প্রথমত, হুসাইন আল আস্কার যার সম্বন্ধে ইমামগন বলেনঃ

وهذا إسناد ضعيف جدا ، حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَشْقَرُ قال البخاري فيه نظر، وقال مرة عنده مناكير، وقال أبو زرعة منكر الحديث ، وقال أبو حاتم ليس بقوي،

অত্র হাদীসটি অতিমাত্রায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন হুসাইন আল আস্কার এর সম্বন্ধে সমালোচনা রয়েছে। ও মাররাত বলেন তার নিকট সে মুনকার।আবু জারা'হ বলেন সে মুনকারুল হাদীস ছিলো।আবু হাতিম বলেন বর্ণনায় শক্তিশালী ছিলো না (দুর্বল ছিলো)। তাহিজবুত তাহজিব, খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৩১০

وقال الأزدي : وضعيف، سمعت أبا يعلى قال: سمعت أبا معمر الهذلى يقول: الأشقر كذا

আল আজাদি বলেন সে জইফ ছিলো, আমি আবু ইয়া'লা থেকে শুনেছি তিনি বলেন আমি আবু মা'মার হাজলিকে বলতে শুনেছি, আল আসকার কাজ্জাব ছিলো।

(১)মুসনাদে আবু ইয়ালা, খন্ড-১২ পৃষ্ঠা-১৩০(২)তাহজিবুল কামাল ফি আসমাউ রিজাল, খন্ড- ৬, পৃষ্ঠা-২৬৯(৩)তাহজীবুত তাহজীব খন্ড-২ পৃষ্ঠা-২৯২

দ্বিতীয়ত,সুবাইহ যার সম্পর্কে আগেই জেনেছি,সে একজন চরম প্রকারের মিথ্যুক ছিল।এ ছাড়া উক্ত বর্ণনায় আব্দুর রাহমান বিন সুবাইহ একজন অজ্ঞাত রাবি যার কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি । যাই হোক উক্ত হাদিসের প্রতিটি সনদ শিয়া মিথ্যুকদের দ্বারা বর্ণিত। আর যেহেতু মিথ্যুকদের একটা স্বভাবজাত বৈশিষ্টই হল,বানিয়ে কথা বলে বা বর্ণনা করে তাই এক্ষেত্রেও বানিয়ে কিছু বলাটা অসম্ভব নয়। চরম সম্ভবনা আছে আহলে বাইতের সঙ্গে সাহাবীদের বিবাদ কে কেন্দ্র করে এই ধরণের হাদিস কে বানিয়ছে।এছাড়া এই ধরণের আরো অনেক বানাওয়াটি বর্ণনা রয়েছে যেটা তারা এই প্রসঙ্গে পেশ করে থাকে। তার একটি উদাহরণ হলো নিম্নোক্ত বর্ণনাটি।

হজরত আলীর একটি যুদ্ধ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী ও তার পর্যালোচনা

حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن الحسن بن فرات، ثنا علي بن هاشم، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، ثنا عون بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده أبي رافع، قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم أو يوحى إليه، وإذا حية في جانب البيت، فكرهت أن أقتلها فأوقظه، فاضطجعت بينه وبين الحية، فإن كان شيء كان بي دونه، فاستيقظ وهو يتلو هذه الآية} :إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا] {المائدة[55 : الآية، قال» :الحمد لله« فرآني إلى جانبه، فقال» :ما أضجعك ههنا؟« قلت: لمكان هذه الحية، قال» :قم إليها فاقتلها« فقتلتها، فحمد الله، ثم أخذ بيدي، فقال» :يا أبا رافع سيكون بعدي قوم يقاتلون عليا، حقا على الله جهادهم فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه، فمن لم يستطع بلسانه فبقلبه، ليس وراء ذلك شيء«

আবু রাফে হইতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি আল্লাহর রসুলের নিকট প্রবেশ করলাম তখন তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন কিংবা তার প্রতি ওহি নাজিল হচ্ছিল। আর যখন ঘরের পাশে সাপ ছিল তখন আমি সাপটি কে মারতে ও তাঁকে জাগাতে অপছন্দ করলাম। ফলে আমি তাঁর ও সাপের মাঝে শুয়ে পড়লাম। তিনি বলেন যদি কোন জিনিশ থাকত তাহলে তার সামনে আমি থাকতাম। তখন তিনি এই আয়াত সুরা মায়েদার ৫৫ নম্বর আয়াত পাঠ করলেন। তিনি বললেন আলহামদুলিল্লাহ! তখন তিনি আমাকে তার পাশে দেখে জিজ্ঞাসে করলেন তুমি এখানে শুয়ে আছ কেণ? আমি বললাম এই যায়গায়

একটি সাপ থাকার কারণে। আল্লাহর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিলেন সাপটার কাছে যাও আর সেটা কে হত্যা করো। অতঃপর আমি সেটা কে হত্যা করে দিলাম। তারপর আল্লাহর প্রশংসা করলাম অতঃপর হাত দ্বারা চেপে ধরলাম।তখন আল্লাহর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন হে আবু রাফে আমার পর একটি জাতি আসবে যারা আলীর সঙ্গে যুদ্ধ করবে। তাদের সাথে জেহাদ করা আল্লাহর দায়িত্ব। আর যে কেও হাত দ্বারা জেহাদ করতে পারবে না, জিহ্বা দ্বারা করবে। আর জিহ্বা দ্বারা অক্ষম হলে অন্তর দ্বারা করবে। এর পরে কোন কিছু আর বাকি থাকে না

ম'জামুল কাবীর, হাদিস নং - ৯৫৫মাজমাউজ জাওয়ায়েদ,হাদিস নং- ১৪৭৭৪ ইমাম আবু নুঈম ইস্ফাহানি, মারেফাতুস সাহাবা,হাদিস নং- ৮১৫ শাওয়াহিদুত তানজিল, পৃষ্ঠা-২৪২

উক্ত হাদিসের আলোকেও শিয়ারা আমীর মুয়াবিয়ার ইমানের উপর আঘাত হানার চেষ্টা করে। উক্ত হাদিসের আলোকে আমীর মুয়াবিয়া কে কাফীর প্রমাণ কারার চেষ্টা করে। তার সমালোচনা কে সঠিক হিসাবে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে।

আমার জবাবঃপ্রথমত,উক্ত হাদিসে যে জাতির সাথে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে,সেটা কোন জাতি তা উল্লেখ নেই। অতএব জোর করে টেনে এনে নিশ্চিত ভাবে বলার সুযোগও নেই। কেণ না মওলা আলীর সাথে খারজি রা ও যুদ্ধ করেছে।তাছাড়া উক্ত হাদিসে জিহাদ উল্লেখ থাকা দ্বারা বোঝা যায়, ভবিষ্যৎবাণীটি ধর্ম যুদ্ধের দিকে ঈঙ্গিত করে।যা সাধারণত খারজিদের বেলায় প্রযোজ্য।কেণ না খারজিদের সঙ্গে মওলা আলীর যুদ্ধ, ধর্মীয় – মতবাদ পার্থক্যের কারণে হয়েছিল। কিন্তু সিফিন্ন বা জামাল যুদ্ধের সঙ্গে ধর্মীয় কোন বিষয় সম্পৃক্ত ছিল না।দ্বিতীয়ত,হাদীসের সনদ এতটাই বিতর্কিত যা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার

জন্য যথেষ্ট। যদি উক্ত হাদিসের সনদ পর্যালোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে মুহাম্মাদ বিন উবাইদুল্লাহ নামক রাবিটি যথেষ্ট বিতর্কিত।

যেমন ইয়াহিয়া ইবনে মঈন উক্ত রাবীর সম্পর্কে বলেনঃ

نا عبد الرحمن قال قرئ على العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى ابن معين يقول: محمد بن عبيد الله ليس حديثه بشئ.

আব্বাস বিন মুহাম্মদ আল দওরি বলেন আমি ইয়াহিয়া ইবনে মঈন কে বলতে শুনেছি।

তিনি বলনে মুহাম্মাদ বিন উবাইদুল্লাহর বর্ণিত হাদিসের কোন মূল্য নেই । জিরাহ ও তাদিল, পৃষ্ঠা-৫

ইমাম ইবনে আবি হাতিম বলেনঃ

نا عبد الرحمن قال سألت ابى عن محمد بن عبيد الله بن ابى رافع فقال: ضعيف الحديث منكر الحديث جدا ذاه

আব্দুর রাহমান বলেন আমি আমার পিতাকে মুহাম্মদ বিন উবাইদুল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি বলেন সে জঈফ, হাদিস বর্ণনায় চরমভাবে মুনকার ছিল। জেরাহ ও তাদিল, পৃষ্ঠা- ৫

ইমাম ইবনে হিব্বান বলেনঃ

مُحَمَّد بن عبيد الله بن أَبِي رَافع مولى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يروي عَن دَاوُد بن حُصَيْن وَأَبِيهِ روى عَنْهُ عَلِي بْن هَاشم وَابْنه معمر بن

مُحَمَّد بن عبيد الله مُنكر الحَدِيث جدا يروي عَن أَبِيهِ مَا لَيْسَ يشبه حَدِيث أَبِيه فَلَمَّا غلب الْمَنَاكِير على رِوَايَته اسْتحق التّرْك

মুহাম্মাদ বিন উবাইদুল্লাহ বিন আবু রাফে আল্লাহর নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাস। সে দাউদ বিন হুসাইন ও তার পিতা থেকে বর্ণনা করত।এবং তার থেকে বর্ণনা করত আলী বিন হিশাম ও তার ছেলে মা'মার বিন মুহাম্মদ বিন উবাইদুল্লাহ।

সে হাদিস বর্ণনায় চরমভাবে মুনকার ছিল। তার পিতা থেকে যে হাদিস বর্ণনা করত তাতে মিল থাকত না। যখন তার বর্ণনার মধ্যে মুনকারের মাত্রা বেড়ে গেল তখন সে প্রত্যাখ্যান যোগ্য হল।মাজরুহিন,পৃষ্ঠা-২৪৯

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায় মুহাম্মদ বিন উবাইদুল্লাহ যথেষ্ট পরিমাণে বিতর্কিত যা বর্ণনা প্রত্যাখানের জন্য যথেষ্ট।আসলে শিয়াদের সম্বলই হল এই ধরণের বর্ণনা। বরং যতটা পর্যালোচনা করেছি তার ভিত্তিতে বলতে পারি তাদের আপত্তির কিংবা সমর্থিত, সিংহভাগ হাদিসই বিতর্কিত সনদের কিংবা কোন সনদই নেই। অর্থাৎ তারা বেশীর ভাগই অপ্রমাণিত হাদিস বা বর্ণনা কে নিজেদের দাবীর দলীল বানিয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে শিয়াদের কর্তৃক আরো একটি বর্ণনাঃ

حدثنا : الحسين بن إسحاق التستري ، ثنا : محمد بن الصباح الجرجرائي ، ثنا : محمد بن كثير ، عن الحارث بن حصيرة ، عن أبي صادق ، عن مخنف بن سليم ، قال : أتينا أبا أيوب الأنصاري وهو يعلف

خيلا له بصعنبى ، فقلنا عنده ، فقلت له : أبا أيوب قاتلت المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئت تقاتل المسلمين ، قال : ان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بقتال ثلاثة الناكثين ، والقاسطين ، والمارقين ، فقد قاتلت الناكثين ، وقاتلت القاسطين ، وأنا مقاتل إن شاء الله المارقين بالشعفات بالطرقات بالنهراوات وما أدري ما هم.

মুহনাফ বিন সুলাইম হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা আবু আইয়ুব আন্সারীর কাছে এলাম, তিনি সেই সময় ঘোড়ার মাথা ধরে তাকে খাওয়াচ্ছিলেন। আমরা তাকে বললাম হে আবু আইয়ুব আপনি রসুলের সাথে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। অতঃপর আপনি মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছেন। তিনি উত্তর দিলেন আল্লাহর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি দলঃ সীমালঙ্ঘন কারী, অত্যাচারী ও ধর্মত্যাগীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ দিয়েছেন। আমি অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। আল্লাহ যদি চান তাহলে ধর্মত্যাগী রুপে আহলে সা'আফ, আহলে তারফ ও আহলে নাহারওয়ান বিরুদ্ধে যুদ্ধরত হব।তবে আমি জানি না তারা কে?.তাবরানী,ম'জামুল কাবীর, হাদিস নং- ৪০৪৯

শিয়া ও তাদের অনুসারী গন নাহরওয়ান যুদ্ধের ভবিষ্যৎ বানী হিসাবে উক্ত বর্ণনাটি তো দলীল হিসাবে পেশ করেই সঙ্গে উক্ত বর্ণনা দ্বারা সিফফিন ও জামাল যুদ্ধের দিকে তারা ঈঙ্গিত করার চেষ্টা করে । যে কারণে এর খোলাসার জন্য আরো একটি বর্ণনাও তারা সচারাচর পেশ করে, যা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

জামাল ও সিফফিন কি ধর্মযুদ্ধ ছিল?

أخبرني الحسن بن علي بن عبد الله المقرئ حدثنا احمد بن محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن جعفر المطيري حدثنا أحمد بن عبد الله المؤدب بسر من رأى حدثنا المعلى بن عبد الرحمن ببغداد حدثنا شريك عن سليمان بن مهران الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة والأسود قالا أتينا أبا أيوب الأنصاري عند منصرفه من صفين فقلنا له يا أبا أيوب إن الله أكرمك بنزول محمد صلى الله عليه وسلم وبمجئ ناقته تفضلا من الله وإكراما لك حتى أناخت ببابك دون الناس ثم جئت بسيفك على عاتقك تضرب به أهل لا إله إلا الله فقال يا هذان الرائد لا يكذب أهله وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بقتال ثلاثة مع علي بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين فاما الناكثون فقد قاتلناهم وهم أهل الجمل طلحة والزبير وأما القاسطون وهذا منصرفنا من عندهم يعني معاوية وعمرا وأما المارقون فهم اهل الطرفاوات وأهل السعيفات وأهل النخيلات وأهل النهروانات والله ما أدري أين هم ولكن لا بد من قتالهم إن شاء الله

আলকামা ও আসওয়াদ হইতে বর্ণিত দুজনে বলেনঃ যখন আবু আইয়ুব আন্সারি সিফফিন থেকে ফিরে এলেন তখন আমরা তার নিকট গেলাম। আমরা তাকে বললাম হে আবু আইয়ুব! নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে, মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশীয় সম্পর্কের কারণে সম্মান দান করেছেন। তার উট আগমনের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ এসেছে এবং আপনার জন্য সম্মান জনক হয়েছে, এমনকি আমরা মানুষ জনের ঘর ছেড়ে আপনার ঘরে এসে আশ্রয় নিলাম। তারপরেও আপনি

কাঁধে তলওয়ার নিয়ে, লা ইলাহা ইল্লালাহায় বিশ্বাসীদের আঘাত করতে এসেছেন! তিনি উত্তর দিলেন হে দুই আগন্তক তার বিশ্বাসীদের সম্পর্কে মিথ্যা বলবে না। আল্লাহর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী পক্ষে তিনটি দল, সীমালঙ্ঘন কারী, অত্যাচারী ও ধর্মত্যাগীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ দিয়েছেন। অতএব জামালে সীমালঙ্ঘন কারী ত্বলহা ও জুবাইর (রাদিআল্লাহু আনহুমার) সাথে যুদ্ধ করেছি।তাদের সাথে যুদ্ধ করে ফিরে এসে অত্যাচারী অর্থাৎ মুয়াবিয়া ও আমর বিন আ'সের সাথে যুদ্ধ করেছি। এবং ধর্মত্যাগী যারা হলো আহলে তারফ, আহলে সাফি'য়াহ, আহলে নাখিলাহ ও আহলে নাহরওয়ান। আল্লাহর কসম আমি জানি না তারা কোথায়? কিন্তু আল্লাহ যদি চান তাদের সাথে অবশ্যই যুদ্ধ করব। (১)তারিখে বাগদাদ, হাদিস নং- ৭১৬৫

উক্ত বর্ণনার আলোকে শিয়া ও তাদের অনুসারীগন জামাল যুদ্ধ ও সিফফিন যুদ্ধ কে ধর্ম যুদ্ধ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। যার দ্বারা তারা উভয় দলের প্রতিটি সদস্য কে জাহান্নামী হিসাবে সাব্যস্ত করতে চায়। সে হজরত আয়েশা হোক, হজরত তালহা ও জুবাইর হোক কিংবা আমীর মুয়াবিয়া ও আমর বিন আ'স!

আমার জবাবঃ শিয়াদের স্বভাবই হল তারা নিজদের দাবী কে এমন সব দলীল দ্বারা সাব্যস্ত করতে চায় যা সচারাচর প্রমাণিত নয় এবং মিথ্যা ও বানাওয়াটি ।আর উক্ত দুই বর্ণনা তেমনই ধরণের। যদি প্রথম বর্ণনা হিসাবে ম'জামুল কাবীরের সনদ পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে উক্ত বর্ণনায় মুহাম্মদ বিন কাসির

নামক রাবীটি যথেষ্ট বিতর্কিত। যা হাদিসটি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার জন্য যথেষ্ট ।

যেমন ইমাম আহমাদ মুহাম্মদ বিন কাসির সম্পর্কে বলেনঃ

أَنْبَأَنَا عَلِيّ بْن مُحَمَّد بْن عيسى البَزَّاز حدّثنا محمّد بن عمر الحافظ حدّثني إسحاق ابن موسى حَدَّثَنَا أَبُو داود قَالَ سمعتُ أَحْمَد بْن حنبل يَقُولُ: محمد بن كثير- الذي كان يكون ببغداد ويحدث عن ليث- أحاديثه عن ليث كلها مقلوبة.

আবু দাউদ বলেন আমি ইমাম আহমাদ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন মুহাম্মদ বিন কাসির সে বাগদাদ বাসী ছিল, লাইস থেকে বর্ণনা করত। লাইস থেকে তার হাদিস সমুহ সবটাই বিচ্ছিন্ন। তারিখে বাগদাদ, পৃষ্ঠা-৩১৩

আব্দুল্লাহ বিন স্বলেহ বলেনঃ

أنا حمزة بن محمّد بن طاهر حدّثنا الوليد بن بكر الأندلسي حدّثنا على ابن أحمد بن زكريا الهاشمي أنبأنا أبو مسلم صالح بن أحمد بن عبد الله العجليّ حَدَّثَنِي أبي. قَالَ: ومحمد بن كثير ضعيف الحديث.

আবু মুসলিম স্বলেহ বিন আহমাদ আব্দুল্লাহ বলেন আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন মুহাম্মদ বিন কাসির হাদীস বর্ণনায় জঈফ। তারিখে বাগদাদ, পৃষ্ঠা-৩১৩

ইবনে আদি বলেনঃ

مُحَمد بْن كثير أَبُو إسحاق القرشي كوفي.عن لَيْث بْن أَبِي سُلَيم سمع مِنْهُ قتيبة منكر الحديث.

মুহাম্মাদ বিন কাসির আবু ইসহাক কুরাশী কুফি, লাইস বিন আবু সুলাইম থেকে বর্ণনা করত। তার থেকে বর্ণনা করতেন কুতাইবাহ।সে হাদিস বর্ণনায় মুনকার ছিল। আল কামিল, পৃষ্ঠা -২৫৩

ইমাম বুখারী বলেনঃ

حدّثنا ابن الفضل حدّثنا علي بن إبراهيم المستملي حدّثنا أبو أحمد بن فارس حَدَّثَنَا البخاري. قَالَ: محمد بن كثير القرشي أبو إسحاق عن ليث هو الكوفي ويقال مولى بني هاشم عن ابن أبي خالد منكر الحديث

আবু আহমাদ বিন ফারাস বলেন, ইমাম বুখারী আমাকে বলেছেন মুহাম্মদ বিন কাসির কুরাশী আবু ইসহাক লাইস থেকে বর্ণনা করত। সে কুফা বাসী ছিল। তাকে বানু হাশিমের দাস বলা হত ইবনে খালিদ থেকে বর্ণনা করত। সে হাদিস বর্ণনায় মুনকার ছিল। তারিখে বাগদাদ, পৃষ্ঠা-৩১৩

ইমাম আবু জা'ফার আকিলি বলেনঃ

مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْكُوفِيُّ الْقُرَشِيُّ فِي حَدِيثِهِ وَهْمٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، الَّذِي يُحَدِّثُ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، وَالْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ، وَعَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، فَقَالَ: خَرَّقْنَا حَدِيثَهُ ,

وَلَمْ يَرْضَهُ. حَدَّثَنِي آدَمُ قَالَ: سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْقُرَشِيُّ كُوفِيٌّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ

আমাকে আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বলেন আমি আমার পিতাকে মুহাম্মদ বিন কাসির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে লাইস বিন আবু সুলাইম ও হারিস বিন হাস্বিরাহ ও আমর বিন কাইস থেকে বর্ণনা করত তিনি বলেন আমরা তার বর্ণিত হাদিস কে প্রত্যাখ্যান করে দিতাম ও তিনি তাকে অপছন্দ করতেন । আদাম বলেন আমি ইমাম বুখারী থেকে শুনেছি তিনি বলেন মুহাম্মাদ বিন কাসির কুরাশী কুফি, হাদিস বর্ণনায় মুনকার ছিল।জ'ফাউল কাবীর, রাবী নং-১৬৮

তারিখে দামিস্কের বর্ণনাটিও একি পর্যায়ের বরং বর্ণনাটির সনদ তুলনামূলক আরো বিতর্কিত। কেণ না উক্ত বর্ণনাটি তে দুজন রাবী চরমভাবে বিতর্কিত, মিথ্যুক। প্রথম হল আহমদ বিন আব্দুল্লাহ এবং দ্বিতীয় জন হল মু'আল্লা বিন আব্দুর রাহমান।

যেমন ইবনে আদি, আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন ইয়াজি সম্পর্কে বলেনঃ

أحمد بن عَبد الله بن يزيد المؤدب.كان بسر من رأى يضع الحديث

আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন ইয়াজিদ আল মওদুব সে ইরাকের সামারা বাসী ছিল। এবং জাল হাদিস বর্ণনা করত । ইবনে আদি, আল কামিল, পৃষ্ঠা- ১৯২

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد الماليني فيما أذن أن نرويه عنه أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ.قال: أحمد بن عبد الله بن يزيد المؤدب كَانَ بسر من رأى يضع الحديث.

ইমাম আব্দুল্লাহ আদি আল হাফিজ বলেন আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন ইয়াজিদ মওদুব সে তড়াহুড় করে মত দিতে হাদিস বানিয়ে বর্ণনা করতো। তারিখে বাগদাদ,পৃষ্ঠা- ৪৪২

ইমাম দারকুতনি বলেনঃ

أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن مُحَمَّد العتيقي عَنْ أَبِي الْحَسَن الدارقطني. قال: أحمد بن عبد الله بن يَزِيد المؤدب- يعرف بالهشيمي- يحدث عَنْ عَبْد الرزاق وغيره بالمناكير. يترك حديثه.

ইমাম দারকুতনি বলেন আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন ইয়াজিদ মওদুব হাশিমি হিসাবে পরিচিত ছিল। ইমাম আব্দুর রাজ্জাক ও আরো অন্যান্য দের থেকে মুনকার হাদিস বর্ণনা করত। তিনি তার হাদিস কে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তারিখে বাগদাদ, পৃষ্ঠা-৪৪২

ইমাম আলী বিন মাদিনি, মু'আলা বিন আব্দুর রাহমান সম্পর্কে বলেনঃ

أَخْبَرَنِي علي بن مُحَمَّد بن الحسن الحربي، أخبرنا عبد اللَّه بْن عُثْمَان الصفار، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عمران بن موسى الصيرفي، حدثنا عَبْد

اللَّه بْن عليّ بْن عَبْد اللَّه المديني قَالَ: سمعت أبي يقول: معلى بن عَبْد الرَّحْمَن

ضعيف الحديث، وذهب إلى أنه كان يضع الحديث.

وَقَالَ فِي موضع آخر: سمعت أَبِي يَقُولُ: المعلى بن عَبْد الرَّحْمَن أخذ أحاديث من أحاديث أبي الهيثم عن ليث بن سعد، وذهب إلى أنه كان يكذب.

আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন মাদানি বলেন আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন মু'আল্লা বিন আব্দুর রাহমান জঈফ ছিল এবং তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন সে জাল হাদিস বর্ণনা করত। তিনি এই বিষয়ে আরো বলেন আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন মু'আল্লা বিন আব্দুর রাহমান আবুল হাইশামের হাদিস গুলি লাইস বিন সা'দ থেকে বর্ণনা করতেন। তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে সে মিথ্যা বলত। তারিখে বাগদাদ, পৃষ্ঠা- ১৭৯

ইমাম আবু জুরা'আ বলেন

وقد ذكر لنا الْبَرْقَانِيُّ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ مُوسَى الأَرْدُبِيلِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن طاهر بن النجم، حَدَّثَنَا سعيد بْن عَمْرو البرذعي قَالَ: قلت- يعني لأبي زرعة الرازي- معلى بن عَبْد الرَّحْمَن الواسطي؟ قَالَ: ذاهب الحديث

সাঈদ বিন আমর বুরাজি বলেন আবু জুরা'আ আর রাজি কে মু'আল্লা বিন আব্দুর রাহমান ওয়াসতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি বললেন হাদিস ভুলে জেতেন। তারিখে বাগদাদ, পৃষ্ঠা-১৮০

ইমাম ইবনে হাতিম বলেনঃ

معلى بن عبد الرحمن الواسطي روى عن عبد الحميد بن جعفر وفضيل بن مرزوق وجرير بن حازم]وقد [- روى عنه كردوس ابن محمد بن عيسى الخشاب الواسطي.نا عبد الرحمن قال سألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث، كان حديثه لااصل له.

وقال مرة: متروك الحديث.

মু'আল্লা বিন আব্দুর রাহমান ওয়াসতি সে আব্দুল হামিদ বিন জা'ফার ও ফুজাইল বিন মারজুক ও জারির বিন হাজিম থেকে বর্ণনা করত। তার থেকে বর্ণনা করত কুরদুস ইবনে মুহাম্মদ বিন ঈসা আল খাসাব আল ওয়াসতি। আব্দুর রাহমান বলেন আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম সে হাদিস বর্ণনায় জঈফ ছিল। তার বর্ণিত হাদিসের কোন ভিত্তি নেই। তিনি আরো বলেন সে হাদিসে প্রত্যাখ্যাত। জিরাহ ও তাদিল, পৃষ্ঠা -৩৩০

উক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায় উভয় হাদিসের সনদ চরমভাবে বিতর্কিত। অতএব উভয় হাদিস একে অপর কে সমর্থন তো দুরের কথা উভয় হাদিসই প্রমাণিত নয় বরং বানাওয়াটি ও মিথ্যা। শুধু তাই নয় উক্ত শব্দের সাথে যত গুলি হাদিস আছে এবং যতগুলি সনদের সাথে বর্ণিত হয়েছে সবকটাই শিয়া রাফজিদের বানানো জাল হাদিস। যা একটার পর একটা প্রমাণ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ ।

উক্ত হাদিসের দ্বিতীয় সনদঃ

حدثنا : أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي ، ثنا : الحسن بن علي بن شبيب المعمري ، ثنا : محمد بن حميد ، ثنا : سلمة بن الفضل ، حدثني : أبو زيد الأحول ، عن عقاب بن ثعلبة ، حدثني : أبو أيوب الأنصاري في خلافة عمر بن الخطاب قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين.

আবু আইউব আন্সারী উমার ইবনে খাত্তাবের খেলাফত কালে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আলী বিন আবু তালিব কে সীমালঙ্ঘন কারী, অত্যাচারী ও ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ করতে আদেশ করেছেন।হাকিম আল মুস্তাদরাক, হাদিস নং – ৪৭২৯

উক্ত হাদিসটিও আগের মত শিয়াদের বানানো হাদিসের অন্তর্ভুক্ত।এতে দুজন রাবি চরমভাবে বিতর্কিত। প্রথম হল মুহাম্মাদ বিন হামিদ সে একজন শিয়া ও মিথ্যুক রাবী দ্বিতীয় জন হল সালামা বিন ফাজাল সেও একজন চরম প্রকৃতির মুনকার রাবি।

ইয়াকুব বিন শাইবাহ, মুহাম্মদ বিন হামিদ সম্পর্কে বলেনঃ

أَخْبَرَنَا البرقاني وأبو القاسم الأزهري. قالا: أنبأنا عبد الرّحمن بن عمر الخلّال قال: نبأنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال: نبأنا جدي. قَالَ: محمد بن حميد الرازي كثير المناكير .

আমাকে খবর দিয়েছেন বুরকানি ও আবুল কাসিম আল

আজহারি তারা বলেন আমাদের খবর দিয়েছেন আব্দুর রাহমান বিন উমার আল খাল্লাল তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইয়াকুব বিন শাইবাহ তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন আমার দাদা তিনি বলেন মুহাম্মাদ হামিদ আল রাজির অতিরিক্ত পরিমানে মুনকার ছিল। তারিখে বাগদাদ, পৃষ্ঠা-৬০

ইমাম বুখারী বলেনঃ

أخبرنا ابن الفضل القطّان قال نبأني عليّ بن إبراهيم المستملي قال محمد : قَالَ. نبأنا محمد بن إسماعيل البخاري:نبأنا أبو أحمد ابن فارس قال بن حميد أبو عبد الله الرازي حديثه فيه نظر

আমাকে খবর দিয়েছেন ইবনে ফাজাল আল কাতান তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন আলী বিন ইবরাহিম মুসতামালি তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়ে আহমাদ ইবনে ফারাস তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন মুহাম্মাদ বিন বুখারি তিনি বলেন মুহাম্মদ বিন হামিদ আবু আব্দুল্লাহ আল রাজির হাদীসে সমালোচনা রয়েছে।তারিখে বাগদাদ, পৃষ্ঠা-৬০

ইসহাক বিন মান্সুর বলেনঃ

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بن حمويه بن أبزك الهمذاني بها قَالَ: أنبأنا أحمد ابن عبد الرحمن الشيرازي قَالَ: سمعت أبا عبد الله بشر بن محمد المزني يقول: سمعت أبا العبّاس أحمد بن الأزهري يقول: سمعت إسحاق بن منصور. يقول: أشهد على محمد بن حميد، وعبيد بن إسحاق العطار، بين يدي الله: أنهما كذابان .

আমাকে খবর দিলেন আবু বকর বিন আব্দুল্লাহ বিন আলী বিন হামুওয়িহ বিন আবরাক আল হামদানি তিনি বলেন আমাকে খবর দিলেন আহমাদ ইবনে আব্দুর রাহমান সিরাজি তিনি বলেন আমি আবু আব্দুল্লাহ বাশার বিন মুহাম্মাদ মুজনিকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আজহারিকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন আমি ইসহাক বিন মান্সুরকে বলতে শুনেছি তিনি মুহাম্মাদ বিন হামিদ ও উবাইদ বিন ইসহাক আত্তার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেন, দুজনই আল্লাহর সুপুর্দ!!! , দুজনেই কাজ্জাব। তারিখ বাগদাদ, পৃষ্ঠা-৬০

ইমাম আবু জুরা'আ বলেনঃ

أَخْبَرَنِي عبيد الله بن أبي الفتح قال: نبأنا مُحَمَّد بن العبّاس الخَزّاز قال: نبأنا عليّ ابن إبراهيم المستملي قال: نبأنا أبو القاسم ابن أخي زرعة- يعني الرازي- قَالَ: سألت أبا زرعة عن محمد بن حميد، فأومأ بإصبعه إلى فمه. فقلت له: كان يكذب؟ فقال برأسه: نعم

আমাকে খবর দিয়েছেন আবু আব্দুল্লাহ বিন আবুল ফাতাহ তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন মুহাম্মাদ বিন আব্বাস বিন খুজ্জাজ তিনি বলেন আমাকে খবর দিলেন আলী বিন ইবরাহিম মুস্তামলি তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন আবুল কাসিমের চাচত ভাই জারাহ অর্থাৎ আল রাজি তিনি বলেন আমি আবু জারাহকে মুহাম্মদ বিন হামিদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি মুখের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সে কি মিথ্যা বর্ণনা করত ?তিনি মাথা নাড়িয়ে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তারিখে বাগদাদ, পৃষ্ঠা- ৬০

আব্দুর রাহমান বিন ইউসুফ বলেনঃ

قَالَ: وسمعت عَبْد الرحمن بْن يُوسُف بْن خراش يقول: حَدَّثَنَا ابن حميد وكان والله يكذب .

তিনি বললেন আমি আব্দুর রাহমান বিন ইউসুফ বিন খিরাসকে বলতে শুনেছি আমাকে ইবনে হামিদ বর্ণনা করেছে আল্লাহর কসম সে মিথ্যা বর্ণনা করত। তারিখে বাগদাদ, পৃষ্ঠা- ৬০

سَلمَة بن الْفضل الأبرش أَبُو عبد الله الْكِنْدِيّ يرْوى عَن بن إِسْحَاق روى عَنهُ عمار بن الْحسن وَالنَّاس مَاتَ بعد التسعين وَمِائَة يُخَالف ويخطىء

সালমা বিন ফাজাল আল আবাসার আবু আব্দুল্লাহ আল কুনদি ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করত তার থেকে বর্ণনা করত লোকজন ও আম্মার বিন হাসান সে মৃত্যু বরণ করে ১৯০ হিজরিতে। সে বর্ণনায় উলোটপালোট করত এবং ভুল ভ্রান্তি করত।আস সিকাত, পৃষ্ঠা-২৫৫

ইমাম বুখারী সালামা বিন ফাজাল সম্পর্কে বলেনঃ

سمعتُ ابن حماد يقول: قال البُخارِيّ سلمة بْن الفضل أبو عَبد اللَّه الأبرش سمع من بْن إسحاق روى عنه عَبد اللَّه بْن مُحَمد الجعفي في حديثه بعض المناكير.

ইবনে হাম্মাদকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, ইমাম বুখারী সালমা বিন ফাজাল আবু আব্দুল্লাহ আল আবসার সমন্ধে বলেনে তিনি ইবনে ইসহাক থেকে শুনেছেন তার থেকে বর্ণনা করতেন আবদুল

আল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন জা'ফি তার হাদীসে কিছু মুনকার বর্ণনা বর্তমান।আব্দুল্লাহ ইবনে আদি, আল কামিল, পৃষ্ঠা-৩৬৯

ইমাম ইবনে রাওয়াইয়াহ ও ইমাম নাসায়ি বলেনঃ

سَلمَة بن الْفضل أَبُو عبد الله الأبرش الْأَنْصَارِيّ قَاضِي الرّيّ يروي عَن ابْن إِسْحَاق الْمَغَازِي ضعفه ابْن رَاهَوَيْه وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ عَليّ رمينَا حَدِيثه وَقَالَ البُخَارِيّ عِنْده مَنَاكِير

সুলাইমান বিন আবু আব্দুল্লাহ আবরাশ আন্সারী কাজী। তিনি ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করতেন। তাকে ইবনে রাওয়াইয়াহ, ও ইমাম নাসায়ী হাদিস বর্ণনায় দুর্বল বলেছেন। আলী বলেন আমরা তার হাদিস প্রত্যাখ্যান করতাম। এবং তিনি বলেন ইমাম বুখারীর নিকট সে মুনকার ছিল। জ'ফা ওলা মাতরুকিন, পৃষ্ঠা-১১

তৃতীয় সনদঃ

حدثنا : أبو بكر بن بالويه ، ثنا : محمد بن يونس القرشي ، ثنا : عبد العزيز بن الخطاب ، ثنا : علي بن أبي فاطمة ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أبي أيوب الأنصاري قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب : تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بالطرقات والنهروانات وبالشعفات ، قال أبو أيوب : قلت يا رسول الله مع من تقاتل هؤلاء الأقوام ، قال : مع علي بن أبي طالب.

আবু আইউব আন্সারী হইতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি আল্লাহর নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মওলা আলী বলতে

শুনেছি তুমি সীমালঙ্ঘনকারী, অত্যাচারী ও ধর্মত্যাগী রুপে আহলে তারফ আহলে নাহারওয়ান আহলে শা'আফার সাথে যুদ্ধ করো। হজরত আবু আইয়ুব বলেন আমি বললাম হে আল্লাহ রসূল এরা কার সাথে বিরুদ্ধে করবে? তিনি উত্তর দিলেন আলী বিন আবু তালিবের বিরুদ্ধে।হাকিম আল মুস্তাদরাক, হাদিস নং- ৪৭৩০

উক্ত বর্ণনাটির সনদও চরম ভাবে বিতর্কিত, এতে দুজন রাবি চরমভাবে বিতর্কিত। প্রথম হলো মুহাম্মাদ বিন ইউনুস কুরাসি আল কাদিমি, যে একজন মিথ্যুক। দ্বিতীয় হলো আলী বিন ফাতেমা, যে মাতরুক পর্যায়ের রাবি।

ইমাম আহমাদ বলেনঃ

حدثت عن أبي نصر مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن إِبْرَاهِيم الإسماعيلي قَالَ: سمعت علي ابن حمشاذ يقول: سمعت أحمد بن عبد الله الأصبهاني يقول: أتيت عَبْد اللَّهِ بْن أَحْمَد بْن حَنْبَل فَقَالَ: أين كنت؟ فقلت: في مجلس الكديمي، فقال: لا تذهب إلى ذاك، فإنه كذاب،

আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ ইস্ফাহানি বলেন আমি আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বালের নিকট এলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কোথায় ছিলেন? আমি উত্তর দিলাম কাদিমির মজলিসে। তিনি বললেন ঐ ব্যক্তির নিকট যেও না কেণ না সে একজন কাজ্জাব। তারিখে বাগদাদ, পৃষ্ঠা-৬৮৮

ইমাম আবু দাউদ বলেনঃ

أخبرنا أحمد بن أبي جعفر، أنبأنا أبو بكر مُحَمَّد بْن عدي بْن زحر البصري- فِي كتابه- حدثنا أبو عبيد محمد بن علي الآجري قَالَ: سمعت أبا داود سُلَيْمَان بْن الأشعث يتكلم في محمد بن سنان، وفي محمد بن يونس، يطلق فيهما الكذب.

আবু উবাইদ মুহাম্মদ বিন আলী আজরি বলেন আমি আবু দাউদ সুলাইমান বিন আস'আস কে বলতে শুনেছি তিনি মুহাম্মদ বিন সুনানের এবং মুহাম্মদ ইউনুসের (কাদিমি) উপর সমালোচনা করে উভয় কে মিথ্যুক হিসাবে অভিযুক্ত করতেন।তারিখে বাগদাদ, পৃষ্ঠা-৬৮৮

ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানি বলেনঃ

حدثت عَن مُحَمَّد بْن الْعَبَّاس الخزاز قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحسين بن المنادي، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْر مُحَمَّد بْن وهب البصري المعروف بابن التمار الوراق قَالَ: ما أظهر أبو داود السجستاني تكذيب أحد إلا فِي رجلين، الكديمي، وغلام خليل، فذكر أحاديث ذكرها فِي الكديمي إنها كَذِبٌ .

আবু বকর মুহাম্মাদ বিন বাসরী যিনি ইবনে তামর আল ওয়ারাক নামে পরিচিত ছিলেন তিনি বলেনঃ আমি আবু দাউদ সিজিস্তানি কে শুধুমাত্র কাদিমি ও গুলাম খালিল নামক ব্যক্তিদ্বয় ছাড়া কাওকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করতে দেখিনি, ।তাই তিনি কাদিমির যে হাদিসগুলি উল্লেখ করেছেন, মিথ্যা বলে উল্লেখ করেছেন।তারিখে বাগদাদ, পৃষ্ঠা-৬৮৮

ইমাম দারকুতনি বলেনঃ

وحدَّثَنِي عَلِيّ بْن مُحَمَّد بْن نَصْر قَالَ: سمعتُ حمزة بْن يُوسُف يقول: سمعت الدارقطني يقول: كان الكديمي يتهم بوضع الحديث

হামজাহ বিন ইউসুফ বলেন আমি ইমাম দারকুতনি কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন কাদিমি জাল হাদিস বর্ণনায় অভিযুক্ত ছিল।তারিখে বাগদাদ, পৃষ্ঠা-৬৮৮

আলী বিন আবি ফাতেমার সম্পর্কে ইমাম নাসাঈ বলেনঃ عَلِيّ بن الحزور مَتْرُوك الحَدِيث

আলী বিন হুজুর হাদিসে বর্ণনায় পরিত্যক্ত ছিল।কিতাব- জ'ফা ওয়াল মাতররুকিন, পৃষ্ঠা-২১৬

ইমাম আবু হাতিম বলেনঃ

نا عبد الرحمن قال سألت ابى عن على بن الحزور فقال منكر الحديث

আব্দুর রাহমান বলেন আমি আমার পিতাকে আলী বিন হুজুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন সে হাদিস বর্ণনায় মুনকার ছিল। জিরাহ ও তাদিল, পৃষ্ঠা-১৮২

ইমাম বুখারী বলেনঃ

حَدَّثَنَا الجنيدي، حَدَّثَنا البُخارِيّ قال علي بْن أَبِي فاطمة، عَن أَبِي مريم سمع منه يُونُس بْن بُكَير ويقال: كَانَ علي بْن الحزور الكوفي عنده عجائب منكر الْحَدِيث.

জুনাইদি বলেন আমাকে ইমাম বুখারী বলেছেন আলী বিন আবু ফাতেমা আবু মারিয়াম থেকে বর্ণনা করত এবং তার থেকে বর্ণনা করত ইউনুস বিন বুকাইর। তাকে আলী বিন হুজুর নামে ডাকা হতো। সে ইমাম বুখারীর নিকট হাদিস বর্ণনায় বিস্ময়কর ভাবে মুনকার ছিল। আল কামিল আল জ'ফা ওয়াল রিজাল, পৃষ্ঠা-১৮২

চতুর্থ সনদঃ

حدثنا : علي بن المنذر ، قال : نا : عبد الله بن نمير ، قال : نا : فطر بن خليفة ، قال : سمعت حكيم بن جبير ، يقول : سمعت إبراهيم ، يقول : سمعت علقمة ، يقول : سمعت عليا، يقول : أمرت بقتال الناكثين ، والقاسطين ، والمارقين ، وهذا الحديث لا نعلم رواه ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن علي، الا حكيم بن جبير ، وحكيم ليس بالقوي ، وقد حدث عنه الأعمش ، والثوري ، وغيرهما.

আলকামা বলেন আমি মওলা কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন আমি সীমা লঙ্ঘন কারী, অত্যাচারী ও ধর্মত্যাগী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি। মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং-৬০৪

উপরিউক্ত বর্ণনাটিও শিয়াদের কর্তৃক বর্ণিত বিতর্কিত ও অপ্রমাণিত বর্ণনা। কেণ না হাকিম বিন জুবাইর একজন কট্টর শিয়া ও মুনকার পর্যায়ের রাবী।

ইমাম আহমাদ বলেনঃ

قال أبي: وكان شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير، وكان عبد الرحمن لا يحدثنا عنه، ترك حديثه.

ইমাম আহমাদ বলেন আমার পিতা বলেছেন শু'বা হাকিম বিন জুবাইর থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন না। এবং আব্দুর রাহমানও তার থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন না । এবং তিনি তার হাদিস প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইলাল রিওয়াইয়াতে আব্দুল্লাহ, পৃষ্ঠা-৩১৭

ইমাম আহমাদ আরো বলেনঃ

قال عبد الله: سألت أبي عن حكيم بن جبير، وزيد بن جبير أخوان هما؟فقال: لا، زيد بن جبير جشمي، ثم من بني تميم وهو صالح الحديث، وحكيم ضعيف الحديث مضطرب، وهو مولى بني أمية.

আব্দুল্লাহ বলেন আমি আমার পিতা কে হাকিম বিন জুবাইর ও জাইদ বিন জুবাইর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম দুজনে কি ভাই? তিনি উত্তর দিলেন, না। জায়েদ বিন জুবাইর জাশামি বানি তামিম থেকে ছিল। সে হাদিস বর্ণনায় স্বলেহ ছিল। অথচ হাকিম ছিল বর্ণনায় জঈফ ও মুজতারবুল হাদিস । সে বানু উমাইয়ার দাস ছিল।আল ইলাল রিওয়াতে আব্দুল্লাহ, পৃষ্ঠা- ৯৭৮

ইমাম আবু হাতিম বলেনঃ

حدثنا عبد الرحمن قال قلت لأبي: حكيم بن جبير أحب إليك أو ثوير؟ قال ما فيهما إلا ضعيف غال في التشيع وهما متقاربان.

আব্দুর রাহমান বলেন আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার নিকট হাকিম বিন জুবাইর না সুয়ের? তিনি উত্তর দিলেন উভয় জঈফ কট্টর শিয়া এবং দুজনেই প্রায় একি পর্যায়ের। জিরাহ ও তাদিল, পৃষ্ঠা-২০২

আব্দুর রাহমান বিন মাহদি আনবারি বলেনঃ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنا عَبد الْعَزِيزِ بْنِ سَلامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمد بْن عَبد الرَّحْمَنِ العنبري عَن عَبد الرَّحْمَنِ بْن مهدي وَسُئِل عَن حكيم بْن جبير فَقَالَ إِنَّمَا روى أحاديث يسيرة وفيها أحاديث منكرات.

আব্দুর রাহমান আনবারি বলেন আব্দুর রাহমান বিন মাহদি হইতে বর্ণিত হাকিম বিন জুবাইর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন সরল হাদিসগুলি বর্ণনা করলেও হাদিসগুলি মুনকারের অন্তর্ভুক্ত হতো। আল কামিল, পৃষ্ঠা-৩৯৩

পঞ্চম সনদঃ

حدثنا : عباد بن يعقوب ، قال : نا : الربيع بن سعد ، قال : نا : سعيد بن عبيد ، عن علي بن ربيعة ، عن علي ، قال : عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الناكثين ، والقاسطين ، والمارقين ، وهذا الحديث لا نعلمه يروى من حديث علي بن ربيعة ، عن علي ، الا بهذا الاسناد ، ولم نسمعه الا من عباد بن يعقوب.

মওলা আলী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমার প্রতি আল্লাহর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সীমালঙ্ঘন কারী, অত্যাচারী ও ধর্মত্যাগী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দায়িত্ব আরোপ করেছিলেন। মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং - ৭৭৪

উক্ত বর্ণনানায়ও একজন মিথ্যাবাদী ও রাফজি রাবি বর্তমান।ইবাদ বিন ইয়াকুব একজন রাফজি।

ইমাম হিব্বান বলেনঃ

عباد بْن يَعْقُوب الروَاجِنِي قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: عباد بْن يَعْقُوب الروَاجِنِي أَبُو سعيد، من أهل الْكُوفَة، يرْوى عَن شريك. . . وَكَانَ رَافِضِيًّا، دَاعِيَة إِلَى الرَّفْض، يروي الْمَنَاكِير، عَن أنَاس مشاهير، فَاسْتحقَّ التّرْك.

ইমাম ইবনে হিব্বান বলেন আবু সাঈদ ইবাদ বিন ইয়াকুব আর রুওয়াজিনি কুফা বাসী ছিল। শারিক থেকে বর্ণনা করত এবং রাজিয়াতের দিকে আহব্বানকারী এবং মুনকার বর্ণনা করত। প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের থেকে মুনকার বর্ণনা করত। এবং সে প্রত্যাখ্যান যোগ্য। তা'লিকাতে দারকুতনি পৃষ্ঠা-২০২

أخبرنَا عَنهُ شُيُوخنَا مَاتَ سنة خمسين وَمِائَتَيْنِ فِي شَوَّال وَكَانَ رَافِضِيًّا دَاعِيَة إِلَى الرَّفْض وَمَعَ ذَلِك يروي الْمَنَاكِير عَن أَقوام مشاهير فَاسْتحقَّ التّرْك

আমাকে আমার শাইখগন তার সম্পর্কে বলেছেন সে ২৫০ হিজরি তে সাওয়াল মাসে মৃত্যুবরণ করেছে। সে রাফজি ছিল এবং রাফজি মতাদর্শের আহ্বক ছিল।এছাড়া সে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের থেকে মুনকার বর্ণনা করত। আর সে প্রত্যাখ্যান যোগ্য ছিল। ইমাম ইবনে হিব্বান, আল মাজরুহিন, পৃষ্ঠা-১৮৬

ইমাম ইবনে আদি বলেনঃ

قال الشيخ: وعباد بن يعقوب معروف في أهل الكوفة وفيه غلو فيما فيه من التشيع وروى أحاديث أنكرت عليه في فضائل أهل البيت وفي مثالب غيرهم.

শাইখ বলেছেন ইবাদ বিন ইয়াকুব কুফা বাসীদের কাছে পরিচিত ছিল। শিয়িয়াতের মধ্যে যা কিছু আছে তার মধ্যে সেই অতিরঞ্জনগুলি ছিল। সে আহলে বাইতের ফজিলতে ও অন্যদের দোষত্রুটির ব্যাপারে মুনকার বর্ণনা করত।আল কামিল, পৃষ্ঠা-৫৫৯.

ষষ্ঠ সনদঃ

حدثنا : إسماعيل بن موسى ، حدثنا : الربيع بن سهل ، عن سعيد بن عبيد ، عن علي بن ربيعة ، قال : سمعت عليا ، على منبركم هذا ، يقول : عهد إلي النبي :صلى الله عليه وسلم أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين.

আলী বিন রাবিয়া বলেন আমি মওলা আলী কে তোমাদের মিম্বারে দন্ডয়মান হয়ে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন আল্লাহর নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি সীমালঙ্ঘন কারী, অত্যাচারী ও ধর্মত্যাগী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দায়িত্ব আরোপ করেছেন। মুসনাদে আবু ইয়ালা,হাদিস নং- ৫১৯

উক্ত সনদে রুকাইন বিন রাবি'ই শিয়া ও মুনকার পর্যায়ের রাবী। আহমাদ বিন নাসাঈ বলেনঃ

أخبرنا البرقانيّ أخبرنا أحمد بن سعيد بن سعد حدثنا عبد الكريم بن أحمد بن شعيب النّسائيّ حدّثنا أبي قال: ربيع بن سهل الفزازي وَهُوَ ابْن الركين بْن الربيع، ضعيف كان يكون ببغداد.

আব্দুল কারীম বিন আহমাদ বিন শুয়েব আন নাসায়ী বলেন আমাকে আমার পিতা বলেছেন রাবি'ই বিন সাহল ফাজাজি সে রুকাইন বিন রাবি'ইর ছেলে ছিল। সে একজন দুর্বল রাবি। এবং বাগদাদ থেকে ছিল। তারিখে বাগদাদ, পৃষ্ঠা-৪১৬

ইয়াহিয়া বিন মঈন, আবু জুরা'আ নাসাঈ ও দারকুতনি প্রমুখ বলেনঃ

الرّبيع بن سهل بن الركين بن الرّبيع بن عميلة الْفَزارِيّ الْكُوفِي يروي عَن هِشَام بن عُرْوَة قَالَ يحيى لَيْسَ بِشَيْء وَقَالَ أَبُو زرْعَة مُنكر الحَدِيث وَقَالَ النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ ضَعِيف

রাবি'ই বিন সাহল, হিশাম বিন উরওয়াহ থেকে বর্ণনা করত। ইয়াহিয়া বিন মঈন বলেন তার বর্ণনা মুল্যহীন । আবু জুর'আ বলেন সে হাদিস বর্ণনায় মুনকার। এবং ইমাম নাসাঈ ও দারকুতনি বলেন সে জঈফ।ইবনে জওজি, জওফা ওয়াল মাতরুকিন, ২৭৯

ইমাম আবু জুরা'আ বলেনঃ

حدثنا عبد الرحمن قال سئل أبو زرعة عن الربيع بن سهل]الفزاري [- فقال: منكر الحديث.

আব্দুর রাহমান বলেন আবু জুরা'আ কে রাবি'ই বিন সাহল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন সে হাদিসে মুনকার ছিল। জিরাহ

ওয়া তাদিল পৃষ্ঠা-৪২৪

ইমাম ইবনে আদি বলেন

وَقَدْ وَصَلَ عَنْ مَالِكٍ حَدِيثَيْنِ، وَقَدْ تَفَرَّدَ عَنْ شَرِيكٍ بِأَحَادِيثَ، وإِنَّمَا أَنْكَرُوا عَلَيْهِ الْغُلُوَّ فِي التَّشَيُّعِ،

সে ইমাম মালিক থেকে দুটি হাদিস বর্ণনা করেছে। এবং সে শারিক থেকে হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করত। এবং তাঁরা কেবল কট্টর শিয়া হওয়ার কারণে তার হাদিস কে অস্বীকার করতেন। আল কামিল, পৃষ্ঠা-৫২৯

সপ্তম সনদঃ

حدثنا : موسى بن أبي حصين ، قال : نا : جعفر بن مروان السمري ، قال : نا : حفص بن راشد ، عن يحيى بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، عن أبي صادق ، عن ربيعة بن ناجد ، قال : سمعت عليا ، يقول : أمرت بقتال الناكثين ، والقاسطين ، والمارقين ، لم يرو هذا الحديث ، عن ربيعة بن ناجد الا سلمة ، تفرد به : ابنه.

রাবিয়া বিন নাজদ বলেন আমি মাওলা আলী কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ সীমালঙ্ঘন কারী, অত্যাচারী ও ধর্মত্যাগী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি। মু'জামুল আওসাত, হাদিস নং- ৮৪৩৩

উক্ত বর্ণনাটির সনদও চরম প্রকারের বিতর্কিত কারণ উক্ত বর্ণনায় ইয়াহিয়া ইবনে সালামা বিন কুহাইল একজন মুনকার ও মাতরুক পর্যায়ের রাবি।

ইমাম নাসাঈ বলেনঃ يحيى بن سَلمَة بن كهيل مَتْرُوك الحَدِيث كُوفِي ইয়াহিয়া বিন সালামা বিন কুহাইল হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত ছিল।জ'ফা ওয়াল মাতরুকিন, পৃষ্ঠা-৪৬৯

ইয়াহিয়া ইবনে মঈন বলেনঃ

حَدَّثَنَا ابن حماد، حَدَّثَنا معاوية، عَن يَحْيى، قال: يَحْيى بن سلمة بن كهيل ضعيف الحديث.

ইয়াহিয়া ইবনে মঈন বলেন ইয়াহিয়া বিন সালামা বিন কুহেইল হাদিস বর্ণনায় জঈফ ছিল।

ইয়াহিয়া ইবনে মঈন বলেনঃ

حَدَّثَنَا عباس، عَن يَحْيى، قال: يَحْيى بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ليس بشَيْءٍ لا يكتب حديثه.

ইয়াহিয়া ইবনে মঈন হইতে বর্ণিত তিনি বলেন ইয়াহিয়া ইবনে সালামা বিন কুহাইল মূল্যহীন, তিনি তার হাদিস লিপিবদ্ধ করতেন না। আল কামিল, পৃষ্ঠা-১৮৩

ইমাম বুখারী বলেনঃ

حَدَّثَنَا الجنيدي، حَدَّثَنا البُخارِيّ قال يَحْيى بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ روى مناكير

ইমাম বুখারী বলেন ইয়াহিয়া বিন সালামা বিন কুহাইল তার পিতা থেকে বর্ণনা করত। সে মুনকার বর্ণনা করত।আল কামিল, পৃষ্ঠা-১৮৩

ইমাম আবু জা'ফার আকিলি বলেনঃ

يحيى بن سَلمَة بن كهيل الْكُوفِي عَن أَبِيه فِي حَدِيثه مَنَاكِير

ইয়াহিয়া ইবনে সালামা বিন কুহাইল তার পিতা থেকে বর্ণনা করত তার হাদিসের মধ্যে মুনকার বিদ্যমান থাকত।জ'ফা ওয়াল কাবীর, পৃষ্ঠা-৪০৫

ইমাম ইবনে সা'দ বলেন

- يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرمي. توفي في خلافة موسى أمير المؤمنين. وكان ضعيفا جدا.

ইয়াহিয়া ইবনে সালামা বিন কুহাইল আমীরুল মোমিনিন মুসার খেলাফতে ইন্তেকাল করেন। সে অতিমাত্রায় জঈফ ছিল। তাবকাতুল কুবরা,পৃষ্ঠা- ৩৮০

অষ্টম সনদঃ

حدثنا : الصلت بن مسعود الجحدري ، حدثنا : جعفر بن سليمان ، حدثنا : الخليل بن مرة ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبيه ، عن جده ، قال : سمعت عمار بن ياسر يقول : أمرت أن أقاتل الناكثين ، والقاسطين ، والمارقين. الطبراني - المعجم الأوسط - باب الميم - من بقية من أول اسمه ميم من اسمه موسى

আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান হইতে বর্ণিত সে বলে আমি আম্মার থেকে শুনেছি তিনি বলেনঃ সীমালঙ্ঘন কারী, অত্যাচারী ও ধর্মত্যাগী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি। মুসনাদে আবু

ইয়ালা, হাদিস নং- ১৬২৩

হাদিসটিও জাল প্রকৃতির কেণ না প্রথমত,খালিল বিন মুররাহ একজন মুনকার পর্যায়ের রাবী।

ইমাম হিব্বান বলেনঃ

- الْخَلِيل بْن مرّة شيخ يَرْوِي عَن جَمَاعَة من الْبَصرِيين والمدنيين روى عَنْهُ اللَّيْث بْن سَعْد مُنكر الْحَدِيث عَن الْمَشَاهِير كثير الرِّوَايَة عَن المجاهيل سَمِعْتُ الْحَنْبَلِيَّ يَقُولُ سَمِعت أَحْمَد بْن زُهَيْر يَقُول سُئِلَ يَحْيَى بْن معِين عَن الْخَلِيلِ بْنِ مُرَّةَ فَقَالَ ضَعِيفٌ

খালিল বিন মুররা সে বসরা বাসী ও মাদাইনের একটি দল থেকে বর্ণনা করত। তার থেকে বর্ণনা করত লাইস বিন সা'দ। সে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের থেকে মুনকার বর্ণনা করত। এবং প্রচুর অজ্ঞাত ব্যক্তিদের থেকেও বর্ণনা করত। আমি হাম্বালি কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন আমি আহমাদ বিন জুহেইর কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন ইয়াহিয়া ইবনে মঈন কে খালিল বিন মুররা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন সে জঈফ ছিল। মাজরুহিন, পৃষ্ঠা-২৮৬

ইমাম বুখারী বলেনঃ حَدَّثَنا الجنيد، حَدَّثَنا البُخارِيّ قال وروى خليل بن مرة عن سَعِيد بن عَمْرو، عَن أَنَس مناكير.

জুনাইদ বলেন ইমাম বুখারী বলেছেন খালিল মুররাহ সাঈদ বিন আমর থেকে মুনকার রাবিদের থেকে বর্ণনা করত।আল কামিল, পৃষ্ঠা-৫০৪

ইবনে আদি বলেনঃ

قَالَ الشَّيْخُ: وهذه الأحاديث الَّتِي ذكرها لَيْسَ عهدتها من قبل جَعْفَر بْن سُلَيْمَان، وإِنَّمَا العهدة من الخليل بْن مرة لأن الخليل ضعيف جدا

শাইখ বলেন উক্ত এই হাদিসগুলি যেগুলি তিনি উল্লেখ করেছেন। সেগুলি জাফর বিন সুলাইমানের পুর্বে ছিল না।আর রইল খালিল বিন মাররার জামানা তো খালিল বিন মুররা অনেক জইফ। আল কামিল, পৃষ্ঠা- ৫০৫

দ্বিতীয় হল উক্ত হাদিসের মূল রাবি হল আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান। যার বর্ণনা শিয়ারাও গ্রহণ করতে চায়বে না। কেণ না সে একজন উমাইয়াহ শাসক ছিল এবং চরম স্বৈরাচারী শাসক হিসাবে পরিচিত ছিল। অতএব তার বর্ণিত হাদিস কে যদি তারা দলীল হিসাবে বানায় তাহলে বুঝতে হবে, শিয়ারা থালার বেগুন সুযোগ মত ঢলে পড়তে অভ্যস্ত।

নবম সনদঃ

حدثنا : هيثم ، نا : محمد بن عبيد المحاربي ، ثنا : الوليد ، عن أبي عبد الرحمن الحارثي ، عن مسلم الملائي ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : أمر علي بقتال الناكثين ، والقاسطين ، والمارقين ، لم يرو هذا الحديث عن مسلم الا أبو عبد الرحمن ، ولا عن أبي عبد الرحمن الا الوليد ، تفرد به محمد بن عبيد.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ হইতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ মওলা

আলী, সীমালঙ্ঘন কারী, অত্যাচারী ও ধর্মত্যাগী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ করেছেন। তাবরানী ম'জামুল আওসাত, হাদিস নং- ৯৪৩৪

উক্ত হাদিসের সনদও যথেষ্ট পরিমাণে বিতর্কিত, যা প্রত্যাখ্যান যোগ্য । কারণ মুসলিম বিন কাইসান একজন মুনকার পর্যায়ের রাবী।

ইমাম নাসাঈ বলেনঃ مُسلم بن كيسَان الْأَعْوَر الْملَائي مَتْرُوك الحَدِيث

মুসলিম বিন কাইসান আল আওর আল মালায়ি হাদিসে পরিত্যক্ত।জ'ফা ওয়াল মাতরুকিন, রাবি নং-৫৬৮

ইবনে আদি বলেনঃ

حَدَّثَنا عَمْرو بْنُ عَلِيٍّ، قَال: كان يَحْيى، وَعَبد الرحمن لا يحدثان عن مُسْلِمٍ الأعور، وَهو مُسْلِمٍ أَبُو عَبد اللَّه شُعْبَة وسفيان يحدثان عَنْهُ، وَهو منكر الحديث جدا.

আমর বিন আলী বলেন ইয়াহিয়া ও আব্দুর রাহমান মুসলিম বিন আওর থেকে হাদিস বর্ণনা করত না। সে হল মুসলিম আবু আব্দুল্লাহ শু'বা। এবং সুফিয়ান তার থেকে হাদিস বর্ণনা করত। সে অতিমাত্রায় হাদিস বর্ণনায় মুনকার ছিল।আল কামিল, পৃষ্ঠা -8

ইমাম বুখারী বলেনঃ

حَدَّثَنَا الجنيدي، حَدَّثَنا البُخارِيّ قال مُسْلِم بْن كيسان أَبُو عَبد اللَّه الضبي الأعور الملائي الكوفي ويقال أَبُو حَمْزَة، عَن أَنَس ومجاهد يتكلمون فيه

ইমাম বুখারী বলেন মুসলিম বিন কাইসান আবু আব্দুল্লাহ দাব্বি আল আওর আল মালায়ি এবং আবু হামজাহ বলা হতো সে হজরত আনাস ও মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করত তিনি তার বিষয়ে সমালোচনা করেছেন। আল কামিল, পৃষ্ঠা-৪

ইমাম আহমাদ বলেনঃ

حَدَّثَنَا ابن حماد، حَدَّثَنا عَبد اللَّه بْن أَحْمَد سألت أَبِي عَن مُسْلِم الأعور فَقَالَ ضعيف الحديث لا يكتب حديثه.

আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বলেন আমি আমার পিতা কে মুসলিম বিন আওর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি বলেন সে হাদিস বর্ণনায় জঈফ ছিল তার হাদিস তিনি লিপিবদ্ধ করতেন না। আল কামিল, পৃষ্ঠা-৪

ইমাম ইবনে হাতিম বলেনঃ

نا عبد الرحمن نا محمد بن إبراهيم ناعمرو بن علي قال: كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى لا يحدثان عن مسلم الاعور وهو مسلم أبو عبد الله وشعبة وسفيان يحدثان عنه وهو منكر الحديث جدا.

আমর বিন আলী বলেন, ইয়াহিয়া বিন সাঈদ ও আব্দুর রাহমান

বিন মাহদি মুসলিম বিন আওরের হাদিস লিপিবদ্ধ করতেন না। এবং সে ছিল মুসলিম আবু আব্দুল্লাহ শু'বা এবং সুফিয়ান তার থেকে বর্ণনা করত। সে হাদিস বর্ণনায় অতিমাত্রায় মুনকার ছিল। জিরাহ ও তাদিল, পৃষ্ঠা-১৩৪

মাওলা শব্দের সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা

উক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায়, উল্লেখিত বিষয়ে যতগুলি বর্ণনা আছে সবমটাই শিয়াদের কর্তৃক বানাওয়াটি বর্ণনা। আসলে শিয়াদের সম্বলই হল এই ধরণের বর্ণনা। যেগুলি ছাড়া তারা এক পা ও নড়তে পারবে না। যাই হোক সিফফিন প্রসঙ্গে শিয়া ও তাদের অনুসারীদের কাছে আরো কিছু দলীল রয়েছে। যেটা কে তারা সচরাচর পেশ করে থাকে।

حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ قَالَا نَشَدَ عَلِيٌّ النَّاسَ فِي الرَّحَبَةِ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ إِلَّا قَامَ قَالَ فَقَامَ مِنْ قِبَلِ سَعِيدٍ سِتَّةٌ وَمِنْ قِبَلِ زَيْدٍ سِتَّةٌ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ قَالُوا بَلَى قَالَ اللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرٍو ذِي مُرٍّ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ يَعْنِي عَنْ سَعِيدٍ وَزَيْدٍ وَزَادَ فِيهِ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

সাঈদ বিন ওয়াহাব ও জায়েদ বিন ইয়াশি হইতে বর্ণিত যে, একদা মওলা আলী কুফার চত্তরে মানুষজন কে সপথ করে বললেন, যে ব্যক্তি গাদিরে খুমের সময়, আমার সম্পর্কিত আল্লাহর নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন বানি শুনে থাকলে, দাঁড়িয়ে যায়। এর উপর সাঈদের বক্তব্য অনুযায়ী ছ'জন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। আর জায়েদের বক্তব্য অনুযায়ীও ছজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। আর তারা প্রত্যেকে সেই বিষয়ে শাক্ষি দিলেন যে, তারা গাদিরে খুমে, মওলা আলীর সম্পর্কে আল্লাহর রসূল কে বলতে শুনেছেন মোমিনদের উপর আল্লাহ কি মোমিনদের নিকটবর্তী নন ? সকলে বললেন কেণ না। তখন তিনি ফরমালেন হে আল্লাহ আমাকে যার মওলা হিসাবে কুবুল করেছ আলী কে ও তার মওলা হিসাবে কুবুল করো। হে আল্লাহ যে আলীর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে আপনি তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করুন আর তার সাথে যে শত্রুতা করে তার সাথে শত্রুতা করুন।(মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং -৯৩৭)

উক্ত হাদিসের আলোকে শিয়া ও তাদের অনুসারী রা আমীর মুয়াবিয়ার উপর সচরাচর দুটি অভিযোগ আরোপ করে।প্রথমত, তাদের অভিযোগ মওলা শব্দ কেন্দ্রিক।উক্ত শব্দকে কেন্দ্র করে সাধারণত তারা বলে, যেখানে আল্লাহর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মওলা আলী কে সকলের মওলা ঘোষণা দিয়েছেন। সেখানে মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান সেই মওলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। যে অপরাধ তাকে কুফরের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

আমার জবাবঃ এই বিষয়ে প্রথমে তো বলব এগুলি তারা, তাদের অতিরঞ্জন মতবাদের কারণে বলে।তারা উক্ত শব্দের অর্থ মনিব, মালিক, কিংবা প্রভু অর্থ করে তাদের অতিরঞ্জন মতবাদ কে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কিন্তু শব্দটি যে ওলী শব্দ থেকে উৎগত, তারা

হয়তো অতিরঞ্জন করার নেশায় ভুলে গেছে। যার প্রসিদ্ধ অর্থই হল বন্ধু, প্রিয়জন, বা সাহায্যকারী ইত্যাদি। এছাড়া শিয়াদের কাছে বা তাদের অনুসারীদের কাছে এমন কোন দলীল বা প্রমাণাদি নেই যার দ্বারা তারা প্রমাণ করতে পারে এখানে মওলা শব্দটি প্রভু অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। অথচ এখানে তাকে মোমিনের ওলী হিসাবে ঘোষণা দেওয়াই যে রসুলের উদ্দেশ্য ছিল, একি হাদিস ওলী শব্দ দ্বারা আসায় তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

أخبرنا : يوسف بن عيسى قال : ، حدثنا : الفضل بن موسى قال : ، حدثنا : إلأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن وهب قال : قال علي في الرحبة أنشد بالله من سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم غدير خم يقول : الله وليي ، وأنا ولي المؤمنين ، ومن كنت وليه ، فهذا وليه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وأنصر من نصره ، فقال سعيد : قام إلى جنبي ستة ، وقال حارثة بن مضرب : قام عندي ستة ، وقال زيد بن يثيع : قام عندي ستة ، وقال عمرو ذو مر : أحب من أحبه ، وأبغض من أبغضه.

খবর দিয়েছেন ইউসুফ বিন ইসা, তিনি বলেন আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন ফাজাল বিন মুসা তিনি বলেন আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আল আ'মিস তিনি বলেন আবু ইসহাক হইতে বর্ণিত তিনি বলেন সাঈদ বিন ওয়াহাব হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একদা মওলা আলী কুফার চত্তরে মানুষজন কে সপথ করে বললেন, যে ব্যক্তি গাদিরে খুমের সময়, আমার সম্পর্কিত আল্লাহর নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন বানি যে, তিনি বলেছিলেন আল্লাহ হলেন আমার ওলী এবং আমি মোমিনদের ওলী এবং আমি যার ওলী

আলীও তার ওলী, হে আল্লাহ যে আলীর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে আপনি তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করুন আর তার সাথে যে শত্রুতা করে তার সাথে শত্রুতা করুন এবং আমি তার সাহায্যকারী হই যে তাকে সাহায্য করে। আপনি তাকে সাহায্য করুন এই বানী কেওও শুনে থাকলে দাঁড়িয়ে যায়। সাঈদ বলে উঠলেন আমার পাসে ছ'জন দাঁড়িয়েছিল। হারিস বিন মুদাররাব বলেন আমার নিকট ছ'জন দাঁড়িয়েছিল । জায়েদ বিন ইয়াশি বলেন আমার নিকটও ছ'জন দাঁড়িয়েছিল। আমর জু মাররা বলেন রসূল বলেছিলেন আমি ভালবাসি যে তাকে ভালবাসে আমি ঘৃণা করি যে তাকে ঘৃণা করে।(সুনান আল কুবরা,হাদিস নং-৭৩১৪)

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ

*হাদিস বর্ণনা করেছেন ওয়াকি'ই তিনি বলেন আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আল আ'মিস তিনি বলেন সাঈদ বিন উবাইদাহ হইতে তিনি বলেন হজরত ইবনে বুরাইদাহ বর্ণনা করে বলেন তার পিতা হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমি যার ওলী আলীও তার ওলী। (মুসনাদে আহমাদ,হাদিস নং-২২৫৪২)

তাছাড়া আল্লহর রসূল এমন কোন কিছু ঘোষণা দেবেন না যা কুরানের উসুল বহির্ভূত। কুরানের উসুল অনুযায়ী প্রতিটি মোমিনিই প্রতিটি মোমিনের ওলী বা মওলা।যেমন আল্লাহ তা'লা তার পাক কালামের মধ্যে বলেন وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ

মোমিন নর ও মোমিন নারী সবাই একে অপরের ওলী। (সুরা তাওবা, আয়াত - ৭১)

এছাড়া আল্লাহ তা'লা তার পাক কালামের মধ্যে বলেন إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا

তোমাদের ওলী হলেন কেবল আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মোমিনগণ(সুরা মায়েদা,আয়াত-৫৫)। এই উসুলেই মওলা আলী প্রত্যেক মোমিনের ওলী বা মওলা। যেমন প্রত্যেক মোমিন অপর মোমিন ভাইয়ের ওলী বা মওলা তেমন মওলা আলীও মোমিন হিসাবে প্রত্যেক মোমিনের ওলী বা মওলা। এটা কে নিয়ে অতিরঞ্জন করার কিছু নেই।

হজরত মুয়াবিয়া কি মওলা আলীর শত্রু ছিলেন

রয়ে গেল মওলা আলীর প্রতি শত্রুতার রাখার বিষয়ঃ এই প্রসঙ্গে শিয়া ও তাদের অনুসারীদের অভিযোগ হল, যেহেতু তিনি মওলা আলীর সাথে যুদ্ধ করেছেন তাই তিনি মওলা আলীর শত্রু এবং পরক্ষভাবে আল্লাহ ও তার রসুলেরও শত্রু। এই প্রসঙ্গে তারা আরো কয়েকটি বর্ণনা পেশ করে তার মধ্যে নিম্নোক্ত বর্ণনা গুলি উল্লেখযোগ্য।

حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي ، ثنا أحمد بن سلمة ، والحسين بن محمد القتباني ، وحدثني أبو الحسن أحمد بن الخضر الشافعي ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، ومحمد بن إسحاق ، وحدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أمية القرشي ، بالساقة ثنا أحمد بن يحيي بن إسحاق

الحلواني ، قالوا : ثنا أبو الأزهر ، وقد حدثناه أبو علي المزكي ، عن أبي الأزهر ، قال : ثنا عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : نظر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إلي فقال يا علي ، أنت سيد في الدنيا ، سيد في الآخرة ، حبيبك حبيبي ، وحبيبي حبيب الله ، وعدوك عدوي ، وعدوي عدو الله ، والويل لمن أبغضك بعدي

ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহর নবী সাল্লালাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম তাকালেন বললেন হে আলী তুমি দুনিয়া ও আখেরাতের সর্দার যে তোমার বন্ধু সে আমার বন্ধু। যে আমার বন্ধু সে আল্লাহর বন্ধু। যে তোমার শত্রু সে আমার শত্রু। যে আমার শত্রু সে আল্লাহর শত্রু। লানত তার উপর যারা আমার পরে তোমার প্রতি বিদ্বেষ রাখবে। হাকিম আল মুস্তাদরাক,হাদীস নং-৪৬৯৫

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ – أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَيَّ أَنْ لاَ يُحِبَّنِي إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضَنِي إِلاَّ مُنَافِقٌ

.মওলা আলী বলেন মহান সত্তার সপথ! যিনি বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম করেন এবং জীবকুল সৃষ্টি করেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, মু'মিন ব্যক্তি ব্যতীত আমাকে ভালোবাসবে না , আর মুনাফিক ব্যাতীত আমার প্রতি বিদ্বেষ রাখবে না।

সহি মুসলিম, হাদিস নং -১৪৪

অতএব হাদিসের আলোকে আমীর মুয়াবিয়াকে মওলা আলীর শত্রু ও মুনাফিক হিসাবে সাব্যস্ত করতে চায় (নাউযুবিল্লাহ)। কেণ না তিনি যদি মোমিন হতেন তাহলে কখনই মওলা আলীর সাথে যুদ্ধ করে শত্রুতা করতেন না।

আমার জবাবঃপ্রথমত, হাদিস গুলি লক্ষ করলে বোঝা যায়, প্রিতটি হাদিস একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এবং একে অপরের সমর্থক। অতএব মিলিত ভাবে হাদিস গুলি লক্ষ করলে বোঝা যায় এবং সেই আলোকে বলা যায় যে,উক্ত হাদিসগুলি বিদ্বেষকারীদের জন্যই প্রযোজ্য।যা এক ধরণের শত্রুতাও বটে। অর্থাৎ এমন শত্রু যারা বিদ্বেষীও বটে।তাছাড়া এই হুকুম যে শুধু মওলা আলীর বিদ্বেষীদের জন্যই প্রযোজ্য তা নয়। কেণ না রসুলের উক্ত বানী শুধু মওলা আলীর জন্য নির্দিষ্ট নয়।তিনি আরব, বানু হাশিম, আন্সার, এমনকি সাহাবীদের সম্পর্কে একি ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহর রসূল, তার জন্মভুমি আরব সম্পর্কে বলেনঃ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الأَزْدِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الوَلِيدِ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا سَلْمَانُ لَا تَبْغَضْنِي فَتُفَارِقَ دِينَكَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَبْغَضُكَ وَبِكَ هَدَانَا اللَّهُ ؟ قَالَ : تَبْغَضُ العَرَبَ فَتَبْغَضُنِي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

হযরত সালমান রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে

সালমান! তুমি আমার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করো না। নচেৎ তুমি তোমার দীনকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে।" আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কীভাবে আমি আপনার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবো? অথচ আপনার মাধ্যমেই আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন। তিনি বললেন,

"আরবের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করাই হলো আমার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা।

(১)তিরমিজি, হাদীস নং-৪০২৫,(২)মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল,হাদীস নং -২৩১৯১(৩)হাকিম আল মুস্তাদরাক, হাদীস নং-৭০৯৬,(৪)মুসনাদে আবু দাউদ তিয়ালিসি, হাদীস নং-৬৮৬(৫)মুসনাদে বাজ্জার, হাদীস নং-২১৯৭,(৭) ম'জাম আবু ইয়ালা, হাদীস নং-৫৬,(৮)ম'জামুল কাবীর হাদীস নং-৫৯৭১,(৯)আবু নুঈম, হিলিয়াতুল আওলিয়াহ, হাদীস নং- ১০৭৪১

ثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبو حفص عمر بن حفص بن يزيد القرظي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »بغض بني هاشم والأنصار كفر، وبغض العرب نفاق

হাদিস বর্ণনা করেছেন আলী বিন মুবারাক স্বিনানি তিনি বলেন আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন ইসমাইল বিন আবি ওয়েস। তিনি বলেন আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু হাফস উমর বিন হাফস বিন ইয়াজিদ তিনি বলেন আমর বিন শামর বর্ণনা করে বলেন জাবির বিন ইয়াজিদ বর্ণনা করেছেনে তিনি বলেন আতা বিন আবি রাবাহ বর্ণনা করেন হজরত ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত যে আল্লাহর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন বানু হাশিম ও আনসারদের প্রতি ঘৃণা কুফর এবং আরবের প্রতি ঘৃণা নিফাক।(১)ম'জামুল কাবির, হাদিস নং-১১৩১২(২)মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদিস নং- ১৬৪৬৩ইমাম হাইশামি বলেন

رواه الطبراني ورجاله ثقات

আন্সারদের সম্পর্কে আল্লাহর রসূল বলেনঃ

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ.

জাবের বিন আব্দুল্লাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন

অনুরুপ ভাবে আসহাবে কিরামের ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ঘোষণা দেনঃ

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ أَبِي رَائِطَةَ الْحَذَّاءُ التَّمِيمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، أَوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي ، لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ ، فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي ، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ ، فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ

আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল মুজনি হইত বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমার সাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহকে ভয় কর। আমার পরবর্তীকালে তোমরা তাঁদের সমালোচনার নিশানায় পরিণত

করো না। কারণ, যে তাদের ভালোবাসবে সে আমার মুহাব্বতেই তাদের ভালোবাসবে। আর যে তাঁদের অপছন্দ করবে সে আমাকে অপছন্দ করার ফলেই তাঁদের অপছন্দ করে। আর যে তাঁদের কষ্ট দেয় সে আমাকেই কষ্ট দেয়। আর যে আমাকে কষ্ট দেয় সে যেন আল্লাহকেই কষ্ট দিল। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দিল অচিরেই আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন।

(১)জামে তিরমিজি, হাদীস নং-৩৯৫৭(২)মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২০১৫৪

(৩)সহি ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-৭৩৭৯

শুধু যে মওলা আলীর বিদ্বেষী কাফির বা মুনাফিক তা নয় বরং আরব বিদ্বেষী হোক, কিংবা আন্সার গোষ্টি হোক, কিংবা বানু হাশিম গোত্র হোক কিংবা কোন সাহাবী। তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা মূলত পরক্ষভাবে আল্লাহ ও তার রসুলের সঙ্গে বিদ্বেষ রাখা। যা সাধারণত কাফীর ও মুনাফিকদের চিহ্ন বিশেষ। আর বিদ্বেষ হলো এমন একধরণের শত্রুতা যা সচারাচর ব্যক্তি কিংবা দল কিংবা গোষ্টি, দলগত বিরোধের কারণে জন্ম দেয়। যা সাধারণত হিংসার ফলে ঘটে । যদি সিফফিন যুদ্ধ, ব্যক্তি বিরোধ হতো তাহলে রসুলের পর হজরত আবু বকর সিদ্দিকের যুগে এলে তাদের মধ্যে কোন দন্দ হয়নি। হজরত উমারের যুগেও নয় আর না হজরত উসমানের যুগে!তাদের দন্দের সুত্রপাত হজরত উসমানের হত্যার বিচার কে কেন্দ্র করে। আসলে তাদের বিরোধ ছিল সিদ্ধান্ত গত ভাবে।কিসাসের পুর্বে বাইয়াত গ্রহণের সিদ্ধান্ত তারা মেনে নিতে পারেনি।তারা হজরত উসমানের হত্যার বিচার কেই অগ্রাধিকার দিচ্ছিলেন।তাই আমীর মুয়াবিয়া ও তার দলবল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, তারা হজরত উসমানের হত্যার কিসাস গ্রহণ করবে। যে কারণে তারা মওলা আলীর কাছে দোষীদের

সুপে দেওয়ার প্রস্তাব রাখেন। অপর দিকে মওলা আলী মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার সিদ্ধান্তের উপর অটল ছিলেন তাই প্রথমে বাইয়াতের মাধ্যমে মুসলমানদের কে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। আর এই সিদ্ধান্ত গত পার্থক্যের কারণেই তাদের মধ্যে দন্দের সুত্রপাত ঘটে। তাছাড়া আমীর মুয়াবিয়া যদি মওলা আলী বিদ্বেষী হতেন তাহলে, মওলা আলী কে নিজের চেয়ে যোগ্য ও উত্তম বলে স্বীকার করে নিতে পারতেন না, যা আমরা আগেই প্রমাণ হিসাবে পেয়েছি। আর বিদ্বেষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যই হল,তা বিপক্ষ কে যোগ্য ও উত্তম বলে স্বীকার করতে বাধা দেয়। এছাড়াও মওলা আলীর ইন্তেকালের খবরে তার অভিমত জানলে বোঝা যায় তিনি মটেও মওলা আলী বিদ্বেষী ছিলেন না।

حدثنا الحسين نا عبد الله نا يوسف بن موسى نا جرير عن مغيرة قال لما جيء معاوية بنعي علي بن أبي طالب عليه السلام وهو قائل مع امرأته ابنة قرظة في يوم صائف فقال إنا لله وإنا إليه راجعون ماذا فقدوا من العلم والخير والفضل والفقه قالت امرأته بالأمس تطعن في عينيه وتسترجع اليوم عليه قال ويلك لا تدرين ما فقدنا من علمه وفضله وسوابقه

.হাদিস বর্ণনা করেছেন হুসাইন তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইউসুফ বিন মুসা তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন জারির তিনি বলেন মুগিরাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যখন আমীর মুয়াবিয়ার নিকট মওলা আলী আলাইহিসসালামের মৃত্যু বার্তা পৌঁছাল,তখন গ্রীষ্মের দিনে তিনি তার স্ত্রি ও কন্যা কুরজার সাথে কথা বলছিলেন। তখন তিনি ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করে বললেন

, তারা সকলে জ্ঞান, কল্যান, অনুগ্রহ, প্রজ্ঞা কে হারালো। তার স্ত্রী গতকালের ব্যাপারে বলল, সে তার চোখে খোঁচা লাগিয়েছিল আজকে তার থেকে সে সুস্থ হয়েছে। তিনি উত্তর দিলেন আফসোস! তোমরা জানতে পারলে না তার জ্ঞান, তার অনুগ্রহ ও তার স্মৃতি থেকে তোমরা কি হারালে। ইবনে আবী দুনিয়ার মাকতালে আলী, বর্ণনা নং -১০৬

أخبرنا أبو محمد طاهر بن سهل أنا أبو الحسن بن صصرى إجازة نا أبو منصور العماري نا أبو القاسم السقطي نا إسحاق السوسي حدثني سعيد بن المفضل نا عبد الله ابن هاشم عن علي بن عبد الله عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة قال لما جاء قتل علي إلى معاوية جعل يبكي ويسترجع فقالت له امرأته تبكي عليه وقد كنت تقاتله فقال لها ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم

আমাকে খবর দিয়েছেন আবু মুহাম্মাদ তাহির বিন সাহল। তিনি বলেন আমাকে আবুল হাসান বিন সুসরা ইজাযাহ জানালেন আমাকে আবু মানসুর আল আ'মারি বলেছেন।তিনি বলেন আমাকে আবুল কাসিম আসসাকতি বলেন আমাকে ইসহাক সুসি বলেন আমাকে সাঈদ বিন মুফাজ্জাল বর্ণনা করেন তিনি বলেন আব্দুল্লাহ ইবনে হাশিন আমাকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন আলী বিন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন জারির বিন আব্দুল হামিদ বর্ণনা করেন মুগিরাহ হইতে বর্ণিত যখন মওলা আলীর ইন্তেকালের খবর আমীর মুয়াবিয়ার কাছে পৌছাল তখন তিনি কেঁদে উঠলেন এবং তার স্মৃতিচারণ করতে লাগলেন।তার স্ত্রী তাকে বললো তুমি কাঁদছ! তুমি তার সাথে যুদ্ধ করেছ তখন তিনি উত্তর দিলেন তোমার জন্য আফসোস! তোমরা

জানতে পারলে না মানষজন কি অনুগ্রহ, প্রজ্ঞা ও ইলম হারাল। তারিখে মাদিনাত দামিস্ক, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-১৩৪

উক্ত বর্ণনাগুলিও প্রমাণ করে মওলা আলীর প্রতি তার কোন বিদ্বেষ ছিল না। তার মৃত্যু সংবাদের শোকাহত হওয়া এবং তাঁকে মানুষজনের জন্য অনুগ্রহ হিসাবে আখ্যা দেওয়া তার প্রজ্ঞা ও ইলমের প্রশংসক হওয়া প্রমাণ করে, তিনি মওলা আলী বিদ্বেষী ছিলেন না। কেণ না তিনি ব্যক্তি আলীর বিরোধী ছিলেন না বরং তার একটি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন মাত্র।তাই ব্যক্তি বিরোধ বা বিদ্বেষ, আর সেই ব্যক্তির কোন সিদ্ধান্তের বিরোধ করা দুটোর মধ্য তফাৎ আছে।

দ্বিতীয়তঃ কোন মোমিন বান্দা সাধারণত , মওলা আলী হোক কিংবা আরব হোক কিংবা বানু হাশিম হোক কিংবা আন্সার সাহাবীগন হোক কিংবা কোন আহলে বাইত কিংবা অন্যান্য সাহাবী এই কারণে ভালবাসে তাদের সম্পর্ক আল্লাহ ও তার রসুলের সঙ্গে। আর মুনাফিক তাদের প্রতি বিদ্বেষ একি কারণে রাখে যে, তাদের সম্পর্ক আল্লাহ ও তার রসুলের সঙ্গে।মুনাফিক যে মওলা আলীর প্রতি বিদ্বেষ রাখত তা অন্য কোন কারণ ছিল না, শুধু তার সম্পর্ক আল্লাহ ও তার রসুলের সঙ্গে হওয়ার কারণেই তারা বিদ্বেষ পোষণ করত। নৈলে রসুলের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে মওলা আলীর বিরোধী বা বিদ্বেষী হওয়া মুনাফিকদের কোন প্রয়োজনই ছিল না।আর না সেক্ষেত্রে তারা মুনাফিক বলে বিবেচিত হতো। তাই বলাবাহুল্য মুনাফিকরা মূলত আল্লাহ ও তার রসূল বিদ্বেষী সেই সুত্রে তারা মওলা আলী ও অন্যান্য সাহাবীদেরও বিদ্বেষী। যেমন আল্লাহ তার পাক কালামের মধ্যে বলেন

إِن تُصِبۡكَ حَسَنَةٞ تَسُؤۡهُمۡۖ وَإِن تُصِبۡكَ مُصِيبَةٞ يَقُولُواْ قَدۡ أَخَذۡنَآ أَمۡرَنَا مِن قَبۡلُ وَيَتَوَلَّواْ وَّهُمۡ فَرِحُونَ

'আপনাকে কোনো কল্যাণ স্পর্শ করলে তাদের তা মন্দ লাগে, পক্ষান্তরে আপনার কোনো বিপদ এলে তারা বলে, আমরা পূর্ব থেকেই নিজেদের কাজ সামলে নিয়েছি এবং তারা উল্লাসিত মনে ফিরে যায়।' (সূরা আত-তওবা, আয়াত: ৫০)

وَإِذَا لَقُوكُمۡ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ عَضُّواْ عَلَيۡكُمُ ٱلۡأَنَامِلَ مِنَ ٱلۡغَيۡظِۚ قُلۡ مُوتُواْ بِغَيۡظِكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ إِن تَمۡسَسۡكُمۡ حَسَنَةٞ تَسُؤۡهُمۡ وَإِن تُصِبۡكُمۡ سَيِّئَةٞ يَفۡرَحُواْ بِهَاۖ وَإِن تَصۡبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَيۡـًٔاۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعۡمَلُونَ مُحِيطٞ

যখন তারা তোমাদের সঙ্গে মিশে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয় তখন তোমাদের ওপর আক্রোশবশত আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। বলুন, তোমরা নিজ আক্রোশেই মরতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরের কথা সম্পর্কে সবিশেষ অবগত। তোমাদের যদি কোনো ক্যল্যাণ হয়, তাহলে তাদের মন্দ লাগে আর তোমাদের যদি কোনো অকল্যাণ হয়, তাহলে তারা আনন্দিত হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্য্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনোই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে সে সবই আল্লাহর আয়ত্বে রয়েছে।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১৯-১২০)

মুনাফিকের আলামত

শুধু তাই নয় এই একি শর্ত একজন সাধারণ মুসলমানের জন্যও প্রযোজ্য। যদি কেও কোন মুসলমান কে এই শর্তের উপর বিরোধিতা করে যে, সে ইসলাম ধর্মাবলম্বী(তার সম্পর্ক আল্লাহ ও তার রসুলের সঙ্গে) তাহলে হয় সে কাফীর নয় মুনাফিক। যদি কোন নামধারী মুসলমান, ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে যদি চায় সেই মুসলমানের ক্ষতি হোক,তাহলে বুঝতে হবে পাক্কা মুনাফিক। যেমন কুরানে মুনাফিকদের বিষয়ে আছেঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَـٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

নিশ্চয় যারা এটা পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।সুরা নুর, আয়াত -১৯

তৃতীয়ত,মুনাফিকের আবিধানিক অর্থ প্রতারক হলেও ইসলামি পরিভাষায় মুনাফিক হল ধর্ম প্রতারক। যারা সাধারণত নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস, মতবাদ কিংবা মতাদর্শ বা ইমান আকীদা কে নিয়ে প্রতারণা দেয়।যেমন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তার কালামের মধ্যে বলেনঃ

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَـٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি', অথচ তারা মোমিন নয়।তারা আল্লাহকে এবং ইমানদারদের প্রতারণা দেয়। অথচ তারা যে নিজদেরকেই প্রতারণা দেয় এবং তারা তা অনুধাবন করে না। সুরা বাকারা, আয়াত -৮ ও ৯

আল্লাহ তা'লা আরো বলেনঃ

إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ يُخَـٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَـٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

'অবশ্যই মুনাফিকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সঙ্গে। বস্তুত তারা নিজেরা নিজেদের প্রতারিত করে। তারা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন অলসভাবে লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায়; আর তারা আল্লাহকে খুব অল্পই স্মরণ করে।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪২)

কুরানে মুনাফিকদের ধর্মীয় প্রতারণার উদাহরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'লা আরো বলেনঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّـٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَـٰلًۢا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا

আপনি কি তাদের দেখেন নি যারা দাবী করে যে, তারা আপনার এবং আপনার পূর্ববর্তীদের ওপর অবতীর্ণ বিষয়ে ঈমান এনেছে, তারা বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ত্বাগুতের কাছে নিয়ে যেতে চায়

(মীমাংসার জন্য)। অথচ তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে তারা যেন ত্বাগুতকে অমান্য করে। আর শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্টতায় বহু দূর নিয়ে যেতে চায়। আর যখন আপনি তাদের বলেন, যা আল্লাহ নাযিল করেছে এবং তিনি যা রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন সে দিকে আস, তখন আপনি মুনাফিকদের দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে সরে যাচ্ছে।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬০-৬১)

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায়, মুনাফিক হওয়া সাধারণত ধর্মীয় প্রতারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যারা সাধারণত, তাদের ইমান ও আকীদা নিয়ে প্রতারণা দেয়। তারা নিজেদের কে ইমানদার হিসাবে দাবী করে অথচ আড়ালে কুফর ও শির্কে লিপ্ত থাকে। তবে এই বিষয়ে একটি খোলাসারও প্রয়োজন আছে কেণ না একটি হাদিস কে কেন্দ্র করে ও তাতে উল্লেখিত চিহ্ন কে কেন্দ্র করে মুসলমান সমাজ যথেষ্ট বিভ্রান্ত। বিশেষ করে শিয়া সম্প্রদায় উক্ত হাদিস কে অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের অস্ত্র হিসাবেও ব্যাবহার করে থাকে। যেটা নিয়ে আলোচনা না করলে নয়।সেই বহুল প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ হাদিসটি হলঃ

حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ".

. আবূ হুরাইরা (রাঃআঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুনাফিকের চিহ্ন তিনটিঃ যখন সে কথা বলে, তখন মিথ্যা বলে, আর যখন সে ওয়াদা করে, তখন তা ভঙ্গ করে আর যখনই আমানত রাখা হয় তখনই খিয়ানত করে।সহি বুখারি,হাদিস নং -৫৬৬৫

উক্ত হাদিসের উপর আমার জবাবঃ কারো মিথ্যুক হওয়ার চিহ্ন থাকা, ওয়াদা ভঙ্গ করা কিংবা খিয়ানত করার বৈশিষ্ট্য থাকা আর মুনাফিক হওয়ার মধ্যে তফাৎ আছে । যেমন হিংস্রতা বাঘের একটি বৈশিষ্ট্য বা চিহ্ন কিন্তু সেই চিহ্নের উপর ভিত্তি করে যে কোন প্রানী কে বাঘ বলা যাবে না।

অনুরুপ ভাবে একটি হিরের মধ্যে পাথরের বৈশিষ্ট্য থাকা বাধ্যতামূলক কিন্তু যে কোন পাথর বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন পদার্থ কে হিরে বলার সুযোগ নেই। দ্বিতীয়ত,কেও যদি অনুধাবন করে থাকে কিংবা করতেও চায় তাহলে সে অন্তত এতটা অনুধাবন করতে পারবে যে,একজন মিথ্যুক ওয়াদা ভঙ্গকারী হবেই এবং তার দ্বারা খিয়ানতের সম্ভবনাও চরম। যদি বাস্তবতা দেখা যায় উক্ত চিহ্ন গুলির ভিত্তিতে নিফাক নির্ধারণ করতে শুরু করা হয় তাহলে পৃথিবীর এমন কেও নেই, যে মুনাফিক হিসাবে সাব্যস্ত হবে না। কেণ না পৃথিবীতে এমন কেও নেই যে, মিথ্যা বলে না। অতএব শুধু চিহ্ন বা উক্ত দোষ ত্রুটির ভিত্তিতে কাওকে মুনাফিক বলা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। কারোর মধ্যে মুনাফিকের গুন গুলি থাকা আর কেও মুনাফিক হওয়া দুটির মধ্যে তফাৎ আছে। মুনাফিক যেহেতু একধরণের ধর্ম প্রতারক, তাদের মিথ্যা, ওয়াদা ভঙ্গ ও আমনতে খিয়ানত সবই ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

প্রথমঃ তাদের মিথ্যা থেকে শুরু যদি করি তারা আল্লাহ ও তার রসুলের সাথে ও তাদের ব্যাপারে মিথ্যা বলত, যেমন কুরানের মধ্যে উল্লেখ আছেঃ

وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

আর গ্রামবাসীদের থেকে ওযর পেশকারীরা আসল, যেন তাদের অনুমতি দেয়া হয় এবং (জিহাদ না করে) বসে থাকল তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে মিথ্যা বলেছিল। তাদের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে অচিরেই যন্ত্রণাদায়ক আযাব আক্রান্ত করবে।সুরা- তওবাহ , আয়াত- ৯০

وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ

আর তারা আল্লাহর হলফ করে যে, নিশ্চয় তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত, অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তারা এমন কওম যারা ভীত হয়।সুরা তওবা, আয়াত-৫৬

উক্ত দুই আয়াত দ্বার বোঝা যায় আল্লাহ ও তার রসূল বিষয়ক বা ধর্ম সম্পর্কীয় মিথ্যা। অতএব তাদের মিথ্যা কোন সচরাচর বলা মিথ্যা নয় বরং তাদের মিথ্যা ছিল ধর্মীয় মতবাদের বিষয়ে।

দ্বিতীয়ঃ তারা ওয়াদা ভঙ্গ করত আল্লাহ ও তার রসুলের সঙ্গে।

وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ بَخِلُوا۟ بِهِۦ وَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ بِمَآ أَخْلَفُوا۟ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ

আর তাদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করে যে, যদি আল্লাহ তার স্বীয় অনুগ্রহে আমাদের দান করেন, আমরা অবশ্যই

সাদকা দান করব এবং অবশ্যই আমরা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হব।অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দান করলেন, তারা তাতে কার্পণ্য করল এবং বিমুখ হয়ে ফিরে গেল।সুতরাং পরিণামে তিনি তাদের অন্তরে নিফাক রেখে দিলেন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তারা আল্লাহকে যে ওয়াদা দিয়েছে তা ভঙ্গ করার কারণে এবং তারা যে মিথ্যা বলেছিল তার কারণে। সুরা তওবা, আয়াত-৭৫, ৭৬ ও ৭৭

তৃতীয়ঃ রয়ে গেল আমানতে খিয়ানতের কথা, শুধু যে ধন সম্পদ আত্মসাৎ করা কিংবা আত্মীয় স্বজন বা প্রতিবেশীর হক মেরে নেওয়াই আমনতে খিয়ানত, তা নয়। বরং মুসলমানদের কাছে আল্লাহ ও তার রসুলের দ্বিন সম্পর্কিত কিছু হক আছে যা আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক এবং যেটা মুসলমান সমাজের নিকট আমানত স্বরুপও । যেমন আল্লাহ তা'আলা তার কালামের মধ্যে বলেনঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

হে ইমানদারগন তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের খিয়ানত করো না। আর খিয়ানত করো না নিজদের আমানতসমূহের, অথচ তোমরা জান। সুরা আনফাল, আয়াত-২৭

উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইবনে আব্বাস বলেনঃ

حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس, قوله" : وتخونوا أماناتكم و الأمانة :" الأعمال التي

أمِن الله عليها العباد= يعني: الفريضة. يقول" : لا تخونوا "، يعني: لا تنقصوها

মওলা আলী বর্ণনা করেন, হজরত ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত, তোমরা তোমাদের আমানতে খিয়ানত করো না আয়াতাংশের তাফসীর হলঃ আমলের আমানত যা আল্লাহর আমানত হিসাবে বান্দার উপর থাকে অর্থাৎ ফরজ সমুহ। এবং তিনি বলেন খিয়ানত করো না অর্থ হলো তা অস্বীকার করো না। তাফসীরে তাবারী,বর্ণনা নং-১৫৯৩১

. حدثنا علي بن داود قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس, قوله" : يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله "، يقول: بترك فرائضه" = والرسول "، يقول: بترك سننه، وارتكاب معصيته= قال: وقال مرة أخرى" : لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم "، والأمانة: الأعمال

মওলা আলী বর্ণনা করেন, হজরত ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত, হে ইমানদারগন আল্লাহর আমানতে খিয়ানত করো না, এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন ফরজ অস্বীকার করার মাধ্যমে খিয়ানত করো না। আর রসুলের সাথে খিয়ানত করো না এই ব্যাপারে তিনি বলেন রসুলের সুন্নত অস্বীকার করার মাধ্যমে তার সাথে খিয়ানত করো না ও তার অবাধ্যতা করো না । তিনি শেষে কুরানের আয়াত পাঠ করলেন তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের খিয়ানত করো না। আর খিয়ানত করো না নিজদের আমানতসমূহের,। এবং বললেন তোমাদের আমলের আমনতে খিয়ানত করো না। তাফসীরে তাবারী,বর্ণনা নং-১৫৯৩২

حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد, في قوله" : وتخونوا أماناتكم " دينكم" = وأنتم تعلمون "، قال: قد فعل ذلك المنافقون، وهم يعلمون أنهم كفار,

ইবনে জায়েদ তোমাদের আমানতের মধ্যে খিয়ানত করো না, আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন ইহার অর্থ হল তোমাদের দ্বিনের মধ্যে খিয়ানত করো না অথচ তোমরা জানো। তিনি বলেন যেমন অনুরুপ ভাবে মুনাফিক রা করত। এবং তারা জানত যে তারা কাফের তাফসীরে তাবারী বর্ণনা নং- ১৫৯৩৩

অতএব বলা যায় একামত্র ধর্মীয় মতবাদ বা বিশ্বাস সংপৃক্ত মিথ্যুক ব্যক্তি, কিংবা আল্লাহ ও তার রসুলের সাথে ওয়াদা ভঙ্গ কারী কিংবা দ্বীনের বিষয়ে খিয়ানত কারী ব্যক্তিই মুনাফিক।অর্থাৎ একমাত্র কোন ধর্ম প্রতারক কে ছাড়া ইসলামি উসুলে মুনাফিক বলার সুযোগও নেই। যদিও সে দুনিয়াবি লোভ লালসায় কিছু করে থাকুক না কেণ, যেমন কুরানে আল্লাহ তা'লা বলেন

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنۡ أَلۡقَىٰٓ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَـٰمَ لَسۡتَ مُؤۡمِنٗا تَبۡتَغُونَ عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٞۚ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبۡلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمۡ فَتَبَيَّنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا

হে মুমিনগণ, যখন তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হবে তখন যাচাই করবে এবং যে তোমাদেরকে সালাম দেবে দুনিয়ার জীবনের সম্পদের আশায় তাকে বলবে না যে, ‘তুমি মুমিন নও’। বস্তুতঃ আল্লাহর কাছে প্রচুর গনীমত আছে। তোমরাতো পূর্বে এরূপই ছিলে।

অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন। সুতরাং তোমরা যাচাই করবে। নিশ্চয় তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত। সুরা নিসা, আয়াত -৯৪

অতএব কুরানি উসুল দ্বারা বলা যায় একমাত্র ধর্মীয় কপটতা বা প্রতারনা ছাড়া কাওকে ইসলামি পরিভাষায় মুনাফিক বলা বৈধ নয়, আর না কেও অন্য কোন কারণে মুনাফিক বলে বিবেচিত হবে ।আর যেহেতু সিফফিন কিংবা জামাল যুদ্ধ ধর্ম যুদ্ধ নয়, আর না রসুলের বিরোধিতা ও তার ধর্মীয় মতবাদ বা বিশ্বাসের বিরোধিতায় যুদ্ধ হয়েছিল । অতএব সেক্ষেত্রে পক্ষ বা বিপক্ষ কাওকেই মুনাফিক বলার সুযোগ নেই।

চতুর্থত,কাফীর বা মুনাফিকদের সঙ্গে যুদ্ধ বা ধর্ম যুদ্ধ ও মুসলমান বনাম মুসলমান যুদ্ধ , উভয়ের মধ্যে উসুল গত যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সেটার মধ্যে পার্থক্য করতে পারলেই এই বিষয়ে সমাধান পাওয়া যায়। যেমন কাফীর বা মুনাফিকদের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন

يٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ جَاهِدِ الۡكُفَّارَ وَ الۡمُنٰفِقِیۡنَ وَ اغۡلُظۡ عَلَیۡهِمۡ ؕ وَ مَاۡوٰىهُمۡ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئۡسَ الۡمَصِیۡرُ

'হে নবি! আপনি কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম এবং তা কতই না নিকৃষ্ট ঠিকানা। (সুরা তাওবাহ : আয়াত ৭৩)

অথচ মুসলমান মুসলমান যুদ্ধ বাঁধলে করণীয় কি, সেই বিষয়ে আল্লাহ উসুল বর্ণনা করে দিয়েছেন।

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ

আর যদি মুমিনদের দু’দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাহলে যে দলটি বিদ্রোহ করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে সুলাহ করো এবং ন্যায়বিচার করো। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালবাসেন। সুরা হুজুরাত, আয়াত -৯

অতএব দুই আয়াত দেখলে পরিস্কার উসুল গত পার্থক্য বোঝা যায়। একদিকে ধর্ম যুদ্ধ অর্থাৎ কাফীর মুনাফিকদের সঙ্গে যুদ্ধের ক্ষেত্রে কোন মার্জনা নেই। অপর দিকে মুসলমান বনাম মুসলমান যুদ্ধে সুলাহ করার হুকুম রয়েছে।তাছাড়া কুরানে দুই মুসলমান দলের যুদ্ধের দ্বারা আল্লাহ একে অপরের শত্রু পক্ষ সেজে,একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে দিয়েছেন।আর সম্ভাবনাটি সকলের জন্য প্রযোজ্য। তা কোন সাধারণ মুসলমান হোক, কিংবা উচ্চ মর্যদাবান।আহলে বাইত মুসলমান হোক কিংবা অন্যান্য সাহাবী মুসলমান। এবং সকলের ক্ষেত্রে একি হুকুম যদি তাদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে তাহলে সুলাহ করিয়ে দেওয়াই যে কোন মুসলমানের ইমানি দায়িত্ব।আর সিফফিন যুদ্ধে সেটাই হয়েছিল। মওলা আলী সালিসিতে সম্মতি দিয়ে সুলাহর পক্ষে রায় দিয়েছিলেন।এবং সালিসির মাধ্যমে সুলাহ করে নিয়েছিলেন।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَاضِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِيِّ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَنَحْنُ عِنْدَهَا جُلُوسٌ مَرْجِعَهُ مِنْ الْعِرَاقِ لَيَالِيَ قُتِلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتْ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ هَلْ أَنْتَ صَادِقِي عَمَّا أَسْأَلُكَ عَنْهُ تُحَدِّثُنِي عَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَمَا لِي لَا أَصْدُقُكِ قَالَتْ فَحَدِّثْنِي عَنْ قِصَّتِهِمْ قَالَ فَإِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا كَاتَبَ مُعَاوِيَةَ وَحَكَمَ الْحَكَمَانِ خَرَجَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ مِنْ قُرَّاءِ النَّاسِ فَنَزَلُوا بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا حَرُورَاءُ مِنْ جَانِبِ الْكُوفَةِ وَإِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا انْسَلَخْتَ مِنْ قَمِيصٍ أَلْبَسَكَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَاسْمٍ سَمَّاكَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ ثُمَّ انْطَلَقْتَ فَحَكَّمْتَ فِي دِينِ اللَّهِ فَلَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى فَلَمَّا أَنْ بَلَغَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا عَتَبُوا عَلَيْهِ وَفَارَقُوهُ عَلَيْهِ فَأَمَرَ مُؤَذِّنًا فَأَذَّنَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا رَجُلٌ قَدْ حَمَلَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا أَنْ امْتَلَأَتْ الدَّارُ مِنْ قُرَّاءِ النَّاسِ دَعَا بِمُصْحَفٍ إِمَامٍ عَظِيمٍ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَصُكُّهُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ أَيُّهَا الْمُصْحَفُ حَدِّثْ النَّاسَ فَنَادَاهُ النَّاسُ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَسْأَلُ عَنْهُ إِنَّمَا هُوَ مِدَادٌ فِي وَرَقٍ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِمَا رُوِينَا مِنْهُ فَمَاذَا تُرِيدُ قَالَ أَصْحَابُكُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ خَرَجُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فَأُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمُ دَمًا وَحُرْمَةً مِنْ امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ وَنَقَمُوا عَلَيَّ أَنْ كَاتَبْتُ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ جَاءَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ حِينَ صَالَحَ قَوْمَهُ قُرَيْشًا فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ سُهَيْلٌ لَا تَكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ كَيْفَ نَكْتُبُ

فَقَالَ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ أُخَالِفْكَ فَكَتَبَ هَذَا مَا صَالَحَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قُرَيْشًا يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ عَلِيٌّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا تَوَسَّطْنَا عَسْكَرَهُمْ قَامَ ابْنُ الْكَوَّاءِ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ يَا حَمَلَةَ الْقُرْآنِ إِنَّ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ فَأَنَا أُعَرِّفُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا يَعْرِفُهُ بِهِ هَذَا مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ وَفِي قَوْمِهِ قَوْمٌ خَصِمُونَ فَرُدُّوهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا تُوَاضِعُوهُ كِتَابَ اللَّهِ فَقَامَ خُطَبَاؤُهُمْ فَقَالُوا وَاللَّهِ لَنُوَاضِعَنَّهُ كِتَابَ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَ بِحَقٍّ نَعْرِفُهُ لَنَتَّبِعَنَّهُ وَإِنْ جَاءَ بِبَاطِلٍ لَنُبَكِّتَنَّهُ بِبَاطِلِهِ فَوَاضَعُوا عَبْدَ اللَّهِ الْكِتَابَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَرَجَعَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ كُلُّهُمْ تَائِبٌ فِيهِمْ ابْنُ الْكَوَّاءِ حَتَّى أَدْخَلَهُمْ عَلَى عَلِيٍّ الْكُوفَةَ فَبَعَثَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى بَقِيَّتِهِمْ فَقَالَ قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِنَا وَأَمْرِ النَّاسِ مَا قَدْ رَأَيْتُمْ فَقِفُوا حَيْثُ شِئْتُمْ حَتَّى تَجْتَمِعَ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا تَسْفِكُوا دَمًا حَرَامًا أَوْ تَقْطَعُوا سَبِيلًا أَوْ تَظْلِمُوا ذِمَّةً فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ فَقَدْ نَبَذْنَا إِلَيْكُمْ الْحَرْبَ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَا ابْنَ شَدَّادٍ فَقَدْ قَتَلَهُمْ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا بَعَثَ إِلَيْهِمْ حَتَّى قَطَعُوا السَّبِيلَ وَسَفَكُوا الدَّمَ وَاسْتَحَلُّوا أَهْلَ الذِّمَّةِ فَقَالَتْ أَاللَّهِ قَالَ أَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ كَانَ قَالَتْ فَمَا شَيْءٌ بَلَغَنِي عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَتَحَدَّثُونَهُ يَقُولُونَ ذُو الثُّدَيِّ وَذُو الثُّدَيِّ قَالَ قَدْ رَأَيْتُهُ وَقُمْتُ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ فِي الْقَتْلَى فَدَعَا النَّاسَ فَقَالَ أَتَعْرِفُونَ هَذَا فَمَا أَكْثَرَ مَنْ جَاءَ يَقُولُ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ يُصَلِّي وَرَأَيْتُهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ يُصَلِّي وَلَمْ يَأْتُوا فِيهِ بِثَبَتٍ يُعْرَفُ إِلَّا ذَلِكَ قَالَتْ فَمَا قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ قَامَ عَلَيْهِ كَمَا يَزْعُمُ

أَهْلُ الْعِرَاقِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَتْ هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ أَنَّهُ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُمَّ لَا قَالَتْ أَجَلْ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَرْحَمُ اللَّهُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّهُ كَانَ مِنْ كَلَامِهِ لَا يَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ إِلَّا قَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَيَذْهَبُ أَهْلُ الْعِرَاقِ يَكْذِبُونَ عَلَيْهِ وَيَزِيدُونَ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ

উবাইদুল্লাহ বিন এয়ায বলেছেন, আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ মওলা আলীর শাহাদাতের কয়েকদিন পর ইরাক থেকে ফিরে আয়েশার(রাদিআল্লাহু আনহা) কাছে এলেন। আমরা তখন আয়েশার নিকট বসেছিলাম। আয়েশা (রাদিআল্লাহু আনহা) তাকে বললেন হে আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ, আমি যা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো তুমি কি তার জবাবে আমাকে সত্য বলবে? আলী (রাঃআঃ) কর্তৃক নিহত লোকদের বৃত্তান্ত আমাকে শোনাবে? সে বলল আমার কী হয়েছে যে আপনার কাছে সত্য বলবো না? আয়েশা (রাঃআঃ) বলেন, এরপর তিনি তাদের বৃত্তান্ত বর্ণনা করা শুরু করলেনঃ

মওলা আলী যখন মুয়াবিয়ার সাথে চুক্তিবদ্ধ হলেন এবং দু'জন শালিশ তাদের সিদ্ধান্ত দিলেন, তখন আট হাজার কুররা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো। তার হারুরা নামক স্থানে কুফার দিক থেকে এসে জমা হলো এবং তারা এই বলে ভর্ৎসনা করল, যে জামাটি আল্লাহ আপনাকে পরিয়েছিলেন, (খিলাফাত) তা আপনি খুলে ফেলেছেন এবং যে নামে আল্লাহ আপনাকে নামকরণ করেছিলেন তা আপনি খুইয়ে ফেলেছেন। তারপর আপনি এতদূর গিয়েছেন যে, আল্লাহর দ্বিনের ব্যাপারে অন্যদের শালিশ মেনেছেন। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া আর কারো শাসন নয়। (অর্থাৎ আপনাকে শাসক মানি না) মওলা আলী যখন

তাদের এই ভর্ৎসনা ও তাদের পক্ষ থেকে তাকে ত্যাগ করার খবর শুনলেন, তখন জনৈক ঘোষণাকারীকে আদেশ দিয়ে এই ঘোষণা জারী করালেন যে, আমীরুল মুমিনীনের কাছে কুরআন বহনকারী ছাড়া আর কেউ যেন না আসে। ঘোষণার ফলে যখন মওলা আলীর বাড়ি হাফিযদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেল, তখন একটি বড় আকারের কুরআন শরীফ তাঁর কাছে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন। সেই কুরআন শরীফটি তার সামনে রাখা হলো। তিনি তার ওপর হাত চাপড়ে বললেন হে কুরআন শরীফ, মানুষকে জানাও। লোকেরা তাকে বললেনঃ হে আমীরুল মুমিনীন, তার কাছে আপনি কী চাইছেন? সেতো একটা কাগজের ওপর কিছু কালি ছাড়া কিছু নয়। আর আমরা কথা বলছি আমাদের পক্ষ থেকে যা বর্ণনা করা হয়েছে সে সম্পর্কে। সুতরাং আপনি কী চান?মওলা আলী বললেন তোমাদের এই সব সাথী, যারা বিদ্রোহ করেছে, তাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব ফায়সালাকারী হিসাবে বিদ্যমান। আল্লাহ তাঁর কিতাবে একজন পুরুষ ও স্ত্রী সম্পর্কে বলেছেন তোমরা যদি স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে বিরোধের আশঙ্কা কর, তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন শালিশ এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন শালিশ পাঠাও। তারা উভয়ে যদি নিজেদের সংশোধন কামনা করে, তাহলে আল্লাহ তাদের মধ্যে সম্প্রীতির সৃষ্টি করে দেবেন।উম্মাতে মুহাম্মদি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রক্ত ও সম্মান একজন স্বামী ও স্ত্রীর চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদা সম্পন্ন। তারা আমার ওপর রাগান্বিত এ জন্য যে, আমি মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি করেছি। অথচ আবু তালিবের ছেলে আলী চুক্তি লিখেছিল তখন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্বগোত্র কুরাইশের সাথে সন্ধি করেছিলেন।তখন সুহাইল বিন আমর আমাদের নিকট উপস্থিত

হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখলেন "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।" সুহাইল বললোঃ "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" লিখবেন না। তিনি বললেনঃ তাহলে কী লিখবো? সে বলল লিখুন, বিসমিকা আল্লাহুম্মা"। এরপর রাসূলুল্লাহ আমাকে বললেন লেখো আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ... সুহাইল বাধা দিয়ে বলল,আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসূল মানতাম, তাহলে তো আপনার বিরোধিতাই করতাম না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখলেন এটা সেই সন্ধি, যা আবদুল্লাহর ছেলে মুহাম্মাদ কুরাইশের সাথে স্থাপন করেছেন। আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেনঃ "আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে তাদের জন্য।"অতঃপর মওলা আলী তাদের নিকট আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে পাঠালেন। আমিও তার সাথে রওনা হলাম। যখন তাদের বাহিনীর মাঝে পৌঁছলাম, তখন ইবনে কাওয়া জনগণের সামনে ভাষণ দিতে আরম্ভ করলো। সে বললো হে কুরআন বহনকারীগণ, এ হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস। তাঁকে যারা চেনে না, আমি তাদের সামনে আল্লাহর কিতাব থেকে তাঁর পরিচয় তুলে ধরছি। এই ব্যক্তি তাদেরই একজন, যাদের সম্পর্কে কুরআনে নাযিল হয়েছে قَوْمٌ خَصِمُونَ "তারা হলো একটা ঝগড়াটে জাতি।" সুতরাং তাকে তার সাথির কাছে (আলীর কাছে) ফেরত পাঠাও এবং তার সাথে আল্লাহর কিতাব দ্বারা বাজি ধরোনা।তখনই তাদের মধ্য থেকে অন্যান্য ভাষণদাতা উঠে বললোঃ আল্লাহর কসম, আমরা অবশ্যই তার সাথে আল্লাহর কিতাব দ্বারা বাজি ধরবো। সে যদি সত্য ও সঠিক বক্তব্য নিয়ে আসে এবং আমরা তা বুঝতে পারি। তাহলে আমরা অবশ্যই তা মেনে চলবো। আর যদি অসত্য নিয়ে আসে, তাহলে আমরা তাকে অবশ্যই

তার বাতিলযুক্তিতে পরাজিত করবো। তারপর তারা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সাথে তিনদিন আল্লাহর কিতাব নিয়ে মুনাজরা করতে থাকল। এরপর তাদের মধ্য থেকে চারহাজার ব্যক্তি তাদের বাজি প্রত্যাহার করলো এবং প্রত্যেকে তাওবা করলো। ইবনে কাওয়াও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যিনি তাদের সবাইকে কুফায় মওলা আলীর নিকট হাজির করলেন।মওলা আলী অবশিষ্ট লোকদের নিকট এই মর্মে বার্তা পাঠালেন, ইতিমধ্যে আমাদের ও জনগনের মধ্যে যা হয়েছে, তা তো তোমরা দেখতেই পেয়েছ। সুতরাং তোমরা যেখানে চাও, স্থির হও, যতক্ষণ উম্মাতে মুহাম্মাদি আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমবেত না হয়। তোমরা কোন অবৈধ রক্তপাত করো না। ডাকাতি রাহাজানি ও লুটপাট করো না এবং কোন সংখ্যালঘুর ওপর যুলুম করো না। যদি এসব কর, তাহলে আমরাও একইভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো। কেননা আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদেরকে পছন্দ করেন না। আয়িশা (রাঃআঃ) বললেনঃ হে ইবনে শাদ্দাদ, আলী কি তাদেরকে হত্যা করেছিলেন?ইবনে শাদ্দাদ বললেনঃ আল্লাহর কসম, তাদের কাছে মওলা আলী কোন বাহিনী ততক্ষণ পাঠাননি, যতক্ষণ না তারা ডাকাতি ও লুটপাট চালিয়েছে, রক্তপাত করেছে এবং অমুসলিমদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে।

আয়িশা(রাঃআঃ)বললেনঃসত্যি?সে বলল আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই। এটাই ঘটেছিল। আয়েশা(রাঃআঃ)বললেন তাহলে ইরাকীদের সম্পর্কে আমি যে শুনলাম, তারা বলাবলি করে, “উন্নত বক্ষা নারীদের মালিক”, উন্নত বক্ষা নারীদের মালিক” এটা কী? ইবনে শাদ্দাদ বললেনঃ যে ব্যক্তি এ

রকম রটায় তাকে আমি দেখেছি এবং আলীকে সাথে নিয়ে নিহতদের মধ্যে তার লাসের পাশে দাঁড়িয়েছি। তিনি লোকজনকে ডাকলেন এবং বললেনঃ তোমরা একে চিন? বহুলোক এসে বললোঃ ওকে অমুক গোত্রের মসজিদে নামায পড়তে দেখেছি, অমুক মসজিদে নামায পড়তে দেখেছি। কিন্তু তারা এইটুকু ছাড়া কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ কেউ দিতে পারলো না।আয়েশা (রাঃআঃ)বললেন আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) যখন তার লাসের পাসে দাঁড়ালেন তখন ইরাকবাসী যে ধারণা পোষণ করে, তার সম্পর্কে তিনি কী বললেন? ইবনে শাদ্দাদ বললেনঃ তাকে বলতে শুনলামঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন।হজরত আয়েশা বললেনঃ তাকে কি অন্য কিছু বলতে শুনেছি? ইবনে শাদ্দাদ বললেনঃ আল্লাহর কসম, না। আয়েশা (রাঃআঃ) বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন। আল্লাহ আলীর ওপর রহম করুন। কারণ তিনি যে কোন বিস্ময়কর ব্যাপার দেখলেই বলতেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। অথচ ইরাকি(শিয়ারা) রা তার দিকে মিথ্যা কে নিসবত করে । এবং(শিয়ারা) নিজেদের তরফ থেকে বাড়িয়ে চাড়িয়ে বলে। মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং-৬৫৬

পঞ্চমত,মওলা আলী কিংবা আহলে বাইতের স্বঘোষিত বা মনগড়া প্রেমি রা অতিরিঞ্জন করে এই যুদ্ধ কে ধর্ম যুদ্ধ বানাবার চেষ্টা করলেও তিনি যথেষ্ট ভালো ভাবে ইসলামি উসুল জানতেন। মওলা আলী জানতেন যে এটা কোন ধর্ম যুদ্ধ নয় যে কারণে তার প্রতিপক্ষের নিহতদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি তাদের কে মোমিন ও জান্নাতি বলে নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

হজরত আলী ও হজরত মুয়াবিয়ার পক্ষের নিহতেরা সকলেই জান্নাতি

حدثنا محمد بن يحيي ، ثنا أحمد بن خالد ، ثنا محمد بن راشد ، عن مكحول أن أصحاب علي سألوه عن من قتل من أصحاب معاوية ما هم ؟ قال:هم المؤمنون .

হাদিস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বি ইয়াহিয়া তিনি বলেন আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আহমাদ বিন খালিদ, তিনি বলেন আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন রাশদ তিনি বলেন মাকহুল হইতে বর্ণিত তিনি বলেন মওলা আলীর সাথিগন মওলা আলী কে, আমীর মুয়াবিয়ার সাথিদের মধ্যে থেকে নিহতদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তাদের অবস্থা কেমণ? তিনি উত্তর দিলেন তারা মোমিন

মুহাম্মাদ বিন নাসির আল মারুজি (২০২-২৯২ হিজরি) আস স্বালাত, হাদিস নং-৫৯৫

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثنا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ» :قَتْلَايَ وَقَتْلَى مُعَاوِيَةَ فِي الْجَنَّةِ«

হাদিস বর্ণনা করেছেন হুসাইন বিন ইসহাক আল তাস্তারি,তিনি বলেন আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন হুসাইন বিন আবি সাররি আল আসকালানী। তিনি বলেন আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন জায়েদ আবু জুরকাই। তিনি বলেন জা'ফার বিন বুরকান বর্ণনা করেন, জায়েদ বিন আস্বিম হইতে বর্ণিত তিনি বলেন মওলা আলী বলেছেন আমার পক্ষের

ও মুয়াবিয়ার পক্ষের নিহত রা জান্নাতে। (মু'জামুল কাবীর, হাদিস নং-৬৮৮)

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، قَالَ : سَأَلَ عَلِيٌّ عَنْ قَتْلَى ، يَوْمِ صِفِّينَ , فَقَالَ : قَتْلَانَا وَقَتْلَاهُمْ فِي الْجَنَّةِ , وَيَصِيرُ الْأَمْرُ إِلَيَّ وَإِلَى مُعَاوِيَةَ

হাদীস বর্ণনা করেছেন উমার বিন আইয়ুব মাউসিলি তিনি বলেন জাফার বিন বুরকান ইয়াজিদ বিন আসিম থেকে বর্ণনা করেন ইয়াজিদ বিন আসিম বলেন মওলা আলীকে সিফফিন যুদ্ধে নিহতদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো।তখন তিনি উত্তর দিলেন আমার পক্ষে এবং তাদের নিহতদের সবাই জান্নাতে। এবং বললেন বিষয়টা আমার আর মুয়াবিয়ার রয়ে গেছে।

(১)মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, হাদীস নং-৩৭২১৩(২)মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল, হাদীস নং-২০৯২(৩)ইমাম তাবারানি, মু'জামুল কাবীর, বাবুল - মিম, হাদীস নং -৬৮৮(৪)মাজমাউয যাওয়ায়েদ, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস নং- ১৫৯২৭

মওলা আলী কখনই সিফফিন যুদ্ধের প্রতিপক্ষ কে অমুসলিম, কাফীর কিংবা মুনাফিক হিসাবে বিবেচিত করেননি যে কারণে তাদের নিহতদের জন্য, আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনাও করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرْوَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ ، شَهِدَ صِفِّينَ قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا خَرَجَ فِي بَعْضِ تِلْكَ اللَّيَالِي , فَنَظَرَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُمْ ,

হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু উসামাহ তিনি বলেন হিশাম বিন উরওয়াহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমাকে আব্দুল্লাহ বিন আমরো

বললেন আমাকে সিফফিনে উপস্থিত হওয়া এক ব্যক্তি খবর দিয়ে বললো আমি আলীকে দেখলাম এক রাতে বেরিয়ে শামের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং বললেন হে আল্লাহ আমার ও তাদের মাগফেরাত করে দাও।মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, হাদীস নং-৩৭১৯৮

জঙ্গে সিফফিন ধর্ম যুদ্ধ নয়

ষষ্টত, এই বিষয়ে আল্লাহর রসুলের বেশ কয়েকটি ভবিষ্যৎবানী রয়েছে। যার দ্বারা বোঝা যায় এই এই যুদ্ধ ধর্ম যুদ্ধ হওয়ার কোন সম্ভনা নেই। আর না এগুলি দ্বারা কোন দল কে কাফীর বা মুনাফিক বলার সুযোগ আছে। এই বিষয়ে কয়েকটি দলীল দেওয়া হল।

প্রথম দলিলঃ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا صَفْوَانُ، ثَنَا مَاعِزٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَنْتَظِرُهَا »كَيْفَ لَوْ رَأَيْتُمْ حَيَّيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتَتِلَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدٌ وَأَهْلُهُمَا وَاحِدٌ؟« قَالُوا أَيَكُونُ هَذَا؟ قَالَ» :نَعَمْ, « فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَفَأُدْرِكُأَنَاذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ» :لَا, « قَالَ عُمَرُ: أَفَأُدْرِكُأَنَاذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ» :لَا, , « قَالَ عُثْمَانُ: أَفَأُدْرِكُأَنَاذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ» :بِكَ يُبْتَلُونَ, « قَالَ: عَلِيٌّ: أَفَأُدْرِكُأَنَاذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» :أَنْتَ الْقَائِدُ لَهَا وَالْآخِذُ بِزِمَامِهَا«

জাবির বিন আব্দুল্লাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন এক জনৈক আন্সারী ব্যক্তির জানাজার জন্য আল্লাহর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সাথে বের হলাম তিনি যখন সেখানে অপেক্ষা করছিলেন তখন বললেন তোমরা কিভাবে উপলব্ধি করো যখন দুই মোমিন দল যুদ্ধে লিপ্ত হবে, যাদের দাবীও এক এবং পরিবারও এক ? তারা জিজ্ঞাসা করলে এমনটা হওয়া সম্ভব? তিনি উত্তর দিলেন হ্যাঁ। অতঃপর আবু বকর সিদ্দিক জিজ্ঞাসা করলেন আমি কি সেই যুগ পাবো হে আল্লাহর রসূল ? তিনি উত্তর দিলেন, না।তখন হজরত উমার জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি সেই যুগ পাবো হে আল্লাহর রসূল? তিনি উত্তর দিলেন, না। হজরত উসমান জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে আমি কি সেই যুগ পাবো হে আল্লাহর রসূল? তিনি উত্তর দিলেন হ্যাঁ তোমাকে উপলক্ষ করে তারা যুদ্ধ করবে। মওলা আলী জিজ্ঞাসা করলেন আমি কি সেই যুগ পাব?তখন আল্লাহর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন তুমি সেই দলের নেতা ও তার দায়িত্ব বহন কারী হবে।

ইমাম তাবারানি, মুসনাদে সামিন, হাদিস নং – ১০১৭

উপরিউক্ত হাদিস দ্বারা বোঝা যায় হজরত উসমান কে কেন্দ্র করে দু দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হবে।আর উভয় দলই হবে মুসলমান। আর যেখানে আল্লাহর রসূল তাদের কে মুসলমান বলে আখ্যা দিয়ে গেছেন সেখানে অন্য কারোর অভিমত বা কারোর ধারণার কোণ মুল্য নেই।

দ্বিতীয় দলিলঃ

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ نَاجِيَةَ الْكَاهِلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَحَى الْإِسْلَامِ سَتَزُولُ بِخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ أَوْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ أَوْ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ يَهْلَكْ فَكَسَبِيلِ مَنْ أُهْلِكَ وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ

سَبْعِينَ عَامًا قَالَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبِمَا مَضَى أَمْ بِمَا بَقِيَ قَالَ بَلْ بِمَا بَقِيَ

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ৩৫ কিংবা, ৩৬ কিংবা ৩৭ হিজরি পর্যন্ত ইসলামের চাকা ঘুরবে তারপর মুসলমান হানাহানি করলে হানাহানির পথে চলে যাবে। আর যারা বেঁচে থাকবে তাদের দ্বিন সত্তর বছর বাকি থাকবে। হজরত উমার জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহর রসুলে ইহার সম্পর্ক অতীতের সঙ্গে নাকি ভবিষ্যতের সঙ্গে? আল্লাহর রসূল উত্তর দিলেন বরং ভবিষ্যতে যা বাকি আছে।

(১)সহি ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-৬৬৬৪(২)মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং -৩৭৫৮(৩)হাকিম আল মুস্তাদরাক, হাদীস নং-৪৫৪৯, ইমাম হাকিম বলেনصحيح على شرط مسلم (৪)মুস্কিলুল আ'সার, হাদীস নং-১৩৮৬

উপরিউক্ত হাদিসেও ৩৫ থেকে ৩৭ হিজরির মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দুই দল কে মুসলমান বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় দলিলঃ

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، - وَهُوَ ابْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ - حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ "

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাঃআঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে যখন মুসলিমের

মধ্যে (মতভেদ করে) একদল লোক বিচ্ছন্ন হয়ে ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে এবং এ দু' দলের মধ্যে যেটি হকের অধিকতর নিকটবর্তী হবে সেটিই ঐ সম্প্রদায়কে হত্যা করবে।

(১)সহি মুসলিম,বাব জিকরে খাওয়ারিজ ওয়া সিফাতুহুম,হাদীস নং-২৩২৬(২)বুখারী সরিফ, বাব - আলামাতে নবুয়াহ,হাদীস নং-৩৪৪৫(৩)সুনানে আবু দাউদ, বাব: কিতালুল খাওয়ারিজ,হাদীস নং-৪১১০(৪) সুনানে নাসায়ি, হাদীস নং-২৫৬২(৫) সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-১৬৮(৬) মুয়াত্তা ইমাম মালিক,হাদীস নং-৪৬৮(৭) সহি ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-৬৮৬১(৮) হাকিম আল মুস্তাদরাক, হাদীস নং-২৬১০(৯)মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস নং-১১২৮

حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق هم شر الخلق أو من شر الخلق يقتلهم أدنى الطائفتين من الحق قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا الرجل يرمي الرمية أو قال الغرض فينظر في النصل فلا يرى بصيرة وينظر في النضي فلا يرى بصيرة وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة قال قال أبو سعيد وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق

আবু সায়িদ খুদুরি হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান একবার একদল লোক সম্বন্ধে আলোচনা করলেন, যারা হবে আমার উম্মতের মধ্যে। মানুষের মধ্যে মত বিরোধের সময় এদের উদ্ভব হবে।তাদের মাথা থাকবে কামানো । সৃষ্টির মধ্যে তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট। দুই দলের মধ্যে যারা সত্যের সত্যের অধিক নিকট থাকবে তারাই তাদের হত্যা করবে। আবু সায়িদ খুদরী বলেন হে ইরাক বাসী তোমরাই তাদের হত্যা করেছো। মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১০৬৩৫

উপরিউক্ত হাদিস দ্বারাও বোঝা যায়, যুদ্ধে অংশ গ্রহনকারী

দুই দলই মুসলমান। একটি দল অপেক্ষাকৃত বেশী হকের নিকটবর্তী হলেও উভয় দল হকের উপর থাকবে। যা সাধারণত সিফফিন যুদ্ধের দিকে ঈঙ্গিত করে কেণ না ধর্মত্যাগী দলটি খারজিদের দিকে ঈঙ্গিত করে। যারা সাধারণত সিফফিনের সময় মওলা আলীর দল থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। এবং তাদের কে মওলা আলীর নেতৃত্বে ইরাকিরা হত্যা করা হয়েছিল। অতএব বলা যায় সিফফনে দুই দলকে আল্লাহর রসূল মুসলমান বলে আখ্যা দিয়েছেন। অতএব এক্ষেত্রে তাদের কে, কেও মুনাফিক বা কাফীর বললে তা পরিত্যাজ্য।

তৃতীয় আপত্তিঃ

হজরতে আম্মারের হত্যা বিষয়ক হাদীসের পর্যালোচনা

উক্ত আলোচনার বিষবস্তু হল, সিফফিন যুদ্ধে হজরত আম্মারের হত্যা বিষয়ক কিছু আপত্তি। তার হত্যা কে কেন্দ্র করে শিয়া ও তাদের অনুসারীগন, আমীর মুয়াবিয়া ও তার পুরো সৈন দল কে জাহান্নাফি হিসাবে সাব্যস্ত করতে চায়। এবং যার সমর্থনে কয়েকটি একটি হাদিস কে তারা দলীল বানায়। যার মধ্যে একটি কে নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَلِابْنِهِ عَلِيٍّ : انْطَلِقَا إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ ، فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ يُصْلِحُهُ ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَاحْتَبَى ، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى أَتَى ذِكْرُ بِنَاءِ المَسْجِدِ ، فَقَالَ : كُنَّا

تَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ ، وَيَقُولُ : وَيْحَ عَمَّارٍ ، تَقْتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الجَنَّةِ ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ : يَقُولُ عَمَّارٌ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الفِتَنِ

ইকরিমাহ হইতে বর্ণিত, তিনি বলে ইবনে ‘আববাস (রাঃঃআঃ) আমাকে ও তাঁর ছেলে ‘আলীকে বললেন, তোমরা উভয়ই আবূ সা‘ঈদের (রাঃঃআঃ)নিকট যাও এবং তাঁর হতে হাদীস শুনে আস। আমরা গেলাম। তখন তিনি এক বাগানে কাজ করছিলেন । তিনি আমাদেরকে দেখে চাদরে হাঁটু মুড়ি দিয়ে বসলেন এবং পরে হাদীস বর্ণনা শুরু করলেন। শেষ পর্যায়ে তিনি মসজিদে নববী নির্মাণ আলোচনায় আসলেন। তিনি বললেন আমরা একটা একটা করে কাঁচা ইট বহন করছিলাম আর ‘আম্মার (রাঃআঃ.) দু’টো দুটো করে কাঁচা ইট বহন করছিলেন। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে তাঁর দেহ হতে মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, ‘আম্মারের জন্য আফসোস! তাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। সে তাদেরকে জান্নাতের দিকে আহব্বান করবে আর তারা তাকে জাহান্নামের দিকে আহবান করবে । হজরত ‘আম্মার (রাঃআঃ) বললেন, আমি ফিতনাহ হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। সহি বুখারী, কিতাবুস স্বালাত, হাদীস নং-৪৩৮

উক্ত হাদিসের আলোকে শিয়া ও তাদের অনুসারীগন সাধারণত বলে বেড়ায় আমীর মুয়াবিয়া ও তার নেতৃত্বাধীন সৈন্য দল জাহান্নামী। কেণ না হাদিস অনুযায়ী হজরত আম্মারকে হত্যা করবে এক বিদ্রোহী দল এবং তিনি তাদেরকের জান্নাতের দিকে আহব্বান করবেন আর তারা হজরত আম্মারকে আহব্বান করবে জাহান্নামের দিকে।

আমার জবাবঃপ্রথমত,আমীর মুয়াবিয়া ও তার নেতৃত্বাধীন দলকে, জাহান্নামের দিকে আহব্বান কারী দল হিসাবে চিহ্নিত করলে কিংবা জাহান্নামী বললে, যুক্তি বলে প্রশ্ন ওঠা উচিৎ মওলা আলীর সিদ্ধান্তের উপর। কেণ না আমরা দেখেছি আমীর মুয়াবিয়া ও তার দলবল সালিসির আহব্বান দিলে মওলা আলী তাতে সাড়া দেন এবং তাদের সালিসি তে সম্মতি জানান। তাই তারা যদি জাহান্নামের দিকে আহব্বান কারী দল হয়ে থাকে, তাহলে তাদের সালিসি তে মওলা আলী সাড়া দিলেন কেণ? কেণ তার দলের লোক অসম্মতি জানানোর পরেও নিজের দলের লোকেদের আবেদন কে নাকচ করে দিলেন? দ্বিতীয়ত,উক্ত হাদিস রসুলের বহু হাদিসের সঙ্গে সংঘর্ষ খায়। কেণ না এমন বহু হাদিস আছে যাতে সিফফিনের যুদ্ধের বিষয়ে ভবিষ্যতবাণী দিতে গিয়ে উভয় দলকে মুসলমান বলে আখ্যা দিয়েছেন, যা আমারা পুর্বেই দেখেছি । যদি উক্ত হাদিস গুলি মানা যায় তাহলে সিফফিন যুদ্ধে আমীর মুয়াবিয়া ও তার দল জাহান্নামী হওয়া সম্ভব নয়। আর এটা যদি মানা যায় তাহলে রসুলের সেই সব ভবিষ্যতবাণী গুলি অস্বীকার করতে হবে যা কখনই সম্ভব নয়। কেণ না বর্ণনা গুলি সহি সনদে বর্ণিত মারফু ও মুত্তাসিল পর্যায়ের হাদিস এমন কি একাধিক হাদিস একে অপর কে সমর্থন করে। অপর দিকে উক্ত হাদিসটি মারফু নয় বরং একমাত্র ইকরামাহ হজরত আবু সাঈদ খুদরির সুত্রে, মতনের গরিব অংশের সঙ্গে বর্ণনা করেছে। কেণ না উক্ত বর্ণনায় ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ তিনি তাদেরকে জান্নাতের দিকে আহব্বান করবেন তারা তাঁকে জাহান্নামের দিকে আহব্বান করবে, এই উদ্ধৃতাংশটি ইকরামা ছাড়া অন্য কেঔ বর্ণনা করেনি। কোন সাহাবী দ্বারা উক্ত অতিরিক্ত অংশটি কোথাও বর্ণিত নেই। আর না কোন শিয়া বা তাদের কোন অনুসারী, কোন সাহাবী থেকে মতনের উক্ত অংশটি অন্য কোথাও দেখাতে পারবে! তাই উক্ত অংশটি মতনের গরীব অংশ বলে

বিবেচিত। শুধু তাই নয় ইকরামা, যে আবু সাঈদ রাদিআল্লাহু আনহুর সুত্রে উক্ত অংশটি বর্ণনা দাবী করছে অথচ সেই আবু সাঈদ খুদরী রসূল থেকে এই সম্পর্কে সরাসরি কোন হাদিস শোনেননি। আর না তিনি সেখানে অতিরিক্ত অংশটি বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَجَعَلْنَا نَنْقُلُ لَبِنَةً لَبِنَةً وَكَانَ عَمَّارٌ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ فَتَتَرَّبُ رَأْسُهُ قَالَ فَحَدَّثَنِي أَصْحَابِي وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَعَلَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ وَيْحَكَ يَا ابْنَ سُمَيَّةَ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

আবু সাঈদ খুদরী হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ নির্মানের হুকুম দিলেন। আমরা একটি করে ঈট বহন করছিলাম।আর হজরত আম্মার দুটি করে ঈট বহন করছিলেন তার মাথা ধুলোয় ভরে গিয়েছিল। আমার সাথিরা আমাকে বলল যদিও আমি আল্লাহর রসূল থেকে আমি নিজে শুনিনি, তিনি তার মাথার ধুলো ঝাড়তে থাকলেন ও বলতে লাগলেন হে ইবনে সুমাইয়াহ আফসোস তোমাকে এক বিদ্রোহী জামাত হত্যা করবে। মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ১০৬২৮

অতএব উক্ত হাদিস দ্বারা বোঝা যায় বোঝা যায়, হজরত আবু সাঈদ খুদরী তিনি রসূল থেকে সরাসরি শ্রোতা নন তাকে তার বন্ধুবান্ধব রা এসে উক্ত বানী সম্পর্কে জানায়। যদি তার বন্ধুবান্ধবগন তাকে يَدْعُوهُمْ إِلَى الجَنَّةِ ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ অংশটি জানিয়ে না থাকেন তাহলে একজন সাহাবী হিসাবে বাড়িয়ে বর্ণনাটি কখনই বয়ান করবেন না কেণ সাহাবী হলেন উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে পরহেজগার। তবে উল্লেখিত অতিরিক্ত

অংশটি কোন সমস্যা জনিত কারণে সংযোজিত হয়ে গেছে। এছাড়া যে অন্যান্য সাক্ষ্য থেকে বর্ণনাটি এসেছে সেখানেও يَدْعُوهُمْ إِلَى الجَنَّةِ ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ অতিরিক্ত অংশটি কোথাও উল্লেখ নেই।

যেমনঃহজরত উম্মে সালমা বর্ণনা করেনঃ

عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تقتل عماراً الفئة الباغية.

অর্থ উম্মে সালমা হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আম্মারকে বিদ্রোহি দল হত্যা করবে।মুসলিম সরিফ, হাদিস নং-৫১৯৪

হজরত আমরো বিন আ'স বর্ণনা করেনঃ

قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةِ

আব্দুল্লাহ বিন আমরো বিন আ'স বলেন আমি আল্লাহর রসূল স্বাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তাকে অর্থাৎ আম্মারকে এক বিদ্রোহী দল হত্যা করবেমুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৬৬৩২

হজরত আবু হুরাইরাহ বর্ণনা করেনঃ

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبشر عمار تقتلك الفئة الباغية

আবু হুরাইরাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহর রসূল

সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আম্মারকে সংবাদ দাও , তোমাকে এক বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। তিরমিজি সরিফ, হাদীস নং-৩৭৩৬

হজরত হুজাইফা বর্ণনা করেনঃ

قال عمار بن ياسر : سمعت رسول الله :صلى الله عليه وسلم يقول لعمار : يا أبا اليقظان لن تموت حتى تقتلك الفئة الباغية-

হজরত আম্মার বিন ইয়াসির বলেন আল্লাহর রসূলকে বলতে শুনেছি হে আবু ইয়াকজান তোমাকে এক বিদ্রোহী দল হত্যা না করা পর্যন্ত তুমি মৃত্যুবরণ করবে না।হাকিম আল মুস্তাদরাক, হাদীস নং-৫৬৯৫

খুজাইমা ইবনে সাবিত বর্ণনা করেনঃ

فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول تقتلك الفئة الباغية

সাবিত বিন খুজাইমা বলেন নিশ্চই আমি আল্লাহর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি হে আম্মার তোমাকে এক বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।

হাকিম আল মুস্তাদরাক, হাদীস নং-৫৬৭৬

এছাড়া উক্ত হাদিসটি অনেক সুত্রে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু কোথাও জাহান্নামের দিকে আহব্বানকারী দলের বিষয়ে উল্লেখ নেই। বিদ্রোহী দল হজরত আম্মার কে হত্যা করবে এটাই এটাই মতনের নির্ধারিত অংশ কেণ না এটা মুতাওয়াতির সুত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু দলটি হজরত আম্মার কে জাহান্নামের দিকে আহব্বান করবে ও তিনি

তাদের কে জান্নাতের দিকে আহব্বান করবেন, অংশটি গরীব পর্যায়ের এবং অনিশ্চিত।

তৃতীয়ত,ইকরামাহ নিয়ে যথেষ্ট সমালোচনা রয়েছে যার দ্বারা হাদিসের উক্ত মতনের অংশটি আরো সন্দেহ জনক হয়ে ওঠে।

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر: إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بن عَبْد الله بن عَبَّاس، وعِكْرِمَة مقيَّدٌ عَلَى بَابِ الْحَسَنِ. قَالَ: قُلْتُ: مَا لِهَذَا هَكَذَا؟ قَالَ: إِنَّهُ يَكْذِبُ عَلَى أَبِي.

ইয়াজিদ বিন আবু জিয়াদ হইতে বর্ণিত তিনি বলেনঃআমি আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের ঘরে প্রবেশ করলাম এবং আকরামা হাসানের দরজায় বাধা প্রাপ্ত ছিল। তিনি আমি জিজ্ঞাসা করলাম এমন টা কেণ? তিনি উত্তর দিলেন যে, সে আমার পিতার সম্পর্কে মিথ্যা বলত। তারিখে ইবনে আবি খাইশামা,বর্ণনা নং – ২৩৬৬

حَدَّثَنَا هَارُون بْن معروف، قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَة بْن رَبِيْعَة، عَنِ أَيُّوبَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ ابنُ عُمَرَ لِنَافِعٍ: لا تَكْذِبُ عليَّ كَمَا كَذَبَ عِكْرِمَة عَلَى ابْنِ عَبَّاس

.আইউব বিন ইয়াজিদ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, ইবনে উমার তার দাস নাফে' কে বললেন আমার উপর মিথ্যা আরোপ করো না যেমন ইকরামাহ আব্বাসের উপর করত।

তারিখে ইবনে আবি খাইশামা,বর্ণনা নং-২৩৬৭

حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بْنُ دَاوُدَ الهَاشِمِيّ، قال: حدثنا إبراهيم بن سَعْد، عن أبيه، قَالَ: سمعت سعيد بن الْمُسَيَّب يقول لغلام له يقال لَهُ بُرْد: يَا بُرْد لا تَكْذِبُ عَلَيَّ كَمَا كَذَبَ عِكْرِمَة عَلَى ابْنِ عَبَّاس.

ইবরাহিম বিন সা'দ বলেন আমার পিতা ইবরাহীম বিন আব্দুর রাহমান বিন আওফ বর্ণনা করেছেন তিনি বলেনঃ আমি সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব থেকে শুনেছি। তিনি তার গোলাম বুরদ কে বলেন হে বুরদ আমার উপর মিথ্যারোপ করো না যেমন ইকরামাহ আব্বাসের উপর করত। তারিখে ইবনে আবি খাইশামা, বর্ণনা নং – ২৩৬৮

سَمِعْتُ يَحْيَى بْن مَعِيْن يَقُولُ: إنما لم يذكر مالك بن أنس عِكْرِمَة؛ لأن عِكْرِمَة كان ينتحل رأي الصفرية.

আমি ইহিয়া ইবনে মঈন কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, মালিক বিন আনাস কেবল ইকরামার ব্যপারে উল্লেখ করেননি। কেণ না সে সুফরি (খারজি দলভুক্ত)মতাদর্শ পোষণ করত।তারিখে ইবনে আবি খাইশামা, বর্ণনা নং-২৩৬৪

وَسَمِعْتُ مُصْعَبا يقول: كان عِكْرِمَة يرى رأي الخوارج،

আমি মুস'আব কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন ইকরামা খারজি মতাদর্শ পোষণ করত। তারিখে ইবনে আবি খাইশামা, বর্ণনা নং-২৩৬৫

وقال الجوزجاني : قلت لأحمد : عكرمة كان أباضياً

ইয়াকুব জুজ্জানি বলেন, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালকে বলতে শুনেছি ইকরামাহ ইবাজি (খারজি) ছিলোতাহজিবুত তাহজিব,খন্ড-৩ পৃষ্ঠা-১৩৬

قال إبراهيم بن يعقوب الجُوزجاني : سألت أحمد بن حنبل عن عكرمة، قال: كان يرى رأي الأباضية

ইবরাহিম বিন ইয়াকুব বিন জুজ্জানি বলেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালাকে ইকরামা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন সে ইবাজি (খারজি) মতদর্শ পোষণ করতো।তাহজিবুল কামাল খন্ড-২০ পৃষ্ঠা-২৭৮

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা আমাদের কাছে একথা পরিস্কার যে, ইকরিমা ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট বিতর্কিত।তাই উপরিউক্ত বাক্যটি সন্দিহান। তাছাড়া উপরিক্ত অংশটির ব্যাপারে ইকরিমার কোন সমর্থক বর্ণনাকারী পাওয়া যায়নি। তাই অভিযুক্ত রাবির সমর্থকবিহীন বর্ণনাটির উপর আস্থা রাখা যায় না। যদিও তা বুখারীতে উল্লেখ থাকুক না কেণ। কেণ না বর্ণনা গ্রহনের উসুল কোন কিতাবের উপর নির্ভর নয়।বরং তার সনদ ও মতনের নির্ভরযোগ্যতার উপর নির্ভর করে। তাছাড়া এটা একটা ভুল ধারণা যে বুখারী তে বর্ণনা আসা মানেই তা সহি। বিষয় টা তা নয়, বরং তার কিতাবটি সমষ্টিগত ভাবে সহি বর্ণনা সম্বলিত কিতাব। একমাত্র কুরানই আছে যা সম্পুর্ণ ভাবে নিক্ষুঁত কেণ না তা আল্লাহর কালাম।ইমাম বুখারী নবী নন যে তার গবেষণা ভুলের উর্ধ্বে হবে। তাছাড়া তিনি কখনই দাবী করেননি তার কিতাবে সমস্ত হাদিস সহি ও নিক্ষুঁত! বরং কিতাবটির নামকরণ দ্বারা বোঝা যায় শুধু মারফু হাদিসগুলি সহি বলে তিনি দাবী করছেন। কারণ তার কিতাবের নামই হলো

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه و سلم وسننه وأيامه

(আল জামেউল মুসনাদুস সহিহু মুখতাসার মিন উমুরে রাসুলিল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া সুন্নাতিহি ওয়া আইয়ামিহি।

চতুর্থত, বিদ্রোহী দল হজরত আম্মার কে হত্যা করবে, উক্ত হাদসটি সিহা সিত্তার তিনটি কিতাবে এসেছে। বুখারী, মুসলিম ও তিরমিজি অথচ বুখারী ছাড়া অতিরিক্ত অংশটি বাকি দুজনের কিতাবে উল্লেখ নেই। না অন্য কোন হাদিসের কিতাবে অতিরিক্ত অংশ সহ বর্ণনাটি আছে। অর্থাৎ এমন কোন নির্ভর যোগ্য বর্ণনা নেই যা অংশটি কে সমর্থন করে। এবং কথিত আছে যে, অতিরিক্ত অংশটি বুখারী সরিফের আসল পান্ডুলিপি তে ও ছিল না ।যেমন ইমাম ইবনে বাত্তাল বলেনঃ

ولفظه " ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم " الحديث ، واعلم أن هذه الزيادة لم يذكرها الحميدي في الجمع وقال : إن البخاري لم يذكرها أصلا

،এই শব্দাংশ আম্মারের জন্য আফসোস! তাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে সে তাদেরকে আহববান জানাবে.. পুরো

হাদীস.. আমি জানতে পেরেছি এই অতিরিক্ত অংশটি হামিদি তার জামে'তে উল্লেখ করেনি এবং বলেন ইমাম বুখারীও আসল পান্ডুলিপিতে উল্লেখে করেননি।

(১)ফাতহুল বারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৭৯(২)ইবনে হাজার আস্কালানি, আনিসুস সারি, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৭৫(৩)ইবনে আসির আল জাযারি জামাউল উসুল ফি আহাদিসে রাসুল, খন্ড-৯ পৃষ্ঠা- ৩৭(৪)তারিখুল ইসলাম, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৭(৫)জামেইল বায়ান ওয়াল আহকামিল নিসিয়ান, পৃষ্ঠা-১০৬

অতএব বলা যায় বুখারী শরিফে উল্লেখিত

يَدْعُوهُمْ إِلَى الجَنَّةِ ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ : يَقُولُ عَمَّارٌ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الفِتَنِ

বর্তমান অংশটি ইমাম বুখারীর আসল পান্ডুলিপিতে ছিলো না, ইহা মতনে অতিরিক্ত সংযোজন।বাকি রয়ে গেল বিদ্রোহী দলের বিষয়,

বিদ্রোহি হওয়া আর ধর্মদ্রোহী হওয়া কি এক?

বিদ্রোহী হওয়া আর ধর্মদ্রোহী হওয়া এক বিষয় নয়।কেণ না আমীর মুয়াবিয়া ও তার দল , মওলা আলীর ধর্মের বিরোধিতা করতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেননি।আর না তিনি ব্যক্তি আলীর বিরোধিতা করতে বিদ্রোহ করেছেন। তার বিদ্রোহ ছিল মওলা আলীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। তাও সেটা যুদ্ধ সেই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ।অতএব এক্ষেত্রে তাকে আলী দ্রোহী বা ধর্মদ্রোহী বলার সুযোগ নেই। আর না যুদ্ধের পর তিনি বিদ্রোহী বলে বিবেচিত হবেন। যুদ্ধ শেষ মানে বিদ্রোহও শেষ। যেহেতু এটা কোন ধর্মদ্রোহ নয় সেক্ষেত্রে বিপক্ষ, না মুনাফিক বলে বিবেচিত হবে, আর না কাফের বলে। যেমন মওলা আলী জামাল যুদ্ধের সময় বিদ্রোহীদের সম্পর্কে বলেছেন

حَدَّثَنَا يزيد بن هارون عن شريك عن أبي العنبس عن أبي البختري قال : سئل علي عن أهل الجمل قال : قيل : أمشركون هم ؟ قال : من الشرك فروا ، قيل : أمنافقون هم ؟ قال : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا ؛ قيل : فما هم ؟ قال : إخواننا بغوا علينا .

হজরত আবু বাখতারি থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ মওলা আলী কে জামাল যুদ্ধে অংশগ্রহণ কারীদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল তারা কি মুশরিক ছিল? তিনি উত্তর দিলেন তারা শির্ক থেকে পালিয়েছে। এবং জিজ্ঞাসা করা হল, তারা কি মুনাফিক ছিল? তিনি উত্তর দিলেন তারা আল্লাহ কে স্মরণ করে না কিন্তু করলে কম করে । আবার প্রশ্ন করা হল তাহলে তারা কে ছিল? তিনি উত্তর দিলেন তারা আমার ভাই যারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। মুসান্নামে ইবনে আবি শাইবাহ, হাদিস নং- ৩৮৯১৭

উক্ত বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় প্রথম বাগি দল হল জামাল যুদ্ধে মওলা আলীর প্রতিপক্ষ সৈন্যদল। যেহেতু তিনি প্রথম বাগি দল কে মুনাফিক কিংবা কাফের আখ্যা দিতে নারাজ। সেহেতু একি শর্ত সিফফিনেও বাগী পক্ষের উপরও বর্তাবে। সে বিদ্রোহের কারণে তারাও মুনাফিক কিংবা কাফের বলে বিবেচিত হবে না। অথচ তাঁর মেকি প্রেমিক গুলি এমন ভাব দেখায় যেমন বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড় হাবভাব।

তবে বলাবাহুল্য শিয়ারা এই বিষয়ে হজরত আয়েশা কে সরাসরি আক্রমণ করলেও কিছু শিয়া প্রভাবিত দল কিংবা কিছু দরবার, তাদের অবস্থা হল না তারা হজম করতে পারে। আর না ওগলাতে পারে।তাই তারা অযুহাত দ্বারা এটি কে সমাধান করার চেষ্টা করে। তারা সাধারণত অযুহাত দিয়ে বেড়ায়, হজরত আয়শা নাকি ভুল বুঝতে পেরেছিলেন! তাই তিনি ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন যে কারণে যুদ্ধ

থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। শিয়াদের কাছে আমার প্রশ্ন আসলে কি তাই? তিনি কি ভুল বুঝতে পেরে জামাল যুদ্ধ থেকে সরে এসেছিলেন? তাহলে তারা নিম্নোক্ত বর্ণনার জবাব দিক!

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنِى أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ جَحْشِ بْنِ زِيَادٍ الضَّبِّىّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ يَقُولُ : لَمَّا ظَهرَ عَلِىٌّ عَلَى أَهلِ الْجَمَلِ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ : ارْجِعى إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِلَى بَيْتِك ، قَالَ : فَأَبَتْ ، قَالَ : فَأَعَادَ إِلَيْهَا الرَّسُولَ ؛ وَاللهِ لَتَرْجِعَنْ ، أَوْ لأَبْعَثَنَّ إِلَيْك نِسْوَةً مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ مَعهنَّ شِفَارٌ حِدَادٌ يَأْخُذْنَك بِها ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِك خَرَجَتْ

জাহস বিন যিয়াদ হইতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি আহনাফ বিন কাইস থেকে শুনেছি

তিনি বলেন মওলা আলী জামালে এস হজরত আয়েশা কে খবর পাঠালেন যে, আপনি মদিনায় আপনার ঘরে ফিরে যান। তখন তিনি অস্বীকার করলেন।তখন পুনরায় মওলা আলী খবর পাঠালেন, আল্লাহর কসম আপনি ফিরে যান! নৈলে আমি আপনার নিকট বাকার বিন ওয়েলের এমন মহিলা কে প্রেরণ করব যার কাছে ধারাল ছুরি থাকবে ! সে আপনাকে তা দিয়ে হামলা করবে। যখন হজরত আয়েশা তা প্রত্যক্ষদর্শন করল তখন তিনি বেরিয়ে চলে এলেন। মুসান্ননাফে ইবনে আবি শাইবাহ, হাদিস নং- ৩৮৯৮৪

আসলে মূলতঃশিয়া হোক কিংবা তাদের দ্বারা প্রভাবিত কোন দল, যখন তাদের কাছে উত্তর থাকে না তখন তারা অযুহাত কে হাতিয়ার বানায়। তাছাড়া হজরত আয়েশা ক্ষমা চেয়েছেন এ বিষয়ে বর্ণনা থাকলেও সে ক্ষমা প্রার্থনা মওলা আলীর কাছে নয় বরং আল্লাহর

নিকট ছিল।কেওই এমন বর্ণনা দেখাতে পারবে না তিনি মওলা আলীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। সম্ভাবনা আছে যুদ্ধের অস্বস্তিকর পরিস্থিতির কারণে একজন মহিলা হিসাবে আল্লাহর দরবারে তার এই ক্ষমা প্রার্থনা। মওলা আলীর নিকট তার দাবী নিয়ে অনুতপ্ত হয়েছেন এমন কোন বর্ণনা নেই। আর উক্ত বর্ণনা দ্বারাও প্রমাণ হয় যে তিনি অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখিন হওয়ার পরই যুদ্ধ ত্যাগ করেছিলেন। অতএব সেমি শিয়াদের ফালতু অযুহাত দিয়ে শুধু আমীর মুয়াবিয়া কে দোষী বানানো, ব্যার্থ প্রচেষ্টা ছাড়া কিছু না। যাই হোক হজরত আম্মারের হত্যার বিষয়ে আরো কিছু দলীল আছে যা শিয়া রা নিজেদের দাবীর সাপেক্ষে পেশ করে থাকে।

এ বিষয়ে শিয়াদের দ্বিতীয় দলিলঃ

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ سَعْدُ الْخَيْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذَّكْوَانِيُّ ، أنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَسَّالُ ، نا أَبُو يَحْيَى الرَّازِيُّ - وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ - نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَقْدِسِيُّ ، نا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة ، عَنْ أَبِي عَشَانَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ، يَقُولُ " : يَا عَلِيُّ سَتُقَاتِلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ، فَمَنْ لَمْ يَنْصُرْكَ يَوْمَئِذٍ فَلَيْسَ مِنِّي

আম্মার বিন ইয়াসির হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি আল্লাহর নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ হে আলী বিদ্রোহী দল তোমার সাথে যুদ্ধ করবে এবং তুমি সত্যের উপর থাকবে। আর সেদিন যে ব্যক্তি তোমার সহয়তা করবে না, সে আমার দল ভুক্ত নয়। তারিখে দামিস্ক, পৃষ্ঠা-৪৮৩

উক্ত হাদিস নিয়ে বেশী কিছু আলোচনার প্রয়োজন নেই কেণ না উক্ত হাদিসটি দলীল যোগ্য নয়। কারণ হাদিসে একজন রাবি মাজহুল আর একজন অত্যন্ত পরিমানে জঈফ। উক্ত হাদিসে আব্দুল্লাহ বিন জা'ফার মুকাদ্দিসি একজন মাজহুল রাবি তার বিষয়ে কিছুই জানা যায়নি। এবং দ্বিতীয় জন হল ইবনে লাহিয়া যে একজন অতিমাত্রায় দুর্বল রাবি।

যেমন তার সম্পর্কে ইমাম ইবনে মঈন বলেনঃ

حَدَّثَنَا ابن حماد، حَدَّثَنا معاوية، عَن يَحْيى، قال: عَبد الله بن لَهِيعَة بن عقبة الحضرمي ضعيف.

حَدَّثَنَا ابن أبي بكر، حَدَّثَنا عباس، عَن يَحْيى، قال ابن لَهِيعَة لا يحتج بحديثه

.আমাকে বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ, তিনি বলেন আমাকে বর্ণনা করেছেন মুয়াবিয়া তিনি বলেন ইয়াহিয়া ইবনে মঈন হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আব্দুল্লাহ ইবনে লাহিয়া বিন উকবা আল হুজারমি জঈফ ছিল। আমাকে বর্ণনা করেছেন ইবনে আবু বকর তিনি বলেন আমাকে বর্ণনা করেছেন আব্বাস তিনি বলেন ইয়াহিয়া ইবনে মঈন হইতে বর্ণিত তিনি বলেন তার হাদীস গ্রহনযোগ্য যোগ্য নয়। আল কামিল ফি জওফাউ রিজাল, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৩৮

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বলেনঃ

نا عبد الرحمن نا حرب بن إسماعيل الكرماني فيما كتب إلى قال سألت أحمد بن حنبل عن ابن لهيعة فضعفه

আমাকে খবর দিয়েছেন আব্দুর রাহমান তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন হারব বিন ইসমাইল যেমনটি তিনি লিখেছিলেন তিনি বলেন আমি আহমাদ বিন হাম্বালকে ইবনে লাহিয়া সম্বন্ধে বলতে শুনেছি সে জঈফ ছিল।

ইমাম ইবনে হাতিম রাজি, জিরাহ ও তাদিল, পৃষ্ঠা-৫১৩

قال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن الإفريقي وابن لهيعة أيهما أحب إليك فقالا جميعا ضعيفان وابن لهيعة أمره مضطرب يكتب حديثه

ইবনে আবি হাতিম রাজি বলেন আমি আমার পিতা ও আবু জারা'হ রাজিকে ইফরিকি ও ইবনে লাহিয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার নিকট তাদের মধ্যে পছন্দের কে? উভয় জন বললেন ইফরিকি ও ইবনে লাহিয়া দুজনেই জঈফ। এবং ইবনে লাহিয়ার উপর হুকুম হলো সে যে হাদীস লিখেছে তা মুজতারাব ইমাম ইবনে হাজার আস্কালানি, তাহজিবুত তাহজিব, খণ্ড-৫,পৃষ্ঠা- ৩৩১

তাহজিবুল কামাল, খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৫০১

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা উক্ত হাদিসের সনদে যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে। অতএব এমন দুর্বলতা দ্বারা কোন বিষয় সাব্যস্ত করা যাবে না। আর না হাদিসটি কে প্রমাণিত হাদিস বলে ধরা হবে।

এই বিষয়ে শিয়াদের তৃতীয় দলিলঃ

হজরত মুয়াবিয়া ও তার দলবল কি জাহান্নামি?

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ وَكُلْثُومُ بْنُ جَبْرٍ عَنْ أَبِي غَادِيَةَ قَالَ قُتِلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَأُخْبِرَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ قَاتِلَهُ وَسَالِبَهُ فِي النَّارِ فَقِيلَ لِعَمْرٍو فَإِنَّكَ هُوَ ذَا تُقَاتِلُهُ قَالَ إِنَّمَا قَالَ قَاتِلَهُ وَسَالِبَهُ

হাদীস বর্ণনা করেছেন আফফান তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ বিন সালমাহ তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন আবু হাফস ও কুলসুম বিন জাবরান তারা বলেন আবু গাদিয়া বলেন যখন হজরত আম্মার বিন ইয়াসির শহিদ হয়ে গেলেন তো হজরত আমরো বিন আ'সকে তার খবর দেওয়া হলো তখন তিনি বললেন আমি আল্লার রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তাকে হত্যা করে তার মাল লুণ্ঠনকারী জাহান্নামে যাবে। হজরত আমরো বিন আ'সকে বলা হলো আপনিও তো তার সাথে যুদ্ধ করছিলেন।তিনি বললেন মুলত আল্লাহর রসূল বলেছেন হত্যা করে তার মাল লুণ্ঠনকারীর সম্বন্ধে।

(১)মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ১৭৩২২(২)ইমাম হাইশামি, মাজমাউজ জাওয়ায়িদ,হাদীস নং- ১২০৬৪(৩)ইবনে সা'দ, তাবকাতুল কুবরা,খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৯৭(৪)আল্লামা বালজুরি, আনসাবুল আসরাফ, খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৩১৪-৩১৫(৫)ইবনে হাজার আস্কালানি, আল ইসাবাহ, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৫৯(৬)ইবনে আসাকির, তারিখে দামিস্ক, হাদীস নং-৫১৫৬

উপরিউক্ত হাদিসও শিয়ারা, আমীর মুয়াবিয়া ও তার সৈনদল কে জাহান্নামি হিসাবে সাব্যস্ত করতে সচরাচর পেশ করে থাকে।

আমার জবাবঃ প্রথমত,উক্ত হাদিস দ্বারা আমীর মুয়াবিয়া সহ

পুরো দলকে জাহান্নামী বানানোর সুযোগ নেই। কারণ উক্ত হাদীসের কোন দলের ব্যপারে উল্লেখ নেই। শুধু যে ব্যক্তি হজরত আম্মার কে হত্যা করে তার মাল লুন্ঠন করবে তার ব্যাপারে বলা হয়েছে। যদি শিয়ারা পুরো দল কে জাহান্নামি বানাতে লাফালাফি জুড়ে দেয় তাহলে বলব,শিয়ারা কি নিয়ে লাফালাফি করল তাতে মুসলমান সমাজের কিছু যায় আসে না। যার সম্পর্কে এই ভবিষ্যৎ বানী ছিল, প্রতিপক্ষ হিসাবে সেই দলের সম্পর্কে তার কি অভিমত সেটাই বড় বিষয়।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كُنْتُ إِلَى جَنْبِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ بِصِفِّينَ , وَرُكْبَتِي تَمَسُّ رُكْبَتَهُ , فَقَالَ رَجُلٌ : كَفَرَ أَهْلُ الشَّامِ , فَقَالَ عَمَّارٌ : لَا تَقُولُوا ذَلِكَ نَبِيُّنَا وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ , وَقِبْلَتُنَا وَقِبْلَتُهُمْ وَاحِدَةٌ ; وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ مَفْتُونُونَ جَارُوا عَنِ الْحَقِّ , فَحَقَّ عَلَيْنَا أَنْ نُقَاتِلَهُمْ حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَيْهِ

হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়াজিদ বিন হারুন তিনি বলেন হাসান বিন হাকিম বর্ণনা করে বলেন জায়েদ বিন হারিস হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি সিফফিনের ময়দানে হজরত আম্মারের পাসেই ছিলাম আমার হাটু আর তার হাটু স্পর্শ করছিলো। তখন এক ব্যাক্তি বলে উঠলো শামিগন কুফর করেছে। তখন হজরত আম্মার বলেন এইভাবে বলোনা আমাদের নবী ও তাদের নবী এক আমাদের কিবলা ও তাদের কিবলা এক বরং বলো তারা অজ্ঞতা বসত সত্য থেকে সরে এসেছে। এটা আমাদের কর্তব্য যে তাদের সাথে ততক্ষন যুদ্ধ করি যতক্ষণ না তারা সত্যের দিকে ফিরে আসে। মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, হাদীস নং- ৩৭১৭৪

এবং এই বিষয়ে রসুলের ভবিষ্যৎবানীও রয়েছে যার দ্বারা বোঝা যায় পুরো দলকে জাহান্নামি বলার সুযোগ নেই।

حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عبيد الله بن أبي زياد حدثني عبد الكريم بن أبي المخارق حدثني سعيد بن عامر القرظي قال حدثتني أم عمارة حاضنة لعمار قالت اشتكى عمار قال لا أموت في مرضي حدثني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لا أموت إلا قتلا بين فئتين مؤمنتين

সাইদ বিন আলকারজি বয়ান করেন আম্মারের রাঃআঃ পরিসেবিকা উম্মে আম্মারা বলেন, হযরত আম্মার অসুস্থ্যতায় ভুগছিলেন। হজরত আম্মার বললেন আমি এই অসুস্থ্যতায় মৃত্যুবরণ করবো না, আমার হাবীব আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন,মোমিন দুই দলের মাঝে যুদ্ধ না হওয়া ব্যতীত আমি মৃত্যুবরণ করবো না।

(১)ইমাম বুখারী তারিখুল আওসাত, হাদীস নং-৩১২,(২)ইবনে আসাকির, তারিখে দামিস্ক, হাদীস নং-২০০৩৬(৩)কাঞ্জুল উম্মাল,হাদীস নং-৩৭৩৭৯

উক্ত হাদিসের আলোকে বলা যায়, জাহান্নামি হওয়ার হুকুমটি পুরো দলের উপর বর্তাবে না।

তৃতীয়ত, আল্লাহর রসূল একটি শর্ত সহ হুকুমটি বর্ণনা করেছেন। যখন উক্ত শর্ত পুর্ণ হবে তখনই উক্ত হুকুমটি তার উপর বর্তাবে নইলে নয়। এইবার প্রশ্ন হলো তার হত্যাকারী কে?সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা না করলে নয়। এই বিষয়ে তার হত্যার দায়ে দায়ী হিসাবে প্রসিদ্ধতা পেয়েছেন, তিনি হলেন হজরত আবু গাদিয়া। যার বিষয়ে সচারাচর শিয়ারা নিম্নউক্ত বর্ণনাটি পেশ করে।

حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى الْعَنَزِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ كُنَّا بِوَاسِطِ الْقَصَبِ عِنْدَ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ فَإِذَا عِنْدَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو الْغَادِيَةِ اسْتَسْقَى مَاءً فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ مُفَضَّضٍ فَأَبَى أَنْ يَشْرَبَ وَذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا أَوْ ضُلَّالًا شَكَّ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ فَإِذَا رَجُلٌ يَسُبُّ فُلَانًا فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَئِنْ أَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْكَ فِي كَتِيبَةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ إِذَا أَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ قَالَ فَفَطِنْتُ إِلَى الْفُرْجَةِ فِي جُرُبَّانِ الدِّرْعِ فَطَعَنْتُهُ فَقَتَلْتُهُ فَإِذَا هُوَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ قَالَ قُلْتُ وَأَيَّ يَدٍ كَفَتَاهُ يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ فِي إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ وَقَدْ قَتَلَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ

কুলসুম বিন জাবির হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একদা আব্দুল আ'লী বিন আমিরের নিকট আঁখ বাগানে বসেছিলো তখনই সেখানে উপস্থিত এক ব্যক্তি যার নাম আবু গাদিয়া ছিলো তিনি চাইলেন তখনই তাকে একটি চাঁদির পাত্রে পানি নিয়ে আসা হলো কিন্তু তিনি তা পান করতে অস্বীকার করে দিলেন। আর আল্লাহর নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে একটি হাদীস বর্ণনা করে বল্লেন, আল্লাহর নবী বলেছেন আমার পরে কাফির আর গুমরাহ হয়ে যেওনা যে একেঅপরের গর্দান উড়িয়ে দাও। হঠাৎ এক ব্যক্তি আর একজনকে উল্টোপাল্টা বলতে শুরু করে দিলো। আমি বললাম যে, আল্লাহর কসম যদি আল্লাহ আমাকে লস্করের মধ্যে তোমার বিরুদ্ধে শক্তি দান করে (তাহলে হিসাব নেবো)। ঘটনাবসত সিফফিন যুদ্ধের সময় তাকে আমি সাননেই পেলাম। সে রক্ষাকবচ পরিধান করেছিলো কিন্তু আমি সেই রক্ষাকবচের খালি যায়গায় আঘাত করলাম। পরে জানা গেলো তিনি আম্মার বিন ইয়াসির ছিলেন। তো আমি আফসোস

করে বললাম এটা কোন হাত যে চাঁদির পাত্রে পানি পান করতে অস্বীকার করছে? যদিও এই হাতই হজরত আম্মারকে শহিদ করে দিয়েছে। মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৬২৫৭ইমাম তাবারানি, ম'জামুল কাবির, হাদীস নং -১৭৫৪১ ইমাম আবু নুইয়েম, মারেফাতুস সাহাবা, হাদীস নং-৬৩২০

আলোচনাঃ উক্ত বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, হজরত আম্মারকে হত্যা করেছেন আবু গাদিয়া নামক একজন যিনি সিফফিন যুদ্ধে আমীর মুয়াবিয়ার পক্ষে ছিলেন। তবে লক্ষনীয় বিষয় হল রসুলের ভবিষ্যৎবানী ছিল হত্যা কারী ও লুন্ঠন কারী বিষয়ে। কিন্তু উক্ত বর্ণনা দেখলে বোঝা যায় হজরত আবু গাদিয়া তার মাল তো লুন্ঠন করেনই নি বরং তাকে উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে আম্মার হওয়ার কারণে হত্যাও করেননি। যেহেতু হজরত আম্মার কে তিনি দেখতে পাননি শুধু তার বিপক্ষে অস্ত্রধারী হিসাবে তার উপর প্রহার করেছেন মাত্র। তিনি সেই মুহুর্তে জানতেন না, তার বিপক্ষে অস্ত্রধারী ব্যক্তিটি আম্মার ছিলেন। তিনি পরে জানতে পেরেছিলেন সে ব্যক্তি আম্মার ছিল। অতএব এক্ষেত্রে রসুলের ভবিষ্যৎ বানী সম্পর্কিত শর্তটি পূরণ হয় না। যদি এর পরেও কেও আপত্তি করে তাহলে প্রশ্ন আসে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অস্ত্রধারী ব্যক্তির প্রথমে পরিচয় জেনে নিয়ে তারপর তার সাথে যুদ্ধ করা উচিৎ ছিল ?যুদ্ধক্ষেত্র নাকি আলাপচারিতার যায়গা?দ্বিতীয়ত, যদিও তিনি জেনে থাকেন তার সামনে যে ব্যক্তিটি অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনি হজরত আম্মার, তার মুকাবিলা না করে নিজের গর্দন হজরত আম্মারের কাছে দিয়ে, বলবেন মারুন আমাকে?আমি প্রহার করলে আমি জাহান্নামি আপনি প্রহার করলে আপনি জান্নাতি!এটা যুদ্ধক্ষেত্র প্রতিপক্ষ যেই হোক না কেণ সে যদি বিপক্ষকে প্রহার করতে আসে তাহলে তার প্রতিপক্ষও তার উপর প্রহার করবে। এটাই যুদ্ধের স্বাভাবিক রীতি। আর সেই প্রহার ও প্রতি প্রহারে হতাহত হওয়াটাও যুদ্ধের স্বাভাবিক রীতির মধ্যে পড়ে।

অতএব এক্ষেত্রে যদি হজরত্র আম্মার যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হয়েও থাকেন, তাহলে যুদ্ধের স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী হয়েছেন। কেণ যুদ্ধের রীতিই হল হতাহতের সম্ভবনা থাকবে। তাছাড়া উক্ত বর্ণনায় আরো একটি লক্ষনী বিষয় হল, তার দ্বারা হজরত আম্মার হত্যা হয়ে যাওয়ার পর তিনি আন্তরিক ভাবে অনুতপ্ত হয়েছেন যে, তার হাতে অজ্ঞাতবশঃত কি ঘটে গেলো। আর তার এই অনুতাপ তার ক্ষমা প্রার্থনার একটি ধাপ। অতএব সে ক্ষেত্রে তাকে জাহান্নামী বলার সুযোগ নেই।

চতুর্থত,কেও যদি তাকে হত্যা করে তার মাল লুণ্ঠন করে থাকে হাদিসের উক্ত হুকুম টি তার জন্যই শুধু প্রযোজ্য হবে,যেমন আরো বিস্তারিত যদি দেখি হজরত আবু গাদিয়ার প্রহারে হজরত আম্মারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার অনেক পরে জানতে পেরেছিলেন, তিনি হজরত আম্মার। এক্ষেত্রে মানে এটাই দাঁড়ায় তিনি হজরত আম্মার কে নিহত হতে দেখেনি, শুধু মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখেছেন মাত্র। মাটিতে লুটিয়ে পড়া ব্যক্তিটি মারা গেছে ধারণা করেছেন মাত্র এরও সম্ভাবনা থাকতে পারে। আর সেটাই হয়েছিল তিনি আঘাত করার পর হজরত আম্মার মাটিতে লুটিয়ে পড়লে অন্য অচেনা ব্যক্তি তাকে হত্যা করে, পুরস্কারের আশায় আমীর মুয়াবিয়া ও হজরত আমর বিন আ'সের নিকট যায়। তার প্রমাণ হিসাবে কয়েকটি দলিলঃ

হজরত আম্মারের আসল হত্যাকারি কে ?

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: شَهِدَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَمَلَ وَهُوَ لَا يَسُلُّ سَيْفًا، وَشَهِدَ صِفِّينَ، قَالَ: أَنَا لَا أَضَلُّ أَبَدًا بِقَتْلِ عَمَّارٍ فَأَنْظُرُ مَنْ يَقْتُلُهُ،

فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ» :تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ« ، قَالَ: فَلَمَّا قُتِلَ عَمَّارٌ، قَالَ خُزَيْمَةُ: قَدْ حَانَتْ لَهُ الضَّلَالَةُ، ثُمَّ أَقْرَبَ وَكَانَ الَّذِي قَتَلَ عَمَّارًا أَبُو غَادِيَةَ الْمُزَنِيُّ طَعَنَهُ بِالرُّمْحِ فَسَقَطَ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، وَكَانَ يَوْمَئِذٍ يُقَاتِلُ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ، فَلَمَّا وَقَعَ كَبَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ، فَاحْتَزَّ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَا يَخْتَصِمَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا يَقُولُ: أَنَا قَتَلْتُهُ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ» :وَاللَّهِ إِنْ يَخْتَصِمَانِ إِلَّا فِي النَّارِ« ، فَقَالَ عَمْرٌو: هُوَ وَاللَّهِ ذَاكَ، وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُهُ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي مُتُّ قَبْلَ هَذَا بِعِشْرِينَ سَنَةً

উমারাহ বিন খুজাইমাহ বিন সাবিত হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, খুজাইমাহ ইবনে সাবিত জামাল যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন অথচ তিনি তলওয়ার উত্তলন করেননি। এবং সিফফিনেও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন আমি কখনই আম্মার কে হত্যার দায়ে পথভ্রষ্ট হব না। তাই দেখব কে তাকে হত্যা করে। কেণ না আমি আল্লাহর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি তোমাকে এক বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।তিনি বললেন যখন হজরত আম্মার নিহত হল তখন তিনি বললেন তার পথ ভ্রষ্ট হওয়ার সময় হয়েছে। তারপর সেই সময় নিকট চলে এলো। যে ব্যক্তি আম্মার কে হত্যা করেছিল তিনি হলেন আবু গাদিয়া আল মুজনি যিনি বর্শা দিয়ে তীক্ষ্ণ আঘাত করলে হজরত আম্মার মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তারপরেও তিনি যুদ্ধ করছিলেন যতক্ষণ না তিনি নিহত হয়ে যান।যখন তিনি যুদ্ধ করছিলেন তখন তিনি চুরানব্বই বছরের বৃদ্ধ। অচেনা একটি লোক তার দেহের উপর ঝাপিয়ে পড়ল এবং তার মাথা কেটে আলাদা করে ফেল্লো। তখন তারা একে অপরের সাথে বিতর্ক শুরু করে দিল এবং তাদের মধ্যে থেকে প্রত্যেকে দাবী করল আমি তাকে হত্যা করেছি।তখন আমর বিন আ'স বললেন আল্লাহর কসম, জাহান্নাম ছাড়া কিছুর জন্য ঝগড়া করছ না।

আল্লাহর কসম এই হল সেই ব্যক্তি। আল্লাহর কসম আমি তাকে চিনি না। আমি পছন্দ করি যে আমি এই দিনের কুড়ি বছর আগে মারা যেতাম। হাকিম আল মুস্তাদরাক, খন্ড-৩',পৃষ্ঠা-৪৩৪

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي أَسْوَدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ خُوَيْلِدٍ الْعَنَزِيِّ ، قَالَ : إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي رَأْسِ عَمَّارٍ , كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ : أَنَا قَتَلْتُهُ , قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو : لِيَطِبْ بِهِ أَحَدُكُمَا نَفْسًا لِصَاحِبِهِ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ , فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : أَلَا تُغْنِي عَنَّا مَجْنُونَكَ يَا عَمْرُو , فَمَا بَالُكَ مَعَنَا ؟ قَالَ : إِنِّي مَعَكُمْ وَلَسْتُ أُقَاتِلُ , إِنَّ أَبِي شَكَانِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَطِعْ أَبَاكَ مَا دَامَ حَيًّا وَلَا تَعْصِهِ فَأَنَا مَعَكُمْ , وَلَسْتُ أُقَاتِلُ

হজরত হানজালা বলেন আমি আমীর মুয়াবিয়ার কাছে বসেছিলাম দুজন ব্যক্তি হজরত আম্মারের মস্তক নিয়ে এসে,একে অপরের সাথে বিতর্ক শুরু করে দিল। প্রত্যেকে দাবী করতে লাগলো যে আমি তাকে আমি হত্যা করেছি। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বললে তোমাদের দুজনকেই একে অপরের কারণে পরিত্যাগ করতে হবে?কেণ না আমি রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তাকে এক বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। আমীর মুয়াবিয়া বললেন, হে আমর বিন আ'স যদি তোমার পাগলামি আমাদের উপকারে না আসে তাহলে আমাদের বিষয়টা কি হবে? তিনি উত্তর দিলেন আমি আপনাদের সাথে আছি কিন্তু আমি কাওকে হত্যা করবো না। আমার পিতা আমার সম্বন্ধে রসুলের নিকট নালিশ করেছিলেন তখন রসূল

আদেশ করলেন তুমি তোমার পিতার হায়াত থাকা পর্যন্ত তাকে অনুসরণ কর এবং তাকে অমান্য করোনা। তাই আমি আপনাদের সাথে আছি কিন্তু আমি কতল করবো না।

মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ,কিতাবুল জামাল ওয়া সিফফিন ওয়া খাওয়ারিজ, বাব -জাঙ্গে সিফফিন হাদীস নং- ৩৭৮৪৫

حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو: أن رجلين أتيا عمرو بن العاص يختصمان في دم عمار بن ياسر وسلبه. فقال عمرو: خليا عنه، فإني سمعت رسول الله يقول : اللهم أولعت قريش بعمار، إن قاتل عمار وسالبه، في النار»

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স হইতে বর্ণিত যে তিনি বলেন দুই ব্যক্তি আমর বিন আ'সের কাছে এসে, হজরত আম্মার বিন ইয়াসিরের হত্যা তাকে লুট করা নিয়ে ঝগড়া করছিল।তখন হজরত আমর বিন আ'স বললেন,তোমরা ওটি কে ছেড়ে দাও কেণ না আমি আল্লাহর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন হে আল্লাহ আপনি আম্মার কে কুরাইশ রা কষ্ট দিয়েছে। যদি তাকে হত্যা করে তাকে লুট করে সে জাহান্নামে।হাকিম আল মুস্তাদরাক,খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা – ১৯৮

অতএব উক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায়,রসুলের ভবিষ্যৎ বানীটি শর্ত সাপেক্ষ । যদি কেও সেই শর্তের আওতায় পড়ে তবে হুকুমটি তার উপর বর্তাবে, নৈলে নয়। যারা বা যে ব্যক্তি দুজন বা একজন এই কর্মকাণ্ডে জড়িত তাদের উপর উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে

পুরো দলের উপর নয়।এক্ষেত্রে পুরো দলের উপর সেটা থুপে দেওয়ার কোন অর্থ নেই।এবং এও জানা যায় একেবারে অচেনা ব্যক্তি হজরত আম্মার কে হত্যা করে। সম্ভবনা আছে যে, পুরুস্কারের আশায় কোন বহিরাগত তাঁকে হত্যা করেছিল। নৈলে আমীর মুয়াবিয়ার কাছে মাথা কেটে নিয়ে যাওয়ার কোন কারণই নেই। যেহেতু শিয়ারা প্রত্যেক বিষয়ে ফাঁক ফোকর খুঁজে বেড়ায়। কিভাবে সেই বিষয়ে নিত্যনতুন আপত্তির উদ্ভব ঘটাতে হবে তারা সবসময়ই সুযোগে থাকে। তাই উক্ত বিষয়ের জবাবের পর শিয়ারা কোন না আপত্তির সুযোগ খুঁজবে। তারাা হয় তো আমীর মুয়াবিয়ার উপর আঙুল তুলতে গিয়ে বলতে পারে,যদিও বহিরাগত ছিল তখন তিনি সেই মুহুর্তে শাস্তি দিলেন না কেণ? যদি শিয়ারা এই আপত্তি তোলে তাহলে জামাল যুদ্ধের সময় জুবাইর বিন আওয়ামের মস্তক কেটে নিয়ে মওলা আলীর কাছে নিয়ে গেলে, তিনি সেই মুহুর্তে সাজা দেননি কেণ এ প্রশ্নের জবাবও তাদের দিতে হবে। নিম্নে সে দলীল উল্লেখ করা হলোঃ

قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ زَائِدَةَ بْنِ نَشِيطٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ يَعْنِي الْوَالِبِيَّ قَالَ : دَعَا الْأَحْنَفُ بَنِي تَمِيمٍ فَلَمْ يُجِيبُوهُ ، ثُمَّ دَعَا بَنِي سَعْدٍ فَلَمْ يُجِيبُوهُ ، فَاعْتَزَلَ فِي رَهْطٍ ، فَمَرَّ الزُّبَيْرُ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ : ذُو النِّعَالِ ، فَقَالَ الْأَحْنَفُ : هَذَا الَّذِي كَانَ يُفْسِدُ بَيْنَ النَّاسِ ، قَالَ : فَاتَّبَعَهُ رَجُلَانِ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ فَحَمَلَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا فَطَعَنَهُ ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ ، وَجَاءَ بِرَأْسِهِ إِلَى الْبَابِ فَقَالَ : ائْذَنُوا لِقَاتِلِ الزُّبَيْرِ ، فَسَمِعَهُ عَلِيٌّ فَقَالَ : بَشِّرْ قَاتَلَ ابْنِ صَفِيَّةَ بِالنَّارِ ، فَأَلْقَاهُ وَذَهَبَ

আবু খালিদ ওয়ালিবি হইতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আহনাফ বনি তামিম গোত্র কে আওয়াজ দিয়েছিলেন তখন তারা সাড়া দেননি। তারপর বানু সা'দ কে আওয়াজ দিয়েছিলেন তখন তারা সাড়া দেননি। তখন তিনি তার দল ত্যাগ করেন এবং জুবাইর ঘোড়ার উপর চড়ার জন্য গেলেন । যাকে চপ্পল ওয়ালা বলা হতো। আহনাফ বলেন এই ব্যক্তি মানুষজনের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করে। তিনি বলে তখন তার সাথে দুই ব্যক্তির তাকে ধাবিত করল। এবং তাকে চেপে ধরল তাদের মধ্যে একজন তাকে ছুরি আঘাত করল।অন্যজন তাকে চেপে ধরে থাকল তারপর তাকে হত্যা করে দিল। সে তার মাথা নিয়ে দরজায় হাজির হয়ে বলল জুবাইরের হত্যাকারী কে অনুমতি দিন। মওলা আলী তা শুনে বললেন ইবনে সাফিয়ার হত্যাকারী কে জাহান্নামের সংবাদ দাও। তখন সে সেটাকে ফেলে দিয়ে চলে গেল। তাবকাত ইবনে সা'দ, বর্ণনা নং-২৮৭৫

অতএব কোন আপত্তি তোলার আগে উক্ত বর্ণনাটি একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে যেন আপত্তি তোলে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকটাত্মীয় কারা ?

চতুর্থ আপত্তিঃ এই আপত্তিটি সাধারণত কুরানের একটি আয়াত কে কেন্দ্র করে। যার ভিত্তিতে শিয়া ও তাদের অনুসারী রা আমীর মুয়াবিয়া কে আহলে বাইত বিরোধী বানিয়ে তার উপর আক্রমণ করার চেষ্টা করে। নিম্নোক্ত আয়াতটি হল তাদের আপত্তির ভিত্তি। قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

হে রসূল বলে দিন আমি তোমাদের কাছ থেকে কুরবার ভালবাসা ব্যতীত কোন কিছুর পারিশ্রমিক চাইনা।সুরা আস শুরা, আয়াত -২৩

উক্ত আয়াতের আলোকে শিয়া ও তাদের অনুসারীদের অভিমত হলোঃ যেখানে আহলে বাইতের প্রতি মাওয়াদ্দাত বা নিঃস্বার্থ ভালবাসা কে আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন সেখানে মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাদিআল্লাহু আনহু) আহলে বাইতের এক সদস্যের সাথে যুদ্ধ করেছেন। তাদের মতে, এটাই নাকি তার জাহান্নামে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নাউজুবিল্লাহ!

আমার জবাবঃ প্রথমত, উক্ত আয়াতটি তে আহলে বাইত শব্দটি উল্লেখ নেই,বরং কুরবাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। শিয়ারা উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে অত্যন্ত চালাকির সাথে তালগোল পাকিয়ে কুরবা কে আহলে বাইত বলে প্রচার করে এসেছে। , যার দ্বারা তারা নিজের মতাদর্শ কে প্রতিষ্ঠিত করতে অনেক অংশে সক্ষমও হয়েছে। অথচ কুরবা শব্দটি অর্থ যদি আমরা দেখি তাহলে আহলে আবিধানিক ভাবে বংশ সুত্রে আত্মীয়- স্বজন। القربى: فعلى من القرابة، وهو قرب من النسب الظاهر أو الباطن

কুরবা মূলত কারাবাহ থেকে এসেছে এবং ইহা বংশ সুত্রে জাহিরি কিংবা বাতিনি নৈকট্য কে বোঝায়।

(১)কিতাব- ইমাম মানাওয়ি, আত তাওকিফ আলা মুহিম্মাতিল তারিফ, পৃষ্ঠা-২৬৯

(২)কিতাব -ফাইজুল কাদির, পৃষ্ঠা- ৯৫

القرابة والقربى: الدنو في النسب

আল কারাবাহ ওয়াল কুরবাঃইহার অর্থ হলো বংশ সুত্রে নৈকট্যতা।
ইবনে মাঞ্জুর, লিসানুল আরব, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-৬৬৫

অতএব বোঝা গেল কুরবা বলতে তাদের কে বোঝায়, যারা বংশ সুত্রে স্বজন বা নিকট আত্মীয়। অতএব আহলে বাইত কে কুরবা বলে চালিয়ে দেওয়া এটা শিয়াদের চালাকি ছাড়া কিছু না। এবং তাদের অতিরঞ্জন মতবাদ কে প্রচার করতে কৌশল মাত্র । তারা পরিবার (আহলে বাইত) ও বংশ সুত্রে আত্মীয়দের, অর্থগত ভাবে তালগোল পাকিয়ে নিজেদের অতিরঞ্জন মতবাদের ধারা কে এতদিন বজায় রাখতে পেরেছে। জনসাধারণ কে প্রতারণার মাধ্যমে ভুল তথ্যের মাধ্যমে বিভ্রান্ত করে এসেছে।

দ্বিতীয়ত,কুরবা অর্থ যদি বংশ সুত্রে আত্মীয়-স্বজন হয়ে থাকে। তাহলে সেই অনুযায়ী আমরা জানি আল্লাহর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বংশগত দিক থেকে মূল ভাবে কুরাইশ বংশের ছিলেন এবং শাখা গত ভাবে হাশেমী। তাই সেই অনুযায়ী তার কুরবা বলতে কুরাইশ বংশের আত্মীয়দের বোঝাবে।যেমন নিম্নোক্ত বর্ণনাটি তারই প্রমাণ

প্রথম বর্ণনাঃ

قال أخبرنا سعيد بن منصور أخبرنا هشيم قال أخبرنا داود عن الشعبي قال أكثروا علينا في هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فكتب إلى بن عباس فكتب بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أوسط النسب في قريش لم يكن حي من أحياء قريش إلا وقد ولدوه فقال الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجرا إلا المودة تودوني لقرابتي وتحفظوني في ذلك

ইমাম ইবনে সা'দ বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন সাঈদ বিন মান্সুর। তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন হাশিম। তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন দাউদ তিনি বলেন শা'বি হইতে বর্ণিত তিনি বলেন বেশীর ভাগ লোক আমাদের নিকট এই আয়াত قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এলে তিনি ইবনে আব্বাসের নিকট চিঠি লিখলেন তার উত্তরে হজরত ইবনে আববাস লিখলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ বংশের হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে এমন কোন খানদান ছিল না যাদের সঙ্গে আপনার জন্মসুত্রে সম্পর্ক ছিল না। আর আল্লাহর রসূল বলেন আপনি বলে দিন (আয়াত) إلا المودة... আমার আত্মীয়তার কারণে আমাকে ভালবাস এবং সেই কারণে আমার হিফাজত করো, এছাড়া তোমাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার আর কোন প্রতিদানই চাই না। (১)হাকিম আল মুস্তাদরাক, হাদিস নং -৩৭১২(২)তাবকাত ইবনে সা'দ, খন্ড -১, পৃষ্ঠা-২১

দ্বিতীয় বর্ণনাঃ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: {إِلَّا المَوَدَّةَ فِي القُرْبَى} [الشورى: 23]- فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: قُرْبَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَجِلْتَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ، إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ، فَقَالَ: «إِلَّا أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ القَرَابَةِ»

হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে বাশশার,(তিনি বলেন) আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন জাআফার.. তিনি বলেন আমাকে হাদীস শুয়েবা আব্দুল মালিক বিন মাইশারাহ থেকে বর্নণা

করেন.... তিনি বলেন তাউস থেকে বলতে শুনেছি ইবনে আব্বাস (রাঃআঃ)বর্ণনা করেন যে, একদা তাকে إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সাঈদ ইবনে জুবায়ির (রাআঃ) বললেন, ইহার অর্থ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারের ও আত্মীয়বর্গ। ইবনে আব্বাস (রাআঃ) বললেন, তুমি তাড়াহুড়া করেছো। কুরাইশের এমন কোন কবিলা ছিল না যার সহিত নবীএ রাহমাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আত্মীয়তা ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বলেন আমার এবং তোমাদের মাঝে যে আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে তার ভিত্তিতে তোমরা আমার সঙ্গে আত্মীয়সুলভ আচরণ কর। এই আমি তোমাদের থেকে কামনা করি।

(১)সহি বুখারী,কিতাবুল তাফসীর, বাব কওলাহু তাআলা ইল্লাল মুয়াদ্দাতা ফিল কুরবা হাদিস নং-৪৪৫৬(২)তাফসীরএ ইবনে কাসীর,সুরা-শুরা,আয়াত নং-২৩

(২)তাফসীরে তাবারী,সুরা -শুরা, আয়াত-২৩

উক্ত বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ বংশের ছিলেন এবং তারাই ছিল তাঁর কুরবা। তাই শুধু তাঁর আহলে বাইত নয়, যত কুরাইশি গোত্র ছিল সবাই তাঁর কুরবা বলে বিবেচিত।কিন্তু শিয়ারা যেহেতু ধূর্ত তাই এত দিন মাওয়াদ্দাতের সম্পর্ক কুরবার দিকে করে এসেছে। যাতে তারা সহজেই উক্ত আয়াতের মাধ্যমে কুরবা বলতে শুধু আহলে বাইত বলে প্রচার করতে পারে। কুরবা বলতে রসুলের, কুরাইশ গোত্রের আত্মীয়-স্বজন প্রমাণ করার চেষ্টা করলে,আবু লাহাব ও আবু জেহেলও তো কুরাইশ বংশের ছিল বলে আপত্তি ছুড়ে দিতে পারে। মাওয়াদ্দাতের সম্পর্ক টা কুরবার দিকে করে শিয়ারা অনেক অংশে কেল্লা ফতে করতে পেরেছে। যে কারণে অনেক সুন্নি দরবার, তাদের প্রতারণার শিকার হয়ে তাদের দ্বারা

প্রভাবিত হয়েছে। অথচ মাওয়াদাতের সম্পর্ক কুরবার সঙ্গে নয় বরং রসুলের দিকে। যা উপরিউক্ত বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়। আসলে কুরাইশদের সঙ্গে রসুলের যেহেতু আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল, অন্তত সেই আত্মীয়তার কারণে তাঁকে যেণ তারা ভালবাসে। এছাড়া তিনি কোন প্রতিদান চান না এটাই হলও উক্ত আয়াতের আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু এই বিষয়ে শিয়াদের কাছেও একটি দলীল আছে। যার মাধ্যমে তারা নিজেদের মতাদর্শ কে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তাদের দাবীর দলীল হল নিম্নোক্ত বর্ণনাটি।

حدثنا محمد بن عبد الله ، ثنا حرب بن الحسن الطحان ، ثنا حسين الأشقر ، عن قيس بن الربيع ، عن الأعمش ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما نزلت : قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قالوا : يا رسول الله ، ومن قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم ؟ قال : " علي وفاطمة وابناهما "

.হজরত ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যখন এই আয়াত নাজিল হলো হে নবী বলুন এ কাজের জন্য আত্মীয়তার ভালবাসা ব্যতীত তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না।তারা জিজ্ঞাসা করলে হে আল্লাহর রসূল আপনার সেই কারাবাতদার কারা যাদের ভালবাসা আমাদের উপর ওয়াজিব করা হয়েছে...?আল্লাহর রসূল ফরমালেন আলী ফাতেমা ও তার দুই পুত্র।

(১)ম'জামুল কাবীর, হাদীস নং-২৬৪১(২)মাজমাউজ জাওয়াইদ, কিতাবুত তাফসীর,হাদীস নং-১১৩২৬(৩)তাফসীরে কিসাফ, সুরা আসশুরা,আয়াত-২৩ এর তাফসীর(৪)তাসীরে বাইজাওয়ি,সুরা আস শুরা আয়াত-২৩ এর তাফসীরে(৫)তাফসীরে কুরতুবি সুরা আস শুরা, আয়াত-২৩ এর তাফসীরে(৬) ফাজাইলুস সাহাবা, হাদীস নং -১১৪১

উক্ত হাদীসটি শিয়াদের কুরবা সম্পর্কিত মতবাদের অন্যতম সমর্থক দলীল। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট করে বলা ভাল, কোন কিছু বর্ণিত থাকা দ্বারা সেটা সত্য বলে সবসময় বিবেচিত হয় না। সত্য বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য বর্ণিত বিষয়টি প্রমাণিত কিনা তা স্পষ্ট হওয়া লাগবে। যা নির্ভর করবে সাক্ষ্য টা কিরুপ, তার উপর ! যদি উক্ত হাদিসের রাবির সিল সিলা যদি দেখা যায় তাহলে উক্ত হাদিসের মুল রাবি হলেন হজরত ইবনে আব্বাস। আর আমরা দেখেছি ইবনে আব্বাস নিজেই বলেছেন বংশ সুত্রে, কুরাইশের গোত্রের আত্মীয়-স্বজন হলো রসুলের কুরবা। অথচ উক্ত বর্ণনায় হজরত ইবনে আব্বাস রসূল থেকে বর্ণনা করছেন, কুরবা বলতে মওলা আলী, হজরত ফাতেমা ও তাদের সন্তানদ্বয়। অর্থাৎ তার ভাষ্য ও রসূল থেকে তার বর্ণনার মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ দেখা যায় যা কখনই সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে হয় তাকে মিথ্যাবাদী মানতে হবে (নাউযুবিল্লাহ) নয় প্রমাণিত বর্ণনা কে অস্বীকার করতে হবে । রসুলের সুত্রে তার বর্ণনা তারই বক্তব্যের সঙ্গে সংঘর্ষ দেখা দেয় যা সাধারণত বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। অতএব সেক্ষেত্রে এটার সমাধানের প্রয়োজনও হয়ে পড়ে। তাই উক্ত হাদিসটি সত্যের মাপকাঠির উপর উত্তীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে,যাচাই-বাছাই করা একান্ত প্রয়োজন। আর উক্ত বর্ণনার সনদ হলো এই রুপঃ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেছেন হারব বিন হাসান আল তাহহান থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন হুসাইন আল আস্কার থেকে। তিনি কাইস বিন রাবিয়া থেকে। তিনি সুলাইমান আল আ'মিস থেকে তিনি সাঈদ ইবনে জুবায়ের থেকে। তিনি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। আর বর্ণনার সনদ পর্যালোচনা করলে আমার পাই, দুজন রাবী চরমভাবে বিতর্কিত।

প্রথমত,হুসাইন আল আস্কার, সে একজন একজন শিয়া মতাদর্শের এবং মিথ্যুক রাবী।

حدثنا إبراهيم بن عبد الوهاب قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله: حسين الأشقر تحدث عنه؟، فقال لي: لم يكن عندي ممن يكذب في الحديث وذكر عنه التشيع

ইবরাহীম বিন আব্দুল ওয়াহাব বলেন আমাকে বর্ণনা করেছেন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হানি আল আসরাম। তিনি বলেন আমি আবু আব্দুল্লাহ কে হুসাইন আল আস্কার থেকে তিনি বর্ণনা করেন কিনা জিজ্ঞাসা করলে, তিনি আমাকে উত্তর দেন এমন কেও নেই যে আমার নিকট শাক্ষ দিয়েছে সে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করত। এবং তারা তাকে শিয়া হিসাবে উল্লেখ করেছে।

(১)জ'ওফাউস সাগির, খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৩২৩(২)আল আল্লাল রিওয়াইয়াতে আব্দুল্লাহ, খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৪৭৫

حدثنا عبد الرحمن قال سئل أبو زرعة عن الحسين الاشقرفقال: هو شيخ منكر الحديث

আমাকে বর্ণনা করেছেন আব্দুর রাহমান তিনি বলেন ইমাম আবু জারাহ কে হুসাইন আল আস্কার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন সে মুনকারুল হাদিসের শায়েখ ছিল।

ইবনে আবি হাতিম রাজি,জিরাহ ওয়া তাদিল, রাবি নং-২২০

وقال الأزدي : وضعيف، سمعت أبا يعلى قال: سمعت أبا معمر الهذلى يقول: الأشقر كذاب

আল আজাদি বলেন সে জইফ ছিলো, আমি আবু ইয়ালা থেকে শুনেছি তিনি বলেন আমি আবু মা'মার হাজলিকে বলতে

শুনেছি, আল আস্কার কাজ্জাব ছিলো।

(১)মুসনাদে আবু ইয়ালা, খন্ড-১২ পৃষ্ঠা-১৩০(২)তাহজিবুল কামাল ফি আসমাউ রিজাল, খন্ড- ৬, পৃষ্ঠা-২৬৯(৩)তাহজীবুত তাহজীব খন্ড-২ পৃষ্ঠা-২৯২

দ্বিতীয়ত, কায়েস বিন রাবিয়া নামক রাবি। সেও একজন চরম সমালোচিত ও বিতর্কিত।

قيس بن الربيع قال حرب بن إسماعيل: قلت لأحمد بن حنبل: قيس بن الربيع أيّ شيء ضعّفه؟ قال: روى أحاديث منكَرة.

হারব বিন ইসমাইল বলেন আহমাদ বিন হাম্বালকে জিজ্ঞাসা করা হলো কাইস বিন রাবেয়ায় কি কোন দুর্বলতা ছিলো? তিনি উত্তর দিলেন সে মুনকার হাদীস বর্ণনা করতো

(১)তারিখে বাগদাদ,খন্ড-১২,পৃষ্ঠা-৪৫৬(২)ত্যাহজিবুল কামাল, পৃষ্ঠা-৩৭(৩)সিয়ারু আলামিন নুবালায়ে, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪১(৪)ইবনে হাজার আসকালানি ত্যাহাজিবুত ত্যাহজিব,খন্ড-৮,পৃষ্ঠা -৩৫০

وقال النسائي : متروكএবং ইমাম নাসায়ি বলেন সে মাতরুক ছিলো।সিয়ারু আলামিন নুবালা,খন্ড-৮,পৃষ্ঠা-৪১

قيس بن الربيع الأسدي، أبو محمد الكوفي قال ابن هانئ: وسئل عن: قيس بن الربيع؟ فقال: ليس حديثه بشيء.
নাম হল.কাইস বিন রাবেয়া আসাদি আবু মুহাম্মাদ কুফি

ইবনে হানি বলেন কাইস বিন রাবেয়া সম্বন্ধ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন তার কোন হাদীস গ্রহনযোগ্য নয়।

মাসায়েলে ইবনে হানি প্রশ্ন নং – ২২৬৭

حَدَّثَنَا ابن أَبِي عصمة، حَدَّثَنا أَبُو طالب قلت يعني لأحمد بن حنبل قيس لم ترك الناس حديثه، قَال: كَانَ يتشيع وكان كثير الخطأ فِي الحديث.

আমাকে বর্ণনা করেছেন আবু আস্বমা তিনি বলেন আমাকে বর্ণনা করেছেন আবু তালিব বলেন আমি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালকে জিজ্ঞাসা করলাম কাইস বিন রাবেয়ার হাদীস লোকে ত্যাগ করে কেণ? তিনি উত্তর দিলেন সে শিয়া ছিল এবং তার হাদীসে প্রচুর পরিমাণে দোষ ত্রুটি থাকত।আল কামিল, খন্ড-৭ পৃষ্ঠা -১৫৭

قال حرب: قلت لأحمد: قيس بن الربيع أي شيء ضعفه؟ قال: روى أحاديث منكرة، وقد كان يتشيع

হারব বলেন আমি ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞাসা করলাম কাইস বিন রাবেয়ার মধ্যে জওফাত ছিলো? তিনি উত্তর দিলেন সে মুনকার হাদীস বর্ণনা করত এবং নিঃসন্দেহে সে একজন শিয়া ছিল। মাসায়েলে হারব পৃষ্ঠা- ৪৪৯

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায়,শিয়াদের কুরবা সম্পর্কিত হাদিসটি শিয়া ও মিথ্যাবাদী সাক্ষ্যের উপর নির্ভর।তাই উসুলে হাদিস অনুযায়ী বর্ণনাটি সত্যের মাপকাঠির উপর উত্তীর্ণ হয় না। যেখানে দুর্বল বর্ণার সঙ্গে সহি ও প্রমাণিত বর্ণনা সংঘর্ষ হলে দুর্বল কে প্রত্যাখ্যান করা হয়।সেখানে মিথ্যা সাক্ষ্য নির্ভর বর্ণনা কে দলীল হিসাবে নেওয়া প্রশ্নই আসে না। সম্ভবতঃ মিথ্যা হাদিসটি মিথ্যা সাক্ষ্য নির্ভর হওয়ার কারণেই হজরত ইবনে আব্বাসের ভাষ্যের সাথে সংঘর্ষ দেখা দিচ্ছে ।তাই যেটা হজরত ইবনে আব্বাস থেকে প্রমাণিত সেটাই গ্রহনযোগ্য হবে। যেহতু তার প্রমাণিত মত, কুরাইশ গোত্রের আত্মীয়-

স্বজন হল কুরবা তাই সেটাকেই সঠিক বলে মেনে নিতে হবে। এছাড়া এই বিষয়ে আরো অনেক দলীল আছে যার দ্বারাও বোঝা যায়, রসুলের কুরবা বলতে কুরাইশি আত্মীয়-স্বজন গন।

وَقَالَ اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ مُحَمَّدٌ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : ذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَ أُنَاسٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ إِلَى عَائِشَةَ ، وَكَانَتْ أَرَقَّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ ، لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আল্লাইস বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু আসওয়াদ মুহাম্মাদ তিনি বলেন উরওয়াহ বিন জুবাইর হইতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃআবদুল্লাহ্ ইবন জুবায়র (রাঃআঃ) কুরাইশের একটি শাখা গোত্র বনূ যুহরার কতিপয় লোকের সঙ্গে ‘আয়েশার (রাঃআঃ) নিকটে হাযির হলেন। তারা আল্লাহর রসূল সাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবা হওয়ার কারণে হজরত ‘আয়েশা (রাঃআঃ) তাদের প্রতি অত্যন্ত নম্র ও দয়ার্দ্র ছিলেন।সহি বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস নং-৩৩৪২

বানু জোহরা একটি কুরাইশি গোত্র যাদের সঙ্গে রসুলের(সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরবার সম্পর্ক ছিল, যা হাদিসটি দ্বারা জানা যায়। যে কারণে হজরত আয়েশা তাদের প্রতি অত্যন্ত নম্র ও দয়ার্দ্র ছিলেন।অতএব উক্ত হাদিসটিও প্রমাণ করে রসুলের কুরবা বলতে কুরাইশ গোত্র কে বোঝায়।

حدثنا الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني

عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا

আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল করলেন, ''আপনি আপনার নিকটাত্মীদেরকে সতর্ক করে দিন'' । তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন এবং বললেন, "হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা আত্মরক্ষা কর। আল্লাহর মোকাবেলায় আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে বানূ আব্দ মানাফ! আল্লাহর মোকাবেলায় আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে 'আব্বাস ইবনে 'আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহর মোকাবেলায় আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। হে সাফিয়্যাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফুফু, আল্লাহর মোকাবেলায় আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। হে মুহাম্মদ এর মেয়ে ফাতিমাহ! আমার ধন-সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। আল্লাহর মোকাবেলায় আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না।

(১)সহি বুখারী, হাদীস নং-৪৫১১(২)সহি মুসলিম, কিতাবুল ইমান, হাদীস নং-৩৩৭(৩)সুনানুল কুবরা লিল নাসায়ি,হাদীস নং-১০০০২(৪)সুনানে দারমী, কিতাবুল রিকাক, হাদীস নং-২৭৭০(৫)মুসনাদে আহমাদ,হাদীস নং- ১০৫৩৭(৬)সহি ইবনে হিব্বান,হাদীস নং- ৬৬৫৮(৭)ইমাম বাইহাকি, সুনান আল কুবরা, হাদীস নং- ১১৮৫৫(৮)ইমাম তাবারানি, ম'জামুল আওসাত, হাদীস নং- ৮৭৪৮(৯)শারাহ মানিউল আসার, হাদীস নং-৪৯১৭(১০)ম'জামুল আরাবী, হাদীস নং-১১৬৯(১১)মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস নং-৬১৯৭

উক্ত হাদীসটি , কুরানের আয়াত وأنذر عشيرتك الأقربين আপনি আপনার কুরবা বা নিকট আত্মীয়দের ভীত প্রদর্শন করুন ইহার শানে নুজুল। যার দ্বারা বোঝা যায়, আয়তটি কুরাইশদের উদ্দেশ্যে নাজিল

হয়েছিল।এবং উক্ত বর্ণনায় দুটি শব্দ লক্ষনীয়, প্রথম হলো عشيرة দ্বিতীয় হলো الأقربين। আশিরাতের অবিধানিক অর্থ হলো আত্মীয় আর আকরাবিন হলো কুরব শব্দের বহুবচন অর্থাৎ এমন আত্মীয় যারা নৈকট্যশীল তারাই আশিরাতাল আকরাবিন । অর্থাৎ বলা যায়, যারা বংশ সুত্রে রসুলের আত্মীয় তারাই হলো কুরবা।তাই সেই দিক থেকে যদি দেখা যায় আমীর মুয়াবিয়াও রসুলের কুরবার অন্তর্ভুক্ত করলে ভুল হবে না। কেণ না একদিকে তিনি শ্বশুর বাড়ির আত্মীয় অপর দিকে কুরাইশ গোত্রের।আর তাদের সম্পর্কে আল্লাহর রসূল বলেন

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثنا أَبُو سَعِيدٍ ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَتْنَا أُمُّ بَكْرٍ بِنْتُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : فَاطِمَةُ مُضْغَةٌ مِنِّي يَقْبِضُنِي ، مَا قَبَضَهَا وَيَبْسُطُنِي مَا بَسَطَهَا ، وَإِنَّ الْأَنْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ غَيْرَ نَسَبِي وَسَبَبِي وَصِهْرِي

*হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু আব্দুল্লাহ আল হাফিজ, তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেব আহমাদ বিন জা'ফার কাতায়ি তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বাল তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আমার পিতা তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এক বানু হাশিমের দাস সাঈদ। তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন জা'ফার।তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উম্মে বাকার বিনতে মুসাওয়ার বিন মুখরামাহ। তিনি বলেন উবাইদুল্লাহ বিন আবু

রাফে হইতে বর্ণিত তিনি বলেন মুসাওয়ার বিন মুখরামা বর্ণনা করেন আল্লাহর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ফাতেমা আমার মাংশ পিন্ডের অংশ যার দ্বারা সে অস্থির হয় তার দ্বারা আমি অস্থির হই। যার দ্বারা সে খুশি হয় তার দ্বারা আমি খুশি হই।নিশ্চই আমার বংশগত সম্পর্ক ও গোলামির সম্পর্ক ও আমার শ্বশুর বাড়ির সাথে সম্পর্ক ব্যতীত সবাইয়ের বংশগত সম্পর্ক, গোলামির সম্পর্ক ও শ্বশুর বাড়ি সাথে সম্পর্ক কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে ।

মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৮১৪৯হাকিম আল মুস্তাদরাক, হাদীস নং – ৪৭৩০ইমাম বাইহাকি সুনান আল কুবরা, হাদীস নং-১২৫৪৪ ও ১২৫৪৫ইমাম ইবনে হাজার আস্কালানি, মাতেলেবুল আলিয়া,হাদীস নং-৪০৫১

উক্ত বর্ণনাটি শিয়া, নিম রাফজি ও তাদের অনুপ্রাণিত দরবারিদের গালে চাপটাঘাত মারে। কেণ না উক্ত হাদিস দ্বারা বোঝায় রসুলের সঙ্গে যার বংশসুত্রে সম্পর্ক ও শ্বশুর বাড়ির সম্পর্ক আছে তা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। অতএব উক্ত হাদিসের আলোকে বলা যায় কিয়ামত পর্যন্ত রসুলের সাথে আমীর মুয়াবিয়ার সম্পর্ক না বংশীয় সুত্রে বিচ্ছিন্ন হবে, আর না শ্বশুর বাড়ির তরফ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। শিয়ারা যত তাদের মনগড়া মতবাদ নিয়ে লাফালাফি করুক না কেণ হাজারো চেষ্টা করলেও সেই সম্পর্ক ছিল, আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বজায় থাকবে।

এছাড়া উক্ত বর্ণনায় আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, উক্ত বর্ণনায় صِهْرٍ শব্দটি যার একটি অর্থ শাল্যকও হয়। অর্থাৎ যদি উক্ত ইবারতের শাব্দিক অর্থ করা যায়। রসুলের সাথে তার শালার সম্পর্ক কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছন্ন হবে না এই অর্থ করলেও ভুল হবে না। এই বিষয়ে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের অভিমত জানলে সেটাই

প্রতিয়মান হয়।

أنبا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ صِهْرٍ وَكُلُّ نَسَبٍ مُنْقَطِعٌ إِلَّا صِهْرِي وَنَسَبِي ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : هَذِهِ كُلُّهَا لِمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ

আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন আলী বর্ণনা করেন তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন জায়েদ তিনি বলেন আব্দুল মালিক বিন আব্দুল হামিদ মাইমুনি বলেন আমি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালকে জিজ্ঞাসা করলাম,আল্লাহর রসূল কি এই কথা বলেননি সমস্ত বংশগত সম্পর্ক ও শালার সম্পর্ক কিয়ামতের দিন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমার বংশগত সম্পর্ক ও আমার শালার সাথে আমার সম্পর্ক শেষ হবে না ? তিনি উত্তর দিলেন হ্যাঁ বলেছেন।তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলে এগুলি কি আমীর মুয়াবিয়ার উদ্দেশ্যে? ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল উত্তর দিলেন হ্যাঁ।

(১)শারাহ উসুলে এইতেকাদ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'ত, হাদীস নং-২২৯৬

(২)সুন্নাতে খাল্লাল, হাদীস নং -৮৩২

এছাড়াআল্লাহর রসূল আরো বলেনঃ

حدثنا خلف بن عمرو العكبري، ثنا الحميدي، ثنا محمد بن طلحة التيمي، حدثني عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله

اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي بينهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل»

ওয়েম বিন সায়েদাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আল্লাহর রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে নিয়োজিত করেছেন। এবং আমার জন্য সাহাবিদের নিযুক্ত করেছেন। অতঃপর তাদের মধ্যে থেকে আমার ওজির বানিয়েছেন, আন্সার নিযুক্ত করেছেন ও শশুর বাড়ির সম্পর্ক তৈরি করেছেন। যারা তাদের কে গালাগাল করবে তাদের উপর আল্লাহ, মালেয়াকা ও সমস্ত মানব জাতির লানত বর্ষিত হবে। আর তাদের থেকে কিয়ামতের দিন কোন বিনিময় ও বিচার গ্রহন করা হবে না। ম'জামুল কাবীর, হাদিস নং- ৩৪৯

অতএব বলাবাহুল্য যে ;শিয়ারা যতই চালাকি করার চেষ্টা করুক না কেণ, তারা তাদের কোন দাবী কে প্রমাণ করতে সফল হবে না। তারা যত তিল কে তাল করার চেষ্টা করুক না কেণ তার দ্বারা মওলা আলী ও আমীর মুয়াবিয়া মধ্যবর্তী দন্দ কে ধর্ম যুদ্ধ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না। আর না তার দ্বারা আমীর মুয়াবিয়া কে জাহান্নামী প্রমাণ করতে পারবে । আরা যারা রসুলের শশুর বাড়ির সম্পর্ক কে খেয়াল রাখে না এবং তাকে গালাগাল করে তাদের উপর আল্লাহর লানত।

যে সকল কেতাব হতে দলিল নেওয়া হয়েছে

1. কোরান শরীফ
2. মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ হাদিস
3. তাবকাত ইবনে সা'দ,হাদীস
4. ফাতহুলবারী
5. কিতাবুল ফিতান
6. সিয়ারু আলামিন নুবালা খন্ড
7. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ
8. তারিখে দামিস্ক খন্ড
9. সুনানে আবু দাউদ
10. ম'জামুল কাবির
11. মাজমাউয যাওয়ায়েদ
12. সুনানে তিরমিজি
13. সুনানে ইবনে মাজাহ
14. সহি ইবনে হিব্বান
15. মিজানুল এতেদাল
16. মুসনাদে আহমাদ
17. ফাদাইলে সাহাবা
18. হাকিম আল মুস্তাদ্রাক
19. ম'জামুল আওসাত
20. মুসনাদে আবু ইয়ালা
21. তাহজিবুল কামাল ফি আসমাউ রিজাল
22. তাহজীবুত তাহজীব

23. মারেফাতুস সাহাবা
24. শাওয়াহিদুত তানজিল
25. জিরাহ ও তাদিল
26. মাজরুহিন
27. তারিখে বাগদাদ
28. আল কামিল
29. জ'ফা ওলা মাতরুকিন
30. আল কামিল আল জ'ফা ওয়াল রিজাল
31. মুসনাদে বাজ্জার
32. ইলাল রিওয়াইয়াতে আব্দুল্লাহ
33. জ'ফাউল কাবীর
34. তা'লিকাতে দারকুতনি
35. সহি মুসলিম
36. হিলিয়াতুল আওলিয়া
37. ইবনে আবী দুনিয়ার মাকতালে আলী
38. সহি বুখারি,
39. তাফসীরে তাবারী
40. মুস্কিলুল আ'সার
41. সুনানে নাসায়ি
42. মুয়াত্তা ইমাম মালিক
43. তারিখে ইবনে আবি খাইশামা
44. আল জাযারি জামাউল উসুল ফি আহাদিসে রাসুল
45. তারিখুল ইসলাম
46. জামেইল বায়ান ওয়াল আহকামিল নিসিয়ান

47. আনসাবুল আসরাফ
48. আল ইসাবাহ
49. কাঞ্জুল উম্মাল
50. আত তাওকিফ আলা মুহিম্মাতিল তারিফ
51. কিতাব- ইমাম মানাওয়ি
52. কিতাব -ফাইজুল কাদির
53. লিসানুল আরব
54. তাফসীরএ ইবনে কাসীর
55. তাফসীরে কাসসাফ
56. তাফসীরে বাইজাওয়ি
57. তাফসীরে কুরতুবি
58. ফাজাইলুস সাহাবা
59. মাসায়েলে ইবনে হানি
60. মাসায়েলে হারব
61. সুনানে দারমী
62. মাতেলেবুল আলিয়া
63. শারাহ উসুলে এইতেকাদ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'ত
64. সুন্নাতে খাল্লাল